শ্রীশ্রীজগদীশ্বরায় নমঃ।

সারকৌমুদী।

অর্থাৎ।

চিকিৎসাদর্পণ নামক বৈদ্যশাস্ত্র।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বর্ম্মণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত

কলিকাতা।
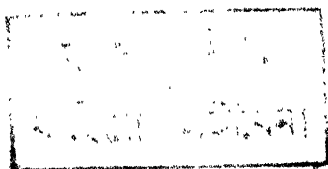
যোড়াসাঁকো বলরাম দে ষ্ট্রীটে

৩৩ নম্বর ভবনে

শ্রীরামকানাই দাসের

সুধাসিন্ধু যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৭৪ সাল তাং ৫ শ্রাবণ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

সারকৌমুদী।

সংস্কৃত গ্রন্থ পণ্ডিতের বোধগম্য তাহা অত্যন্ত কুটার্থ-যুক্ত হয় সে গ্রন্থ বুঝিতে বিস্তর জ্ঞান অপেক্ষা করে অতএব সারকৌমুদী নামক যে চিকিৎসা শাস্ত্র আছে তাহা অল্প-শ্রমে বোধ হইবার কারণ প্রাকৃত বাক্য দ্বারায় লেখা যাই-তেছে, অনায়াসে চিকিৎসা করণের বাসনা যাঁহার হয় তিনি গ্রহণ করিবেন।

নমো গণপতয়ে নমঃ।

পরমানন্দিত লোক সকলের পরমানন্দের মূল স্বরূপ শ্রীগুরুদেব চরণে প্রণতি হইয়া মন্দ বুদ্ধি জনের উত্তম বুদ্ধি হওনের নিমিত্ত সারকৌমুদী পুস্তকের ভাষা করিলাম।

শরীরের আরোগ্যতা ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধ-নের মূল তাহার নষ্টকারী এবং শরীরের মঙ্গলাপহর্ত্তা রোগ সকল হইয়াছে।

তাহাতে চিকিৎসা কর্ম্ম অত্যাবশ্যক হইয়াছে চিকিৎ-সাতে কোথাও ধন লাভ কোন স্থানে পুণ্য কোথাও সখা-ভাব কোথাও অনুরাগ কোথাওবা কর্ম্মাভ্যাস হয় চিকিৎসা কর্ম্ম কোন প্রকারে নিষ্ফল হয় না।

ব্যাধিদিগের নির্যাস এবং দমন বৈদ্যের এই দুই কর্ম্ম বৈদ্য আয়ু দিবার কর্ত্তা নহে।

রোগীর কণ্ঠাগত প্রাণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য অর্থাৎ মৃত্যু না হইলে রোগীকে বৈদ্য ত্যাগ করিবেন না।

রোগযুক্ত শরীর বৈদ্যের অধিকার প্রযুক্ত বৈদ্য রোগীর পিতা তুল্য হয়েন অতএব বৈদ্য স্থানে চিকিৎসিত শরীর ক্রয় করিবে তাহা না করিলে সেই শরীর দ্বারা তিনি যত কর্ম্ম করেন তাহার ফলভাগী বৈদ্য হয়েন।

অগ্রে রোগ নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ নিরূপিত রোগের উপযুক্ত শাস্ত্রোক্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবেন সদ্বৈদ্যের চিকিৎসা ক্রম এই।

দর্শন স্পর্শন এবং প্রশ্ন ইহাতে রোগ জানা যায় অতএব রোগীর শরীর মূত্র জিহ্বা দৃষ্টি করণ পরে নাড়ি ধরিয়া স্পর্শন এবং বৈদ্যকে যে লোক ডাকিতে যাইবে ও রোগীর নিকট পারিচারক যে সকল লোক থাকে তাহাদের জিজ্ঞাসা করণ এই তিন প্রকারে রোগ জানিবেন।

নিদান পূর্ব্বরূপ উপশম এবং সংপ্রাপ্তি এই পাচ প্রকারে লোক সকলের আকার রোগের সূক্ষ্ম লক্ষণের নাম নিদান রোগের মানসিক প্রকাশ পূর্ব্বরূপ রোগেররূপ বাহ্য প্রকাশ এবং চিকিৎসা দ্বারায় রোগ সাম্য হওন উপশম এবং সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হওন সংপ্রাপ্তি এই পাঁচ প্রকার রোগের লক্ষণ।

সকল রোগের আদি কারণ মন্দাগ্নি তাহা অতিরিক্তাহারেতেই হয়। আহারের যেমত শাস্ত্রে কহিয়াছেন তদ্রূপ আহার করিলে মন্দাগ্নি হইতে পারে না।

কোন জন রোগ উৎপন্ন হইয়া সাম্য হয় এবং কোন কোন রোগ জন্মিয়া নিবারণ হয় না আপনি সমভাবে থাকিয়া অন্য২ রোগোৎপন্ন করে সেই রোগ অতি দুষ্ট সে রোগকে বৈদ্য বড় সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন সে সামান্য রোগ নহে, সেই রোগ কৃচ্ছ্র সাধ্য জানিবা॥

চিকিৎসার প্রকার আরো লিখিয়া বৈদ্য এবং রোগ ই-

হার মধ্যে রোগী যদি রোগানুগত হয় তবে বৈদ্য বড় ব্যা-মোহ পায় রোগের দমন করিতেও শীঘ্র পারেন না রোগী যদ্যপি বৈদ্যের-আজ্ঞানুবর্ত্তী হয় তবে রোগের দমন করিতে পারিবেন। অতএব বৈদ্য বিবেচনা করিবেন রোগীকে রোগানুবর্ত্তী কুপথ্যাদি করিলে কি না করিলে আজ্ঞানু-বর্ত্তী জানিতে পারিবেন।

রোগেরলক্ষণ এবং ঔষধের প্রমাণ কহিতে পারে এবং ঔষধ ও চিকিৎসা অনেক প্রকার দেখিয়াছে আর চিকিৎ-সাতে সুন্দররূপে পটুতা থাকে এবং আপনি শুচি এই চারি গুণ যুক্ত বৈদ্যকে উত্তম বৈদ্য বলা যায়।

ইহার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুদর্শী যে বৈদ্য তিনি সিদ্ধ বৈদ্য কিন্তু এই দুই গুণের একেতে বর্জ্জিত হইলে তাহাতে এক পক্ষ হীন পক্ষির ন্যায় কহা যায় অর্থাৎ এক পাক্ষা ভাবে পক্ষির গতি হয় না তদ্রূপ এক গুণ থাকিলে বৈদ্য চিকিৎসা করিতে পারে না।

এই চিকিৎসা শাস্ত্র গুরুপদেশ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া যে বৈদ্য চিকিৎসা করে সেই শ্রেষ্ঠ তদ্ভিন্ন চিকিৎসাকারি বৈদ্য সকলকে নষ্ট বৈদ্য চোরের সমান জানিবা।

আয়ুর্ব্বেদ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতিষ ধর্ম্ম নির্ণয় এই চারি শাস্ত্র অধ্যায়ন না করিয়া যে চিকিৎসা করে তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলা যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও তন্ত্র শাস্ত্রের যুক্তি না জানিলে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ফল ভাগী হইতে পারে না তাহার দৃষ্টান্ত পুরুষ যে কালে দুর্ভাগ্যপ্রাপ্ত হয় তৎকালে উপার্জ্জিত অর্থের ফল ভাগী হইতে পারে না।

আর মন্দ বস্ত্র পরিধান বাক্য কর্কশ চতুরতা হীন কু-গ্রামে বাস এবং আহ্বান না করিলে চিকিৎসা করিতে গ-মন এই পাঁচে বৈদ্যের সমান হয় না তিনি ধনুন্তরি তুল্য হইলেও মান্য হয়েন না।

রোগ শরীরের সংহার কর্ত্তা তাহাকে ঔষধ দ্বারা নিবারণ করিলে রোগী বৈদ্যকে শরীর সমর্পণ করেন এই প্রকারে চিকিৎসক রোগীর পিতা স্বরূপ হয়েন। অতএব রোগীকে বৈদ্যপুত্রের ন্যায় পালন করিবেন।

যে বৈদ্য অবশ্য রোগ নিবারণ করিতে পারেন তিনি উত্তম বৈদ্য যে বৈদ্য কোন রোগ নিবারণ করিতে পারেন কোন রোগ পারেন না তিনি আত্মোদর ভরণ নিমিত্ত চিকিৎসক নামধারি মন্দ বৈদ্য অর্থাৎ সাধ্যাসাধ্য জ্ঞান বিশিষ্ট হয়েন না চিকিৎসা বিষয়ে সাধ্যাসাধ্য জ্ঞানের আবশ্যক আছে।

সকল বৈদ্যের অর্থ যে জ্ঞাত তাহার নাম বৈদ্য সেই বৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ উপবিষ্ট হইলে তাহার দ্বিজসংজ্ঞা হয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদোপদেশ দ্বারা জন্মান্তর হয়।

ব্রাহ্মণ গুরুগণক নবগ্রহ এবং বৈদ্য ইহারা নমস্ত ইহাদিগকে রোগীরা নমস্কার না করিলে আপদ স্বরূপ ব্যাধি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়।

কালে ঔষধ আরম্ভ এবং সমাপন পশ্চাৎ পরীক্ষা করিয়া প্রশস্ত কালে রোগীকে সেবন করাইলে সেই ঔষধকে মহৌষধ বলা যায় এবং সেইঔষধ অল্প মাত্র ধারণ করিলে মহাবীর্য্যবান হইয়া শীঘ্র ব্যাধির দমন করে।

রোগীর পরিচারকের লক্ষণ। ঔষধ করিবার প্রকারজ্ঞ বলবান প্রভু প্রতি অনুরাগ এবং শুচি এই চারি গুণযুক্ত ব্যক্তিকে পরিচর্য্যা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক।

উত্তম রোগীর লক্ষণ। যে রোগী আপনার শরীরের ভাব এবং রোগ হইবার কারণ বৈদ্য জিজ্ঞাসা করিলে ভাল বিস্তার করিয়া বৈদ্যের নিকট কয় এবং ভয়াকুল না হয় এমত রোগী উত্তম।

বৈদ্য আনিবার দুতের জাতি ভেদ এবং নিসিদ্ধ লক্ষণ। চণ্ডালাদি জাতি। শীঘ্র গমন আলুয়িত কেশ অস্ত্র এবং

দণ্ডধারণ মলিন বসন পরিধান করণ অঙ্গ হীন এবং শকট গর্দ্দভ মহিষ উষ্ট্র ইহাতে আরোহণ রক্তবর্ণমাল্যধারণ গাত্রে তৈল মর্দ্দন এক বস্ত্র পরিধান দিগম্বর ইত্যাদি নিষেধ। এবং বৈদ্যের নিকট উপস্থিত দূতের নিবেদন প্রকার। এক পদে দাণ্ডাইবেন না এবং কেশ, মস্তক, পৃষ্ঠ, গলা এই সকল স্থান স্পর্শ করিবে না একদৃষ্টে হেটমুণ্ড হইয়া আপনার প্রণাম জানাইয়া রোগীর বিষয় বৈদ্যের দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডয়মান হইয়া নিবেদন করিবে এবং ভিষক যখন রোগী দেখিতে যাইবেন তখন দ্রুতগামী না হইয়া মন্দ২ গমন করিবেন। এই প্রকার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিধি।

যৎকালে রোগের প্রথম প্রসঙ্গ হইবেক সেই সময়ের লগ্ন স্থির করিয়া দেখিবেন যদি পাপগ্রহের গৃহে প্রশ্ন হয় এবং সেই লগ্নে পাপগ্রহ থাকে সেই লগ্ন সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় আর সেই লগ্নের অষ্টম গৃহে যদি পাপগ্রহ থাকেন তবে নিশ্চয় সেই রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। অতএব চিকিৎসক যখন রোগীর গৃহে গমন করিবেন তখন শুভাশুভ লক্ষণ ইহাতে অনুমান করিবেন।

শুভ হওনের প্রার্থনা যে ভিষকের আছে তিনি শুচি হইয়া রোগ পরীক্ষা করিবেন। এবং যেমত চিকিৎসা করিলে রোগীর ধাতু সুস্থ থাকে তাহাই সদ্বৈদ্যের কর্ত্তব্য।

ইতি সারকৌমুদ্যাং প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্তঃ।

মনুষ্যদিগের শরীরে দোষধাতু মল এবং আধার সকল আছে। বায়ু পিত্ত কফ এই তিনের নাম দোষ। এবং বিষ্ঠা মূত্রাদির নাম মল এবং ধাতু আর আধার শব্দের অর্থ পরে লিখিতেছি।

মনুষ্যের বাল্য যুবা বৃদ্ধ এই তিনকালে শরীরে স্থূল সূক্ষ্মরূপে নাড়ি সকলের বিবরণ পরে লিখিব সংপ্রতি আধারের কথা লিখি।

মনুষ্য আহার করিলে যে স্থানে গিয়া জঠরানল দ্বারা পাক হয় সেই স্থান নাভির উর্দ্ধে তাহার নাম আমাশয়ঃ আধার অন্নাদি পাক হইয়া যে স্থানে গিয়া থাকে সেই স্থান নাভির অধঃ তাহার নাম পাকাশয়ঃ এবং তাহার অধোতে মূত্রাশয় তথা হইতে লিঙ্গ পথে মূত্র বাহির হয় এবং আমাশয়ের দুই দিগে পাঁজরার ভিতরে দুই আধার আছে তাহার নাম যকৃৎ ও প্লীহা। প্লীহা বামে যকৃৎ দক্ষিণে থাকে।

যকৃৎ ও প্লীহা দুই রক্তাশয় অর্থাৎ রক্ত জন্মিয়া এই দুই স্থানে সঞ্চয় হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত হয়। আর নাভির উর্দ্ধে এবং অধোতে যে দুই স্থান আছে সেই স্থানের মধ্যে নাভিমূলে পাকের এক স্থান আছে তাহার অধোতে মলের স্থান তার নাম উণ্ডুক। এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের স্থান তার নাম ফুস্ফুস। এবং আমাশয় ও পাকাশয়ের মধ্যে যে স্থান তার নাম পুপ্‌পুণ্ড আহার করিবা মাত্র নাগবায়ুর দ্বারা যে স্থানে গিয়া পাক হইয়া অন্য স্থানে যাইবার যোগ্য হয় সেই স্থানের নাম গ্রহণী। এবং নাভির স্থানের উর্দ্ধে পিত্তের স্থান সেই শরীরে তেজের স্থান তিনিই শরীরে মূলস্বরূপ হয় তাহার নাশ হইলেই দেহ নষ্ট হয় অতএব জ্ঞানী চিকিৎসকেরা তাহার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন।

শরীর দূষণ হেতু বাত পিত্ত কফের দোষ সংজ্ঞা হয় এবং বিষ্ঠা মূত্রাদি শরীরকে মলিন করে অতএব তাহার নাম মল বলা যায়।

দিবা রাত্রিতে কফ পিত্ত বায়ুর সময় নিরূপণ।

প্রথমতঃ। দিনমান যত দণ্ড হইবেক তাহা অংশত্রয়

করিয়া প্রাতঃকালে যত দণ্ড হইবে তত দণ্ড কফাধিকার মধ্যাহ্নে পিত্তের শেষ বায়ুর অধিকার হয়। কিন্তু প্রাতঃ-কালে সন্ধিকাল দুই দণ্ড যে আছে তাহা ত্যাগ করিয়া অংশ করিতে হইবে এই রূপ মধ্যাহ্নকালের সন্ধিকাল এবং সায়ংকালের সন্ধি সময় ত্যাগ করিয়া কফ বায়ুর অধিকার জানিবেন। এবং তিন সন্ধিকালে বায়ু এবং কফ উভয় মিলিত হইয়া অধিকারী হয়েন এবং রাত্রিকালে ঐ প্রকার কফ পিত্ত বায়ুর হয় তাহাতে সন্ধিকাল ত্যাগ করি-বার বিষয় নাই।

শরীরে কফ পিত্ত বায়ুর অধিকার প্রকরণ।

কটিদেশ পর্য্যন্ত অধোভাগ কফের ঊর্দ্ধে গলা পর্য্যন্ত পিত্তের এবং কেশ মল পর্য্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সন্ধি-স্থানে বাতশ্লেষ্মার অধিকার। কলিযুগের মনুষ্যের আয়ুর নিয়ম নাই অকাল মৃত্যু হইয়াছে তাহাতে বৎসরের মধ্যে ঐ তিনের কি রূপ অধিকার হইবেক তাহা বৈদ্য বিবেচনা করিবেন শত বৎসর মনুষ্যের আয়ু তাহা তিন অংশ ক-রিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমে ঐ তিনের অধিকার জানিবেন। কফ পিত্ত এই দুই অচল কিন্তু বায়ু সচল হয়েন কেবল বায়ুর শ-ক্তিতে কফ এবং পিত্ত গমন করে যেমন প্রবল বায়ু করণক মেঘ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে তদ্রূপ বায়ু কর্তৃক কফ পিত্ত সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিত হয়। অতএব কোন২ রোগে কফ পিত্তকে সাম্য রাখিয়া বায়ুর দমন অগ্রে করিবেন।

নাভির অধোতে পাকাশয় আছে সেই স্থান বায়ুর এবং নাভির ঊর্দ্ধে আমাশয় আছে সে কফের স্থান এই দুই স্থা-নের মধ্য স্থান অগ্নি তুল্য পিত্ত স্থান হয়।

পক্বাশয় কটিদেশ এবং গুহ্য কর্ণ চক্ষু স্পর্শেন্দ্রিয় এই সকল বায়ুর হয় তত্রাপি পক্বাশয় বায়ুর নিত্যধাম হয় ত-দ্দারা শীতোষ্ণাদি বোধ হয় এবং কোমল কঠিন বোধ হয় তাহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় কহে।

পঞ্চ প্রাণের অবস্থান।

হৃদয়ে প্রাণ বায়ু, গুহ্যে অপান বায়ু নাভিতে সমান বায়ু কণ্ঠে উদানবায়ু, এবং ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিত জানিবেন।

পঞ্চ প্রাণের কার্য্য।

যিনি শরীরের রক্ত চালনা করেন তিনি প্রাণবায়ু, যিনি অন্নের গ্রাস গ্রহণান্তর স্ববলে পক্কাশয়ে লঁয়ে যান এবং যাহার শক্তিতে প্রাণবায়ু কার্য্য করেন তিনি অপান বায়ু হয়েন এবং যাহার শক্তিদ্বারা গনা বমন উদ্গার ও শ্বাসাদি হয় তাহার নাম উদান। পক্কাশয় এবং আমাশয় এই দুই স্থানের মধ্যে যে নাভি স্থান আছে তাহাতে অগ্নি রূপ যে পিত্ত সেই পিত্ত রূপ অগ্নির সহায় যে বায়ু আছেন তাহার নাম সমান তিনিই অন্নাদি পাক করিয়া ভিন্ন২ করেন। এবং যিনি পক্কাশয়ে থাকিয়া মল মূত্র ত্যাগ ও বন্ধ করেন তাহার নাম অপান। বিষ্ঠা মূত্র শুক্র রুধির এ সকলের অন্তর্গত হইয়া আছেন এবং সকল শরীরে ব্যাপিত যিনি তাহার নাম ব্যান বায়ু এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর স্থান এবং কর্ম্ম কহিলাম।

পরে শ্লেষ্মা এবং পিত্তের আশ্চর্য্য যে পরমেশ্বর নির্ম্মিত স্থানে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত করণ। ইহাতে এই দুয়ের বিচিত্র সম্বন্ধে যে স্থিতি তাহা পণ্ডিত বৈদ্যেরা নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উত্তমরূপে বোধ করিতে পারেন না কেবল স্থূল মাত্র বোধ করিয়া চিকিৎসাতে অধিকারী হয়েন। অতএব প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হয় না এবং শরীর মধ্যে পিত্ত শ্লেষ্মার স্থিতি মুনিগণেরা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা সারকৌমুদী গ্রন্থে কিঞ্চিৎ প্রকাশ আছে বিস্তার রূপে প্রকাশ তন্ত্র শাস্ত্রে এবং শঙ্কর ভাষ্যে আছে তাহা সকল জানিয়া চিকিৎসা করা দুর্ঘট। অতএব বঙ্গভাষা

রচিত গ্রন্থ অল্পায়াসে বোধগম্য হইলে শীঘ্র চিকিৎসাতে সক্ষম হইবেন।

পিত্ত শ্লেষ্মার স্থিতি প্রকরণ।

যথা নাভিমূল এবং আমাশয় এবং শরীরে জল স্থান ও রক্তাশয় এই সকল পিত্তের স্থান তত্রাপি ইহার বিশেষ স্থান নাভিমূল সেই নাভিমূলস্থ যিনি পক্কাধান তিনি ভূতাত্মক। কিন্তু সেই স্থানে পরমেশ্বরের তৈজস কোষের অধিষ্ঠান অতএব তাহাকে বৈদ্য কহিতে হইবেক নতুবা তিনি কোন শক্তির দ্বারা অন্ন পরিপাক করিয়া অসার ভাগ ত্যাগ পূর্ব্বক সার ভাগ গ্রহণ করিয়া সপ্ত ধাতুতে ভিন্ন২ সৃজন পূর্ব্বক শরীরকে বলবান করিয়া রক্ষা করেন। এবং শরীর মধ্যে যে ঈশ্বর রূপাদি দর্শন হয় তাহাও তৈজস কোষের শক্তি। এবং শরীর মধ্যে মূল স্থান নাভি মূল ইহাতে পাক্কাশয় পরম দেবতা রূপ আছেন ইহার বিষয় উত্তম রূপ বোধ করিয়া চিকিৎসা করিবেক।

শ্লেষ্মা প্রকরণ।

শ্লেষ্মা এবং কফ এই দুই শব্দের একার্থ স্বভাবে অর্থাৎ জল রূপে থাকিলে শ্লেষ্মা এবং বিকার প্রাপ্ত হইলে মল রূপ কফ ইহার স্থান বক্ষ কণ্ঠ মস্তক উদরের ঊর্দ্ধ বক্ষের অধঃ অর্থাৎ যে স্থান কণ্ডা হয় সেই স্থান এবং শরীরের সন্ধি স্থান সকল ও আমাশয়রস মেদ নাসিকা জিহ্বা এই সকল থাকিলেও বক্ষঃস্থলে বিশেষ রূপে থাকেন ইহার মধ্যে আমাশয়স্থ কফ পঞ্চ নাম গ্রহণ করিয়া পঞ্চ কার্য্য করেন।

পঞ্চ নাম যথা।

অম্লকঃ ক্লেদকঃ বোধকঃ তর্পকঃ শ্লেষ্মকঃ।

পঞ্চ কার্য্য যথা।

ক্লেদক নামা কফ আমাশয় গত দ্রব্যাদিকে কর্দ্দম ন্যায় করেন বোধ রসনেতে থাকিয়া রসবোধ করান তর্পক মস্তকে থাকিয়া অশ্রু নির্গত করেন শ্লেষ্মক শরীরের সন্ধিতে

থাকিয়া শিথিলীকরণ করিয়া গমনাদি করান আদি শব্দের অর্থ সমুদয় সন্ধিস্থানের কার্য্য করান। কিন্তু শ্লেষ্মক না থাকিলে হস্ত পদ পদাদির প্রসারণ আকুঞ্চন ইত্যাদি হইত না কেবল দণ্ডের ন্যায় থাকিত এবং কফ ক্রুর হইলে সন্ধি স্থানে থাকিয়া অবশ্য পীড়াদায়ক হয়েন।

অবলম্বক কফ শরীর নাশ এবং রক্ষার কারণ।

অবলম্বক রুদ্ররূপী কফ জল রূপে আমাশয়ে থাকিয়া শরীর রক্ষা এবং নাশের কারণ হয়েন কিন্তু নাশের কারণ হইয়া রক্ষার কারণ কিরূপে সম্ভব হয় ইহার দৃষ্টান্ত হলাহল সর্প মুখে থাকিয়া সর্পেকে নষ্ট করে না অথচ বলবান করে অর্থাৎ নির্বিষ সর্প হইতে বিষ বিশিষ্ট সর্পকে বলবান করিয়া কহা যায় সেই প্রকার রুদ্ররূপী অবলম্বক কফ আমাশয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আমাশয় গত কফ ও পিত্ত ইহারা পরস্পর নাশ হইতে রক্ষা করিয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন অতএব শরীর রক্ষা কারণ অবলম্বক নামা কফ।

শরীর নাশের কারণ।

প্রাপ্তকাল হইলে শরীর রক্ষক ঐ অবলম্বক কফ ইনি শরীর রক্ষার মূল আমাশয় গত কফ পিত্ত বায়ু ইহার মধ্যে কফ পিত্তকে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নষ্ট করিতে না পারিয়া শরীরকে যে প্রকার নষ্ট করেন তাহা দৃষ্টান্ত পূর্ব্বক লিখিতেছি। জল পাবকোদর নৌকা অনায়াসে সমুদ্র গমন করে কিন্তু নৌকাস্থ অগ্নি এবং জল নৌকার নাশ কারণ তৎকালীন হয় না পরে কাল প্রাপ্ত হইলে বায়ুর ব্যতিক্রমে অথবা অন্য কোন প্রকারে সেই সমুদ্র ঐ নৌকাকে আপন জলে মগ্ন করিয়া নৌকাস্থিত অগ্নি এবং জলকে নষ্ট করতঃ নৌকাকে যেমত নষ্ট করে তাহার ন্যায় আমাশয় গত রুদ্র রূপ ঐ অবলম্বক কফ আমাশয় গত অগ্নিরূপী পিত্ত এবং জল রূপ শ্লেষ্মাকে বায়ু ব্যতিক্রমে নষ্ট করেন এই প্রকারে আমাশয় গত কফ শরীর সংহারের কারণ হয়।

পিত্ত কফ বায়ুর অধিকার কথন।

বর্ষা আর শরৎ এই দুই ঋতুতে যে চারি মাস ইহাতে পিত্তের অধিকার। এবং শিশির ও শীত এই দুই ঋতুতে কফের অধিকার বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুরত বায়ুর অধিকার। এই প্রকার বৎসরের মধ্যে পিত্ত কফ বায়ুর অধিকার হয় ইহার ঔষধ ঋতু অধিকারে দিতে হইবেক দেশ কাল পাত্র বিবেচনা অত্যাবশ্যক জানিবে।

মধুশোধন বিধি।

নিজে মধু তৌল করিয়া তাহাতে উপযুক্ত কিঞ্চিৎ জল দিয়া নূতন পাত্রে চুলারউপর বসাইয়া মধ্যম জ্বালে পাক করিলে ফেণা হইবে ও ক্রমে২ জল নিঃশেষ হইবেক এই রূপে মধু শোধন হইবেক।

কফ বৃদ্ধি প্রকরণ।

শিশির কুজ্ঝটিকা এবং প্রাতঃকালে ভোজন বসন্তকালে মিষ্ট দ্রব্য ভোজন অতি শীতল দুগ্ধপান এবং ইক্ষুরস পান তক্র দিবা নিদ্রা লুচি হইতে উত্তম রূপে ঘৃত নিশেষ না হইলে সেই লুচি এবং পিষ্টকাদি দ্রব্য ভোজন এই সকলেতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়।

বায়ুরোগ প্রকরণ।

হঠাৎ পদাবশ হয় এবং মলদ্বার বেদনা করে মূর্চ্ছা অন্তর্বৃদ্ধি অতি মৌন হইয়া স্তম্ভের ন্যায় থাকে আর পৃষ্ঠ জানু কপোল ভ্রু ইহাদের চালনা দন্ত কিড়িমিড়ি এবং দন্ত কপাটি এবং বাক্য উরুদেশ ছোয়ালি স্তম্ভিত ও চক্ষু হৃদয় গলদেশ মস্তক স্তম্ভিত আর ধ্বজভঙ্গ ভ্রু ও দন্তস্থানের অন্তর ক্ষয় উদরাধ্মান এবং নাড়ি আদির স্তম্ভন আর তৈল মর্দ্দন করিলেও গাত্র রুক্ষ এবং চর্ম্মস্ফোটন ও দলন এবং ভোজন করিলেও পুনর্ব্বার ভোজন করিতেও ইচ্ছাহয় এবং কম্প স্বরভঙ্গ আর কর্ম্মক্ষম হইলেও অলসপ্রযুক্ত কর্ম্মে না যাওন অকারণ অতিশয় পরিশ্রম করণ এবং গত বিষয় মু-

খের নিমিত্তে পুনঃ২ খেদ করিয়া লোকের নিকট কথন ত্রাস ভ্রম ক্রোধ এবং যে কোন শব্দ হইলে কর্ণে রোধ বোধ আর সুন্দররূপে যে বিষয় কর্ম্ম করিয়াছে তাহার স্মরণ করিতে পারে না এবং হস্তাদির কর্ম্ম হঠাৎ বোধ হওন অর্থাৎ ভোজনাদি করিতে২ অংশ। আর অপরাধি না হইলেও লোকের উপর সর্ব্বদা তাড়ন আর হর্ষ বিষাদ পরিশ্রম ইহার কোন কারণ উপস্থিত না থাকিলেও অন্তঃকরণ মধ্যে সর্ব্বদা উল্লাস করণ এবং লোমাঞ্চ। কিন্তু কফ জন্য লোমাঞ্চ কাহয়াছ অতএব উভয়ের ভেদ আছে। লোমাঞ্চ হইয়া শরীর ভাল হইলে কফ জন্য এবং লাঘব হইলে বায়ু জন্য আর পিত্ত কফকে নানা স্থানে ক্ষেপণ এবং হস্তাদি ক্ষেপণ ও টানিয়া লওন শরীরের রস শোষণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক দৃঢ় আলিঙ্গনের ন্যায় ধারণ আর শরীর মধ্যে নূতন ছিদ্র জ্ঞান। এবং চক্ষু শরীর মুখ প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ আর অতিশয় তৃষ্ণা হইলে জল পান করিতে ইচ্ছা না হওন এবং নখমধ্যে কষায় বোধ ইত্যাদি বায়ু জানিবে বায়ু পরম দেবতা স্বরূপ। শরীর মধ্যে রাজার ন্যায় তাহাকে বোধ করিবেন। দৃষ্টান্তঃ রাজা কোপ করিলে প্রজাকে অনায়াসে নষ্ট করিতে পারেন। এইরূপ বায়ু কোপ যুক্ত হইয়া পিত্তাধিক্যে নষ্ট করিয়া শরীরকে নষ্ট করিতে পারেন অতএব বৈদ্য কফ পিত্তকে সাম্যভাবে রাখিয়া বায়ুর চিকিৎসা অতি সাবধানে করিবেন কিন্তু বায়ু চিকিৎসাতে অল্প ফলভাগী হয়। দৃষ্টান্ত মহামহৈশ্বর্য্য দাতা শ্রীগুরুদেব তাহাকে দাতা না বলিয়া কর্ণাদিরাজাকে দাতা বলেন এবং মহৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ ধন লাভ করেন তাহার ন্যায়।

পিত্ত লক্ষণ।

মনুষ্যের গলামধ্যে জ্বালা করিয়া অম্বলের ন্যায় যে উদ্গার হয় এবং অকারণ অধিক বাক্য কহন ও অতিশয় ঘর্ম্ম

অর্থাৎ যে ঘর্ম্ম হইয়া ধারা বাহির হয় ও মূর্চ্ছা হয় এবং চক্ষু জিহ্বা কিম্বা শরীরের কোন অন্য স্থান অগ্নিশিখা যুক্ত তুল্য হইয়া যে দগ্ধ হইতেছে আর অরুচি এবং জলপান করিতে ইচ্ছার্থে জল খাইতে পারেনা এবং ক্রোধ ও বাক্যের ভুল মুখ বৈযাত্যের জন্যে ভোজন করিতে পারে না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ভোজন করিতে ইচ্ছা হয় আর গৃহে প্রবেশ করিয়া বোধ হয় এবং জিহ্বা তিক্ত অম্বল ঝাল রস আর পীতবর্ণ মল ত্যাগ হয় আর জড়তা হইয়া মদোমত্তের ন্যায় বাক্যস্খলন হয়।

কফলক্ষণ।

ভোজন না করিয়া ভোজন করিয়া এমত বোধ এবং তন্দ্রা অতিশয় মল তরল এবং অধিক হয় এবং সর্ব্বদা শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা এবং শীতল দ্রব্য গাত্রে মাখিতে ইচ্ছা আর আগুণ পোহাইতে ইচ্ছা ও শরীর চুলকান শোথ অধিক নিদ্রা আর ঝাল রস দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা চক্ষু শ্বেতবর্ণ ও মল মূত্র শ্বেতবর্ণ আর অলস হইলে দ্বন্দ্বজ্বরোগ পিত্ত শ্লেষ্মা পিত্তবায়ু বায়ুপিত্ত ইত্যাদি।

সান্নিপাতিক লক্ষণ।

বায়ু পিত্ত কফের যে যে প্রকার পূর্ব্বে লিখিয়াছি সেই মত বিবেচনায় যে স্থানে পিত্ত এবং কফ এই দুয়ের লক্ষণ দেখিবেন। সেই স্থানে পিত্ত শ্লেষ্মার রোগ জানিবেন এই প্রকার বাতশ্লেষ্মা এবং বায়ু পিত্ত পিত্তবায়ু এবং এই তিনের লক্ষণ প্রবল দেখিলে সান্নিপাতিক বোধ করিবেন কিন্তু ঐ প্রবল তিনের মধ্যে যিনি অধিক প্রবল হইবেন তাহার চিকিৎসা অগ্রে করিবেন।

বায়ু দমন প্রকরণ।

শীতোষ্ণ জল একত্র করিয়া স্নান যে সকল দ্রব্যে শুক্র বৃদ্ধি হয় তাহা ভোজন এবং বলবৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহা ভো-

জন এবং সুস্বাদ অম্বল সৈন্ধবের সহিতে ভোজন তিল তৈল এবং বায়ু নিবারক পাক তৈলমর্দ্দন করিয়া স্নান এবংছাগ মাংস ভোজন করা মদিরা পান এবংনারিকেলোদক পান এবং পদ্মপত্রে শয়ন আতাফল ভোজন তপ্তাম্ম জলধৌত্র করিয়া ভোজন এবং ভোজনান্তর স্নান এই সকল প্রকারে বায়ু দমন হয়েন।

পিত্ত দমন প্রকরণ।

পটোল পত্রের রস এবং বট্‌কী চিরাতা ইন্দ্রজব ইহা দিগের ক্বাথ আর হরীতকী আমলকী ইহার রস মিষ্ট রসে পাক করিয়া ভোজন আর শীতল বায়ু ও নিম্বছাল সেবন পেয়াজ ভোজন ইহাতে অবশ্য পিত্ত নষ্ট হয় আর দ্বার দিয়া যে জ্যোৎস্না গাত্রে সংলগ্ন হয় বৃষ্টিজল পান স্ত্রী সঙ্গম ছাগ ঘৃত ভোজন এবং ঔষধ দ্বারা ভেদ বমন হওন আর স্বেদ করিয়া ঘর্ম্ম নির্গতকরণ। রক্তমোক্ষণ হরিদ্রাদি মর্দ্দন গোমূত্র পুরাতন কুষ্মাণ্ড ভোজন আর ছোলার জল ইক্ষুা- রস গুলঞ্চের পালো কিম্বা গুলঞ্চের ক্বাথ সেফালিকা পত্র রস ক্ষেতপাপড়ারস ধনিয়া মধুরপানা ভোজন ইত্যাদিতে পিত্ত নষ্ট হয়।

কফ দমন প্রকরণ।

ঘৃত রহিত রুটি এবং তণ্ডুল চিপীটক মশরক রুক্ষ ক- লাই ভর্জ্জন আর ওল মানকচু কাঁচাকলা আদি ভাজা দ্রব্য মাত্র কিন্তু তৈল ঘৃতাদিতে ভাজা ভিন্ন। আর তণ্ডুল হাঁ- ড়িতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া সেই তণ্ডুলের অন্ন উষ্ণ থা- কিতে ঐ সকল রুক্ষ ভাজার সহিত ভোজন এবং উষ্ণজল পান আর রুক্ষ হরিদ্রা গাত্রে লেপন আর বিভুতি লেপন। নিসিন্ধাপত্র রস হলকসার রস ভাঁটসাড়ার রস এই সকল দ্রব্য পান। অগ্নিতাপ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ মৃগনাভি কস্তুরী পাণের রসে মাড়িয়া খাওন আর নির্জ্জন আদার রসের সহিত সৈন্ধবলবণ ত্রিকটু চূর্ণ মুখ মধ্যে রাখিলে মুখ হইতে

শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং ত্রিকটুর নস্য আর এরণ্ড পত্রমধ্যে বালুকা পুটুলী করিয়া মস্তকে অধিক তাপ দিলে মস্তকের শ্লেষ্মা নষ্ট হয় আর পুরুষের অধিক কফে রাঙ্গাচিতার মূল মরীচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইবেক কিন্তু ইহা স্ত্রীলোককে কদাচ দিবে না, মসূরি এবং ছোলার ছাতু ভোজন আর নাগরদোলায় দোলন মল্লযুদ্ধ স্ত্রীসঙ্গ উপহাস দৌড়ান আর ভেদ বমন করান এবং জাগরণ এই সকল প্রকারে কফ নষ্ট হয়।

শারীরিক মানসিক ব্যাধির বিশেষ কথন।

শরীর পীড়াদায়কে কফ পিত্ত বায়ু এই তিনকে জানিবেন মন পীড়াদায়ক তমোরজঃ সত্ত্ব এই তিন গুণকে জানিবেন। কিঞ্চিদ্ব্যক্ত কথনং। নানা প্রকার জ্বর এবং গ্রহিণী কাস শ্বাস শূল কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ বাতপিত্ত কফ দ্বারা জন্মায় এবং বিষাদ ভয় উৎসাহ হীন ইত্যাদি মানস পীড়াকে সত্ত্বরজঃ তমোগুণ জাত জানিবেন এই দুই পীড়ার মধ্যে শারীরিক পীড়ার চিকিৎসা এই গ্রন্থে লিখিব। কিন্তু মানসিক পীড়ার চিকিৎসা লিখিব না কারণ তাহা যোগ শাস্ত্র পাত্র বিশেষে লিখিয়াছেন এবং এই মনঃ পীড়ার কারণ মহামোহ অতএব মহামোহ জাত যে রোগ বিশেষ তাহার ঔষধ আস্তিক্য বৈরাগ্য। ধৈর্য্যস্মৃতি ধ্যান ধারণা কিন্তু ইহাতে উপদেষ্টা শ্রীগুরুদেব হইয়াছেন অতএব অন্য উপদেষ্টা হইতে পারে না।

শারীরিক বিষয় কথন।

শরীর মধ্যে কফ পিত্ত বায়ু যে আছেন তাঁহারা স্বভাব দ্বারা কিম্বা অহিতাদি করণ দ্বারা কদাচ কফ বৃদ্ধি কখন বা পিত্ত বৃদ্ধি কদাচ বা বায়ু বৃদ্ধি করেন ইহাতে জ্ঞানবান বৈদ্য এই তিনের মধ্যে যে দুর্ব্বল তাহার বৃদ্ধি এবং বলবানের সাম্য ও সাম্যের পালন করিবেন ইহা করিলে উত্তম বৈদ্য হয়েন।

পুনঃ কফ পিত্ত লক্ষণ।

কফ পিত্ত বায়ুকে শরীরে বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টি দ্বারা এবং রোগী স্বপ্নে যে প্রকারে দর্শন হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া কফ পিত্ত বায়ুর প্রবলতা বোধ করিতে পারিবেন।

বায়ুর বাহ্য লক্ষণ।

শরীরে কার্য্যতা এবং লাবণ্য রাহিত্য ও অল্প কেশ এবং সর্ব্বদা মন চঞ্চল ও সর্ব্বদা মনের ভ্রম আর নিদ্রাবস্থাতে বিস্তর বাক্য কথন এবং স্বপ্নাবস্থাতে অধিক ভ্রমণ এই সকল বাহ্য লক্ষণ দ্বারা বায়ুকে বোধ করিবেন।

পিত্তস্থ বাহ্য লক্ষণ।

বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে কেশের শুক্লবর্ণ প্রাপণ এবং রাই সর্ষপের ন্যায় শরীরের বর্ণ আর নীললোকের মত সকল কর্ম্মে ক্রোধযুক্ত হইয়া শব্দ করণ এবং বুদ্ধির প্রখরতা আর নিদ্রাবস্থাতে আলোকমল দর্শন এই নানা বাহ্য লক্ষণ দ্বারা পিত্তকে জ্ঞাত হইবেন।

কফস্থ বাহ্য লক্ষণ।

বুদ্ধি ও শরীরের স্থূলতা এবং শরীর লাবণ্য আর সর্ব্ব প্রশংসিত কেশ। এবং নিদ্রাবস্থাতে জলদর্শন এই প্রকার বাহ্য লক্ষণ হেতু কফের বোধ করিবেন বায়ু পিত্ত কফ দ্বন্দ যে সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবেন। যে স্থানে পিত্ত এবং কফ এই উভয়ের চিহ্ন দেখিবেন সে স্থানে উভয়ের যোগ বোধ করিয়া এবং বাতশ্লেষ্মার যোগ এই প্রকার জানিয়া পরস্পরের নিবারণ ঔষধ দিবেন। যদ্যপি এমত বোধ হয় যে কফ পিত্তের যোগ কি প্রকারে হয়। কফ জল স্বরূপ পিত্ত অগ্নিস্বরূপ অতএব উভয়ের যোগে উভয়ের ধ্বংস কেননা হয় ইহার দৃষ্টান্তপূর্ব্বক লিখিতেছি। পরমেশ্বরের অসাধ্য সাধনে ক্ষমতা প্রযুক্ত সকল বিষয় সুসাধ্য সম্ভব হয় দেখ বিষের কীট বিষমধ্যে থাকিয়া যেরূপ জীবনধারণ

করে তদ্রূপ অগ্নিনাশক জলরূপ কফের সহিত পিত্তরূ-
পাগ্নি মিলিত হইয়া জীবন ধারণ করেন।

বায়ু বৃদ্ধি প্রকরণ।

ধাবন দূর গমন উপবাস উচ্চঃ হইতে পতন অথবা কেবল পতন হস্তপাদাদি ভঞ্জন স্বপ্নদোষরাত্রি জাগরণ মল মুত্র বেগধারণ অতিশয় শীতল ক্রিয়া ভয় প্রাপ্ত হওন রুক্ষ-দ্রব্য ভোজন ক্ষুধার্ত্ত হওন কটু তিক্ত কষায় দ্রব্য ভোজন মেঘারম্ভ কাল বৃষ্টি সময় ভোজনান্তর কাল ভোজন শেষ ইহাতে বায়ু কুপিত হইয়া বৃদ্ধি হয়েন। কিন্তু ইহার মধ্যে কটু তিক্ত কষায় দ্রব্য যে কহিয়াছি তাহা যদ্যপি পাচনে কিম্বা ঔষধাদিতে থাকে তবে তাহাতে বৃদ্ধি হয় না।

পিত্ত বৃদ্ধি প্রকরণ।

লঙ্কামরীচাদি কটুদ্রব্য অম্লদ্রব্য তাপযুক্ত দগ্ধদ্রব্য আর বিষাংশ যে সকল দ্রব্য ও লবণ ক্রোধ উপবাস অগ্র-হায়ণ স্ত্রীসঙ্গ তিল মসিনা দধি এই তিন দ্রব্য ভোজন এবং সুধাপান শোকাকুল টক আমানি ভোজনান্তর ও ভোজন শেষ ইহার মধ্যকাল ও শরৎকাল জনসমূহ গোলের মধ্যে স্থিতি মধ্যাহ্নকাল মধ্য রাত্রি ইত্যাদিতে পিত্ত কোপযুক্ত হইয়া বৃদ্ধি হয়। ইহাতে যে রৌদ্র কহিয়াছি সে পৃষ্ঠালগ্ন ভিন্ন জানিবেন। এবং মধুতে পিত্ত নষ্ট করে জানিয়া মধুর বিষাংশ দূর না করিয়া ঔষধ সেবন করেন তাহাতে ঔষধ উপকারি না হইয়া অপকারি হয়েন অত-এব মধু শোধন কর্ত্তব্য।

ইতি ভাষারচিত সারকৌমুদ্যাং শরীরাধিকারো
নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

রোগ বিশেষে অসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধ্য সুসাধ্য এবং কোন রোগ সাধ্য অতএব উপযুক্ত ঔষধ এবং গ্রহশান্তি ও স্বস্ত্যা-য়নদ্বারা রোগ সকলের অবস্থান্তর হয় অর্থাৎ অসাধ্য রোগ

অসাধ্য হইয়া থাকে কৃচ্ছ্রসাধ্যানুসাধ্য হয়। অতএব চিকিৎসার আবশ্যকতা পরে পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম দোষ আর ইহ জন্মের পাপেতে এবং অনুক্তাহারাদিতে রোগ জন্মে ইহা জানিবার কারণ লিখিতেছি। যে সকল রোগের যে সকল ঔষধ শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং যেসকল স্বস্ত্যয়ন শান্তি আছে সে সকল করিলে যে২ রোগ ভাল না হয় সেই সব অদৃষ্ট জাত জানিবা আর ঔষধাদি দ্বারা যে সকল রোগ ভাল হয় সেই সমস্ত অনুক্তাহারাদিতে জন্মে জানিবেন।

ইতি ভাষা সারকৌমুদ্যাং রোগ নিরূপণাধি-
কার সমাপ্তঃ।

রোগীর মূত্র পরীক্ষা।

নূতন সরাতে রোগীর মূত্র ধরিয়া তাহাতে একবিন্দু তৈল দিবে সেই তৈল যদি সরিয়া বেড়ায় তবে বায়ুব্যাধি জানিবেন এবং বিন্দু২ হইয়া তৈল যদ্যপি ছাড়িয়া পড়ে তবে পিত্তের চিহ্ন জানিবেন। আর ঐ তৈল বিন্দু যদ্যপি ঘন হয় তবে কফের লক্ষণ জানিবেন। এবং তৈলবিন্দু যদি মূত্রে ডুবিয়া পড়ে ভাসিয়া উঠে তবে সে সান্নিপাতিক রোগ জানিবেন, আর ঐ তৈলবিন্দু যদ্যপি পুর্ব্বাদিগে সরে তবে সেরোগ অতিশীঘ্রভাল হয়, এবং যদি দক্ষিণদিগে সরিয়া যায় তবে সে রোগ ক্রমে২ বিশেষ হইয়া ভাল হয়, যদি পশ্চিমদিগে যায় তবে অল্প চিকিৎসাতে ভাল হয়। আর যদি উত্তরে যায় তথাপিও রোগ হইতে মুক্ত হয়। আর যদি ঈশানকোণে যায় তবেসে রোগীর একমাসের মধ্যে প্রাণত্যাগ হয়। আর যদি মূত্রে তৈলবিন্দু দিবামাত্র নানাবর্ণ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয় তবে সে রোগীর মৃত্যু হয় জানিবে। আর যদি তৈলবিন্দু পুনঃ পুনঃ ডোবে ভাসে কিম্বা মিশাইয়া যায় তবে সেই রোগী মৃতুবৎ হইয়া বাঁচে। পিত্ত রোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ কফ রোগে মূত্র ফেণাযুক্ত বায়ু রোগে রক্তবর্ণ

ইহাতে রোগ যদি দ্বন্দ্বজ হয় তবে মূত্রমিশ্রবর্ণ হয় অতএব দ্বন্দ্বজ রোগের মূত্র বিবেচনা উত্তম রূপে করিবেন সন্নিপাত রোগে মূত্র কালবর্ণ হয়।

ইতি ভাষা সারকৌমুদ্যাং মূত্র পরীক্ষা সমাপ্তঃ।

অথ জিহ্বা পরীক্ষা।

জিহ্বা যদি সরু কিম্বা পাতলা হয় এবং তাহাতে ক্ষুথার মত যদি ধার হয় অথচ ফোটকযুক্ত হয় তবে তাহাকে বায়ুজ রোগ জানিবেন। এবং জিহ্বা হইতে রক্তস্রাব হইলে পিত্তজ বোধ করিবেন। আর শুক্লবর্ণ এবং তাহাতে অম্লরস বোধ এবং তাহা হইতে জল নিঃসরণ যদি হয়। তবে তাহাকে শ্লেষ্মজ রোগ কহিবেন। এবং কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুঞ্চিত হইয়া টাকরাতে যায় ও শুষ্ক হয় তারে সান্নিপাতিক জ্ঞান করিবেন। আর দ্বন্দ্বজ রোগে মিশ্র লক্ষণ হয়। পুনশ্চ সান্নিপাতিকে অতি ভয়ানক লম্বমানা হইয়া মুখ হইতে যদি বহির্গতা হয় কিম্বা উলটিয়া পড়ে এবং অন্যান্য বিকৃতাকার হয় তবে রোগীর মৃত্যু অতি নিকট জানিবেন।

অথ নাসিকা পরীক্ষা।

নাসিকা শুক্লবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ শুষ্ক ও মোটা কিম্বা কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়ে অথবা বসিয়া যায় কিম্বা কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ না পায় এবং স্ফুটিত হয় কিম্বা অন্য পীড়া যুক্ত হয় অথবা নাসিকার অগ্রে বিজাতীয় স্ফোটক হয় তবে মৃত্যু লক্ষণ জানিবেন।

নাড়ী পরীক্ষা।

পুরুষের দক্ষিণ হস্ত স্ত্রী লোকের বামহস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিবেন। বৈদ্য রোগীর দক্ষিণ হস্তের মুল আপনার বাম হস্ত তালুকাতে রাখিয়া রোগীর দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অধো যে কর সন্ধিস্থান আছে তাহার অধোতে আপনার

তিন অঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিবেন। পরে নিজ শরীরকে ঈষৎ নম্রভাব করিবেন এবং তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে, মধ্যমা মধ্যে অনামিকা অধোতে রাখিবেন। এমত করিলে নাড়ীর শুভাশুভফল বোধ হয়। আর ভোজনের পরক্ষণে এবং স্নান করিবা মাত্রও রোগীর অত্যন্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা হইলে নাড়ী উত্তম রূপে বোধ করিতে পারেন না এবং দূর হইতে চলিয়া আসিলে অথবা পরিশ্রম করিলে কিম্বা অতিশয় তৈল মর্দ্দনের পর এবং নিদ্রা কাল এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা হয়না অতএব সুস্থির হইলে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে পরীক্ষা করিবেন কিন্তু নাড়ী পরীক্ষা একবার হস্তস্পর্শ করিলে হইতে পারে না পুনঃ২ দেখিতে হয় অভাবে দুইবার নাড়ী ধরিয়া অবশ্য দেখিবেন। আর কোন মনুষ্যের হস্তে নাড়ী বোধ হয় না এ কারণ পূর্ব্বোক্ত বিধিক্রমে পায়ে নাড়ী ধরিয়া দেখিবেন।

অথ বাতাত্মিকা নাড়ী গতি প্রকার।

বাত পিত্ত কফাত্মিকা ক্রমে নাড়ীর গতিক উত্তম রূপে বিবেচনা করিবেন। নাড়ী ধারণ করিবা মাত্র যে নাড়ীর কুটিলা গতি বোধ হয় তাহাকে বাতাত্মিকা জানিবেন অর্থাৎ বায়ুর কুটিলা গতি দ্বারায় নাড়ীর কুটিলা গতি হয়। গতি দৃষ্টান্ত। তৃণজলৌকা অন্যতৃণে গমনকালীন যাদৃশী গতি তাদৃশী। এবং সর্প গমন কালীন যাদৃশ বক্র হইয়া গমন করে তাদৃশ জানিবেন।

অথ পিত্তাত্মিকা নাড়ী গতি প্রকার।

রোগীর সর্ব্বাঙ্গ উত্তপ্ত করিয়া এবং হস্ত পাদাদি অগ্নি জ্বালাযুক্ত প্রায় করিয়া কাক এবং ভেকের ন্যায় যাহার গতি হয় তাহাকে পিত্তাত্মিকা জানিবেন। অর্থাৎ কাক এবং ভেক যেমন লম্ফ করতঃ গমন করে তাহার ন্যায় পিত্তের নাড়ী গমন করে।

অথ কফাত্মিকা নাড়ী গতি প্রকার।

হংসের ন্যায় ঈষৎ হেলায়মান অথচ মন্দ মন্দ হইয়া যাহার গতি এবং কপোতের ন্যায় মন্দ মন্দ হইয়া যাহার গতি এবং স্তম্ভের ন্যায় যাহাকে শূন্য গতি প্রায় বোধ হয় তাহাকে কফাত্মিকা জানিবেন। কিন্তু সামান্য কফে হংস কপোতের ন্যায় মন্দ গতি। অতিশয় কফে স্তম্ভগতি অর্থাৎ স্থিরা গতি, যেমন পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক শীঘ্র গমন করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে গমন করে তদ্রূপ কফের নাড়ীকে বোধ করিবেন।

অথ দ্বন্দ্বজ নাড়ী প্রকার।

যে স্থানে কফ এবং পিত্তের লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে কফ পিত্ত দ্বন্দ্বজ বোধ করিবেন। এবং যে স্থানে কফ এবং বায়ুর লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে বাতশ্লেষ্মা রোগ জানিবেন আর যে নাড়ীতে বায়ু এবং পিত্তের গতি দেখিবেন তাহাকে বাতপৈত্তিক রোগ জানিবেন। এবং যে স্থানে তিনের লক্ষণ দেখিবেন তাহাকে ত্রিদোষ রোগ জানিবেন

অথ জ্বরযুক্ত নাড়ী প্রকার।

মনুষ্যের জ্বর হইলে নাড়ী তাপযুক্ত এবং ধাবমান হয়।

সান্নিপাতিক নাড়ী প্রকার।

মন্দ মন্দ গতি এবং কুটিলা ইহাতে যদ্যপি অতিশয় কুটিলা গতি এবং অত্যন্ত স্থিরা গতি হয় তবে সে রোগকে অসাধ্য এবং রোগীর মৃত্যু সপ্তাহের মধ্যে জানিবেন।

সান্নিপাতিকে মন্দগতি নাড়ীর দৃষ্টান্ত। যেমন মনুষ্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এক দুই পদ পরিমিত ভূমি কষ্টেতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান হয় তাহার ন্যায় সান্নিপাতিক নাড়ী গমন করিতে২ স্থির হয় এবং সেই স্থিতি কালে কখন সূক্ষ্মগতি হয় কখন বা সূক্ষ্মগতি হয় না। পুনর্ব্বার তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে গতি বোধ হইয়া যেন অধোতে স্খলিত হইয়া পড়ে এমত দেখিলে সে নাড়ীকে অসাধ্য

জানিবেন এবং স্বভাব পরিত্যাগী ও যথেষ্ঠাচারী উন্মত্ত-ব্যক্তির ন্যায় নাড়ী যদ্যপি স্বভাব গতি ত্যাগ করিয়া যথেষ্ঠাচারিনী হয়তবে রোগীরজীবন সংশয় জানিবেন ইহাতে যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলিতে নাড়ীরগতি কিছুই বোধ না হইয়া কেবল মধ্যমা ও অনামিকাতে নাড়ীর গতি বোধ হয় পরে একবার তর্জ্জনীতে বোধ হয় তবে অর্দ্ধ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু জানিবেন আর যদি ঐ প্রকার হইয়া তর্জ্জনীর অর্দ্ধ পর্য্যন্ত নাড়ী বোধ হয় পরে তর্জ্জনীতে সম্পূর্ণ বোধ কিঞ্চিৎ বিলম্বেতে না হয় তবে সে রোগীর মৃত্যু এক প্রহরের পর হয়।

নাড়ীর জ্ঞান স্থূল প্রকার।

বায়ুতে বক্রগতি, পিত্তে অত্যন্ত চঞ্চলা কফে স্থিরা এবং মন্দগতি জানিবেন।

সামান্যরূপ নাড়ীর সূক্ষ্ম শীতল কথন। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী স্থূলা হয় এবং লঙ্কামরীচাদি দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী অতি চঞ্চলা হয়। আর মিষ্টরস দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী শীতল হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং নাড়ী পরীক্ষা সমাপ্তঃ।

জ্বরোৎপত্তি কথন।

জ্বর সকল রোগ হইতে প্রধান হয়েন। কারণ দক্ষ প্রজাপতি রুদ্রকে অপমান করিয়াছিলেন তাহাতে রুদ্র ক্রোধ করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলে সেই নিশ্বাসে জ্বরের জন্ম হয় অতএব অন্য২ রোগে হইতে জ্বর বলবান এবং প্রাণিদের শরীর ওমনের তাপজনক হয়েন। সেইজ্বরকে প্রকারভেদে অষ্ট প্রকার জানিবেন। এক জ্বরের অষ্ট প্রকার দৃষ্টান্ত।

যেমন এক জন মনুষ্য গান করিলে গায়ক বাদ্য করিলে বাদ্যকর নৃত্য করিলে নর্ত্তক কহে। ইত্যাদি কর্ম্ম বিশেষে যেমন এক ব্যক্তির নানা নাম হয় এইরূপ বাতিক

পৈত্তিক পিত্তশ্লৈষ্মিক বাতশ্লৈষ্মিক বাতপৈত্তিক কফ বাতিক সংঘাতিক আগন্তুজ ইত্যাদি অষ্ট প্রকার হইয়া অষ্ট নাম ধারণ করেন।

শরীরে জ্বরোৎপত্তি কথন।

মিথ্যাহার অর্থাৎ ক্ষীরের সহিত মৎস্য ভোজন ইত্যাদি নিসিদ্ধ আহার যে সকল দ্রব্য আছে তাহা ভোজন এবং ভোজন পরিমাণ ত্যাগ করণ ভোজন পরিমাণ যথা অন্নেতে উদরের অর্দ্ধেক পুরণ করিবে। এবং অন্ন পরিপাক কারণ উদরের চতুর্থ ভাগের এক ভাগ জলপান করিবে। আর এক ভাগ বায়ু গমনাগমনের নিমিত্তে রাখিবেক এই উক্ত প্রকার আহার না করিয়া আকণ্ঠ পর্য্যন্ত আহার করিলে জঠরের অগ্নি মান্দ্য হয় ইহা হইলে ঐ ভুক্ত অন্নাদি পাক হয় নাতজ্জন্য কোষ্ঠে রস সঞ্চয় হয় তাহাতে ঐ জঠরাগ্নি আমাশয় হইতে বাহ্য নির্গত হইয়া সমুদয় শরীরকে তাপযুক্ত করেন আর আমাশয় মধ্যে যে কফ পিত্ত বায়ু আছে তাঁহারাও বিরুদ্ধ ভাব হইয়া জ্বরের কারণ হয়েন।

বাহ্য জ্বর প্রকাশ কথন।

জ্বরের উদ্ভবে শ্রম করিতে পারে না, শরীরের বর্ণ অন্যথা হয়। হাই উঠে, শরীর মর্দ্দন প্রায় হয়, জিহ্বা রসশূন্য হয় চক্ষু জলবর্ণ ন্যায় হয়, ক্ষণেং বায়ু সেবন ইচ্ছা করে এবং তৎক্ষণে রৌদ্রে যাইতে ইচ্ছা হয়, শরীর ভার হয়, রোম হর্ষ হয়, অন্নে অরুচি জন্মে, ভ্রান্তি হয় শীত বোধ হয়, প্রথম জ্বরে এই প্রকার জানিবেন। অর্থাৎ জ্বরের স্বাভাবিক ধর্ম্মেতে এই সকল প্রকার হয়। ইহাতে যে হাই উঠে কহিয়াছি তাহা বাতিক জ্বরে অতিশয় জানিবেন। এবং পিত্ত জ্বরে চক্ষু পোড়ে আর কফ জ্বরে অন্নে অরুচি হয়।

বাতিক জ্বর লক্ষণ।

কম্প, এবং কখন নাড়ীর বেগ অতিশয় উষ্ণ এবং কণ্ঠ শুষ্ক হয় নিদ্রা হয় না, শরীর রুক্ষভাব হয়, মস্তক ও শরীর

বেদনা করে আর মুখের ভিতর শুষ্ক হয়, মল কঠিন, উদরাধ্মান, হাই উঠে, বাতিক জ্বরে এই সকল লক্ষণ হয়॥

অথ পিত্ত জ্বর লক্ষণ।

নাড়ীতে বেগের তীক্ষ্ণতা, ভেদ হয়, বমন ও নিদ্রা অল্প হয়, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ, নাসিকা, দগ্ধপ্রায় হয়। প্রলাপ, মুখ তিক্তরস, মূর্চ্ছা, শরীর দাহ, এবং বমন হয়, এমত বোধ পিপাসা, মলমূত্র চক্ষু পীতবর্ণ, গাত্র ঘূর্ণায়মান। পিত্তজ্বরে এই সকল প্রকার হয়।

অথ কফ জ্বর লক্ষণ।

জলযুক্ত বস্ত্র গাত্রে কেহ যেন বেষ্টন করিয়াছে এমত বোধ হয়, আর নাড়ীর বেগ অল্প, অলস, মুখ সরস, শুক্রমূত্র মল স্তম্ভিত হয়, এবং ভোজন না করিয়া ভোজনের তৃপ্তিবোধ হয়, শরীরের ভার শীত, গাত্র বমন, রোমাঞ্চ, নিদ্রা অধিক মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হয় অরুচি, কাশি চক্ষু শুক্লবর্ণ। কফ জ্বরে এই সকল প্রকার হয় জানিবেন।

অথ বাতপৈত্তিক জ্বর লক্ষণ।

তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ভ্রম দাহ হয়, নিদ্রা হয় না, এবং মস্তক বেদনা করে, গলা এবং হস্ত পাদাদির গ্রন্থিসকল যেন ভাঙ্গিয়া যায় এমত বোধ আর হাই উঠে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা বাত পৈত্তিক জ্বর বোধ করিবেন।

অথ বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর লক্ষণ।

নাড়ীতে অল্প বেগ বোধ হয়, পর্ব্ব সকল ভাঙ্গিয়া গেল এমত বোধ নিদ্রা অধিক মস্তক বেদনা করে, মুখ এবং নাসিকা হইতে জল পড়ে কাশি ও ঘর্ম্ম অধিক হয় শরীরের তাপ অধিক হয় না। এই সকল লক্ষণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মা জ্বর নিরূপণ করিবেন।

অথ পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর লক্ষণ।

মুখ তিক্ত রস তন্দ্রা মোহ, কাশি অরুচি, তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে

শরীর দাহ, এবং শীত, আর কোন২ ব্যক্তির নাড়ী স্তম্ভিতা হয় অথবা কফ পিত্তের পরিবর্তন অর্থাৎ কোনসময়ে শ্লেষ্মা অধিক বোধ হয়। এবং কোন সময়ে পিত্ত অধিক বোধ হয় এই সকল পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের লক্ষণ জানিবেন।

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ।

ক্ষণে২দাহ এবং শীত, অস্থির ভিতরে জ্বালা এবং বেদনা মস্তক বেদনা, চক্ষুর কোণ হইতে রক্ত নির্গত হয়। এবং চক্ষু হ্রস্বকায় হয়, কর্ণ বেদন, এবং কর্ণের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ হয়, দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং জিহ্বাতে উথার ধারের ন্যায় কণ্টক হয়, অথচ জিহ্বা এস্বকায় হইয়া টাক্‌রায় উঠে আর মুখ হইতে জল রক্ত এবং পিত্ত নির্গত হয় শিরো লুণ্ঠন অতিশয় তৃষ্ণা, নিদ্রা রহিত বক্ষঃস্থল বেদনা ও ঘর্ম্ম অতিশয় হয়। কিন্তু নিবারণ দুঃসাধ্য আর প্রস্রাব পীড়া বোধ হইলে প্রস্রাব হয় না এবং মল ঐ প্রকার। অনাহারে কৃশ হয় না আর কোন২ ব্যক্তির গ্রীবা লম্বা এবং কাহারো বা ছোট হয়। তলপেটে রাঙ্গা কিম্বা কালো চক্রাকৃতি দাগ হয়। বাক্য রহিতের ন্যায় হয়। উদরের ভিতরে নাড়ী সকল পুটুলি মত হয়, এবং কাহারো পেট উচ্চ হয় আর দোষ নিবারক নানা প্রকার ঔষধ দ্বারা দোষ নিবারণ হয় না। এবং দন্ত নিরস কড়ির ন্যায় হয়। আর কাহারো দন্ত দর্পণের মত উজ্জল হয়, এবং দন্তে ঘর্ষণ দ্বারা ভয়ানক শব্দ হয়, দিবসে বালকের ন্যায় ক্ষণে২ নিদ্রা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং কোন ব্যক্তির দিবা রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এবং কেহবা হাস্য করে কেহবা রোদন করে কেহবা গান করে কেহবা নৃত্য করে আর কেহবা উন্মত্তের ন্যায় এবং ভূতে পাইবার মত নানা প্রকার বিকৃত্যাচরণ করে এই সমস্ত লক্ষণ এক ব্যক্তিতে হয় না কিন্তু সকলি সান্নিপাতিকের ল-

ক্ষণ। ইহার রক্ষকাল ৭।৯।১১।১৪।১৮।২২ দিবস পর্য্যন্ত। এবং এই জ্বরের সীমা ২২ দিবস পর্য্যন্ত জানিবেন।

ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক কথন।

বাতোল্লন পিত্তোল্লন কফোল্লন বাতপৈত্তিকোল্লন বাতশ্লেষ্মিকোল্লন পিত্তশ্লেষ্মিকোল্লন, বায়ু প্রধান, বাতপৈত্তিকোল্লন শ্লেষ্মা প্রধান। বাতশ্লেষ্মিকোল্লন পিত্ত প্রধান। পিত্তশ্লেষ্মকোল্লন বায়ুপিত্ত সমান উল্লন পিত্তশ্লেষ্মা সমান উল্লন বায়ু পিত্ত সমান উল্লন, এই ত্রয়োদশ উল্লন কালস্বরূপ হইয়া প্রাণের সংহার কর্ত্তা হয়েন। এই সান্নিপাতিক জ্বর হইলে কর্ণমূলে শোথ হইয়া কেহবা রক্ষা পায় কেহ বা রক্ষা পায় না।

অভিঘাত জ্বর লক্ষণ।

লগুর কিম্বা কোন অস্ত্রদ্বারা আঘাতিত হইলে যে জ্বর হয় তাহার নাম অভিঘাত জ্বর।

অভিচার জ্বর লক্ষণ।

দুই ব্যক্তি কোন কারণে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে মন্দ স্বস্ত্যয়নাদি করিলে উদ্দেশ্য ব্যক্তির যে জ্বর হয় অথবা অভিশাপ এবং ভূতাদি কর্ত্তৃক প্রাপণ হয় বৈগুণ ইত্যাদি যে জ্বর হয় তাহার নাম অভিচার জ্বর।

জীর্ণ জ্বর কথন।

একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত যদি জ্বর ত্যাগ না হয় এবং যে জ্বর প্লীহাদি দ্বারা জীর্ণ ভাব হইয়ে শরীরে থাকে তাহাকে জীর্ণ জ্বর বোধ করিবেন।

বিষম জ্বরোৎপত্তি কারণ।

অল্পরোগে বৃহৎ রোগের চিকিৎসা করণ এবং সান্নিপাতিক জ্বরের ২২ দিনের পর স্থিতি কারণ। আর জ্বর হইলে বীর্য্য স্খলন স্ত্রীসঙ্গঃ স্বপ্নদোষ ইত্যাদি জ্বর বিষমতা প্রাপ্ত হয়েন।

সন্তর জ্বর লক্ষণ।

সপ্ত দিবস অন্তরে যে জ্বর হয় এবং দশ দিবস অন্তরে

যে জ্বর হয় অথবা দ্বাদশ দিবস অন্তরে যে জ্বর হয় এবং অ-
নিয়ম দিবসান্তর যে জ্বর হয় তাহাকে সন্তত জ্বর জানিবেন

দ্বৌকালীন জ্বর লক্ষণ।

যে জ্বর হইয়া একবার মগ্ন না হয় অথচ দিবা রাত্রি অষ্ট
প্রহরে সমান ভোগ করে এবং দিবসে যে সময়ে জ্বর হয়
আর রাত্রিতে যে সময়ে জ্বর হয় তাহাকে দ্বৌকালীন জ্বর
জানিবেন।

ঐকাহিক জ্বর লক্ষণ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে হয় দ্বিতীয় দিবসে হয় না পুন-
র্ব্বার তৃতীয় দিবসে হয়, সেই জ্বরকে ঐকাহিক জানিবেন।

চাতুর্থিক জ্বর লক্ষণ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে হয়
না পুনর্ব্বার চতুর্থ দিবসে হয় সেই চাতুর্থিক জ্বরে এবং পূ-
র্ব্বোক্ত ঐকাহিক জ্বর চতুর্থ আর চাতুর্থিক জ্বর মজ্জাগত
জ্বর ইহাতে উৎপত্তি হয় জানিবেন।

বিপর্য্যয় চাতুর্থিক জ্বর লক্ষণ।

যে জ্বর প্রথম দিবসে না হইয়া দ্বিতীয় দিবসে হয়। পুন
র্ব্বার চতুর্থ দিবসে হয় না, তাহাকে বিপর্য্যয় চাতুর্থিক জা-
নিবেন এবং এই জ্বরকেও মজ্জাগত জ্ঞাত হইবেন।

সংসর্গি জ্বর লক্ষণ।

শরীরের পিত্ত দুষ্ট এবং মস্তকে কফ দুষ্ট এই দুই যে
জ্বরে হয় সে জ্বরে শরীর তপ্ত হয়। হস্ত পাদ শীতল হয়,
পুনর্ব্বার শরীরে কফ দুষ্ট মস্তকে পিত্ত দুষ্ট এই দুই যে
জ্বরে হয় সে জ্বরে শরীর শীতল হয়। হস্ত পাদ তপ্ত হয়, সং-
সর্গি জ্বরের প্রকরণ এই রূপ বোধ করিবেন। এবং সংসর্গি
জ্বরের পূর্ব্বে দাহ হয় পরে জ্বর প্রকাশ হয় আর ইহাকে
শুশ্রূষাধিকা জানিবেন অতএব ইহার চিকিৎসা সাবধানে ক-
র্ত্তব্য। আর যে জ্বরে বায়ু কফ সমান থাকিয়া পিত্ত দুর্ব্বল
থাকে সে জ্বর বায়ু কফ সমান থাকিয়া পিত্ত দুর্ব্বল থাকে

সে জ্বর প্রায় রাত্রিতে হয় এবং যে জ্বরে বায়ু পিত্ত সমান থাকিয়া কফ দুর্ব্বল থাকে সে জ্বর প্রায় দিবসেতে হয়, আর বর্ষাকালে পিত্ত প্রধান জ্বর কিম্বা কফ প্রধান জ্বর যদি হয় তবে সে দুঃসাধ্য আর শরৎকালে কফ প্রধান জ্বর কিম্বা বায়ু প্রধান জ্বর যদি হয় তবে সে দুঃসাধ্য। বসন্তকালে পিত্ত প্রধান কিম্বা বায়ু প্রধান জ্বর যদি হয় তবে তাহাকে দুঃ-সাধ্য জানিবেন।

আমজ্বর লক্ষণ।

তন্দ্রা মুখভার এবং মুখ বিরস অতিশয় অলস শরীর ভার ক্ষুধাশূন্য প্রস্রাব অধিক এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্ত-ব্ধের ন্যায় শয্যাগত হইয়া থাকে আমজ্বরে এই সকল লক্ষণ জানিবেন। কিন্তু অষ্টাহের মধ্যে আমজ্বর যদি বিকার প্রাপ্ত হয় তবে রোগীকে শক্ত প্রয়োগ করিবেন এবং আমজ্বরে লক্ষণ সহিত বিকার লক্ষণ অভেদ কিন্তু তন্দ্রা অলসাদি আ-মজ্বরের স্বাভাবিক বাহ্য লক্ষণ অতএব উত্তম রূপ নাড়ী প-রীক্ষা করিলে আমজ্বরে বিকার জ্ঞাত হইবেন কেবল বাহ্য লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া বিকার জানিতে পারিবেন।

জ্বরস্য দশ উপদ্রব।

কাস মূর্চ্ছা অরুচি ছর্দ্দি তৃষ্ণা অতিসার মলবদ্ধ হিক্কা-শ্বাস গাত্রভঙ্গ। কিন্তু জ্বর হইলে দশউপদ্রব সকলি হয় এমন নহে উপদ্রব সকল জ্বর জন্য জানিবেন আর জ্বরে বিকার প্রাপ্ত হইলেও যদি উপদ্রব না থাকে তবে তাহাকে সাধ্য বোধ করিবেন।

নাসাজ্বর লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মা রক্তের সহিত যোগ হইয়া নাসিকা কিঞ্চিৎ স্ফীত হয় পরে জ্বর প্রকাশ হয় অতএব নাসিকা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে জ্বরের দুষ্টতা থাকে না।

জ্বর ত্যাগ লক্ষণ।

উপদ্রব নাশ শরীরের ভার দূর হয়ন আহার করিলে

পরিপাক হইয়া পূর্ব্বাবৎ মলত্যাগ মুখশ্রী জর জন্য মুখ বৈ-জাত্য দুর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দ্রব্যের রসবোধ, ঘর্ম্ম হাঁচি, মনের স্বচ্ছতা অন্নেরুচি মস্তক কণ্ডূয়ন। জ্বরত্যাগ এইসকল লক্ষণ জানিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যং জ্বর নিদান পরিচ্ছেদঃ।

নবজ্বর ত্যাগ বিষয়।

দিবানিদ্রা স্নান তৈলমর্দ্দন স্থূল তণ্ডুলের অন্ন ভোজন স্ত্রীসঙ্গ ক্রোধ অত্যন্ত বায়ু সেবন এবংগমন কষায় দ্রব্য ভো-জন এই সকল বিষয় নবজ্বরে ত্যাগ কর্ত্তব্য।

কৃশ ব্যক্তিতে লংঘনকারণ অনুচিত আর বায়ু জন্য জ্বর ভয়জন্য জ্বর, ক্রোধজন্য জ্বর কামোদ্ভব জ্বর, এই সকল জ্বরে লংঘন বিধি নাই কেবল কফ প্রধান জ্বর ও সান্নি-পাতিক জ্বর ইহাতে লংঘন বিধি আছে অন্য রোগে লংঘন দোষমাত্র জানিবেন।কারণ চিকিৎসা পদের অর্থ যাহাতে রোগীর বল বৃদ্ধি হয় কিন্তু লংঘনে তাহা হইয়া কেবল বল-হানি মাত্র হয় অতএব লংঘনের স্পষ্ট দোষ লিখিতেছি, পিত্ত সঞ্চর ক্ষুধামান্দ্য,অরুচি তৃষ্ণা বৃদ্ধি চক্ষুর্দ্দোষ কর্ণদোষ মনের অস্থিরতা এবং বায়ু উর্দ্ধগত শরীরে কফ জন্য নানা পীড়া দেহ কার্য্যতা ক্ষুধা নাহি, বল নাহি. লংঘনে এই স-কল প্রধান দোষ হয়। এবং শূল রোগী শ্বাস কাস রোগী বালক, বৃদ্ধ গর্ভিণী স্ত্রী বত রোগী মূত্রদোষে উদর রোগে সূতিকাদি রোগে শরীর শীর্ণ ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রধান রোগে এই সকলেতে উপবাস করিবে না।অত্যন্ত কফজ্বরে এবং অতিশয় তৃষ্ণাতে রোগীকে উষ্ণ জল পান করাইবেক কিন্তু পৈত্তিক এবং বাত্তিক-প্রধান জরে রোগীকে শীতল জল পান করাইবে. শীতলজল পানদ্বারা অপক্কদ্রব্য পাক হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে নাড়ী শুদ্ধি, এবং বল বৃদ্ধি হয়। অতএব রোগীমাত্রে শীতল জল পান অকর্ত্তব্য ইহা

বোধ করিবেন না। পুনশ্চ রোগীর অন্ন বারণ করিলে যা-দৃশ দোষ পূর্ব্বে লিখিয়াছি জল বারণে তাহা হইতে অ-ধিক দোষ লিখিতেছি। উপবাসেতে মনুষ্যের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ হয় কিন্তু তৃষ্ণাতে কণ্ঠ রোধ হইয়া অল্প কালেতে প্রাণত্যাগ সম্ভব হয়। আর জর এবং তৃষ্ণাসত্বে রোগীকে ষড়ঙ্গ পানীয় দিবেন।

ষড়ঙ্গ পানীয়।

মুথা রক্তচন্দন গন্ধবেণারমূল ক্ষেত্রপাপড়া বালা শুণ্ঠী এয়াংপ্রতি ২৭ রতি জল ৩২ পল শেষ ১৬ পল। ষড়ঙ্গ জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় জানিবেন এবং নবজ্বরে বিধি আছে। লংঘন এবং বমনের পর লাজ সিদ্ধ পথ্য দিবেন ইহাতে মন্দাগ্নি হইলে মণ্ডপথ্য দিবেন।

লাজমণ্ড প্রকার।

রক্তবর্ণ শালীধান্য কাটখোলায় ভাজিয়া সেই খইতে একখান শুঁট দিয়া পুটলীতে সিদ্ধ করিবে পরে মণ্ড ক-রিবে সেই মণ্ড উষ্ণ থাকিতে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া রোগীকে দিবে।কিন্তু যদি রোগীর লিঙ্গমূলে ও পার্শ্বে কিম্বা মস্তকে বেদনা থাকে তবে পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণের মণ্ড লাজ মণ্ডের সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবেন।ইহা ত্রিদোষেতে ও ব্যবস্থা জানিবেন।

লাজমণ্ড গুণ।

অগ্নি বৃদ্ধিকরে আর শরীর দাহ, তৃষ্ণা জ্বযাতি সার, শ্লেষ্মা দোষ, আমরোগে, এই সকল নিবারণ করে।

সামান্য জ্বর চিকিৎসা।

নাগরাদি পাচনং। শুণ্ঠী দেবদারু ধন্যা কণ্টিকারি বাকুড় এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু।

ক্ষৌদ্রাদি পাচনং। কণ্টিকারি গুলঞ্চ শুণ্ঠী কুড় চি-রাতা কটকী এষাংপ্রতি ২৭ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি।

বাতজ্বর চিকিৎসা।

বৃহৎপঞ্চমূলী পাচনং। বিল্বছাল সোনাছাল গাম্ভারি ছাল পারুলিছাল। এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি। ঔষধ মৃত্যুঞ্জয় দধির মাতে সেবন করাইবেক।

দর্পণের মত।

বাতারি বটিকা। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক জিরা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এষাং প্রতি সমভাগ আদার রসে মর্দ্দনকরিয়া দুই রতি প্রমাণ বটি করিবে অনুপান পাণেররস

পিত্তজ্বর চিকিৎসা।

জব পটোল। পটোল পত্র ১ তোলা জবের চাউল ১ তোলা। জল ৪ পল শেষ ১ পল। প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি।

ক্ষেত্র পর্পটি।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল। প্রক্ষেপ মধু ৪রতি ক্ষেতপাপড়া রক্তচন্দন বালা শুণ্ঠী এষাং প্রতি ৪০ রতি জব ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু।

ধন্যা শর্করা।

ধন্যর চাউল ২ তোলা।জল ৪ পল শেষ ১ পল। রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া প্রাতঃকালে ৪০ রতি চিনি দিয়া পান করিবেন। ইহাতে পিত্তজ্বর অন্তর্দ্দাহ নষ্ট হয়।

ঘনচন্দনাদি পাচনং।

মুথা রক্তচন্দন ক্ষেতপাপড়া কটকী বেণামূল পটোল পত্র বালা। এষাংপ্রতি ২৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ চিনি৪০রতি শীতল করিয়া পান করিবেন। ভুমি কুষ্মাণ্ডমূল দাড়িমছাল লোধ কাষ্ঠ। এষাং চূর্ণ প্রত্যেকে৪০ রতি। পিপুল চূর্ণ ৪০ রতির সহিত মধু দিয়া অবলেহ করিবে।ইহহতে হিক্কা এবং প্লীহা নিবারণ কিন্তু বালকদিগের বিশেষ উপকার হয়। দর্পণং।

ধন্যাদি চূর্ণং। ধন্যা ত্রিফলা ত্রিকটু এলাইচ গুড়ত্বক তে-

জপত্র নাগেশ্বর বন্যওল। এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ৪ মাষা প্রমাণ ভক্ষণ করিবে।

কফজ্বর চিকিৎসা।

ত্রিফলাদি পাচনং। ত্রিফলা পটোলপত্র বাকসমূল গুলঞ্চ চিতামূল কটকী বচ। এষাংপ্রতি ১৮ রতি জল ৪০পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৮ মাসা।

পিপুল্যাদি পাচনং।

পিপুল, পিপুলমূল, চঞি, চিতামুল, শুণ্ঠী মরীচ, বনযমানী কট্‌কী তুক্কামূল বামনহাটিমূল শ্বেতসরিষা এষাং প্রতি ১৭৷৷০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৮ মাসা।

নিম্বাদি পাচনং।

নিম্বছাল শুণ্ঠী গুলঞ্চ দেবদারু গন্ধশঠী চিরাতা কুড় বৃহতী পিপুল। এষাংপ্রতি ১৮ রতি জল পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি।

চতুর্ভদ্রচূর্ণ।

কটফল কুড় কাকড়াশৃঙ্গি পিপুল। সমভাগ চূর্ণ। ঐ চূর্ণ ৪ মাসা মধুর সহিত সেবন করিবে।

মধু পিপুলী।

পিপুল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১পল প্রক্ষেপ মধু ২০ রতি অথবা পিপুল চূর্ণ ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ করিবে।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর চিকিৎসা।

বাসকপত্র এবং পুষ্প। একত্র ছেচিয়া নির্জ্জল রস ২ তোলা৪০ রতি মধুর সহিত খাইলে রক্তপিত্ত কাঁতলার সহিত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর নাশ হয়।

কণ্টকার্য্যাদি পাচনং।

কণ্টকারি গুলঞ্চ বামনহাটী শুণ্ঠী ইন্দ্রযব দুরালভা চিরাতা রক্তচন্দন মুথা পটোলপত্র কটকী। এষাংপ্রতি ১৪০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ইহাতে দাহ তৃষ্ণা অরুচি ছর্দ্দি কাস হৃৎশূল পার্শ্বশূল। এই সকল নষ্ট হয়।

যব পটোলকং।

পটোলপত্র ১ তোলা ধন্যার চাউল ১ তোলা পূর্ব্বের ন্যায় পাকশেষঃ এবং প্রক্ষেপ।

অমৃতাষ্টক পাচনং।

গুলঞ্চ নিম্বছাল ইন্দ্রযব পটোল পত্র কটকী শুণ্ঠী রক্তচন্দন মুথা এষাৎপ্রতি ২০ রতি। জল শেষারম্ভ পূর্ব্বাৎ প্রক্ষেপ মধু ৪ রতি এবং পিপুলের গুড়া ৪০ রতি ইহাতে অলস অরুচি ছর্দ্দি পিপাসা ইত্যাদি নষ্ট করে।

দর্পণং।

ঘননিম্বাদি পাচনং। মুথা নিম্বছাল কণ্টকারি শুণ্ঠী ক্ষেতপাপড়া গুলঞ্চ কটকী বৃহতীইন্দ্রযব দুরালভাধন্যা পটোল পত্র পদ্মকাষ্ঠ চিরাতা গোক্ষুরি। এষাংপ্রতি ১০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু এবং পিপুলের গুড়া।

বৃহৎগুড়ুচ্যাদি পাচনং।

গুলঞ্চ রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ শুণ্ঠী ইন্দ্রযব দুরালভা হরতকী সালূকফল বালা আকনাদি মূল ধন্যা মুথা কটকি এষাংপ্রতি ১৩ রতি পাক শেষ পূর্ব্ববৎ।

মৃত সঞ্জীবনী বটিক

শৃঙ্গিবিষ ২ মাসা পিপুল রুয়া ২ মাষা হিঙ্গুল ৩ মাসা বেগুনপত্ররসে মর্দ্দন মটারাকৃতি বটি অনুপান আদাররস ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর নষ্ট করে।

জ্বরাশনিরস।

পারা গন্ধক শৃঙ্গিবিষ অভ্রভস্ম শুট পিপুল মরীচ তাম্র ভস্ম লৌহভস্ম এষাংপতি সমভাগঃ। আদাররসে মর্দ্দন মটরাকৃতি বটি অনুপান পাণের রস।

বাত পৈত্তিক জ্বর চিকিৎসা।

নবাঙ্গ পাচনং। শুণ্ঠী গুলঞ্চ চিরাতা মুথা শালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড়। এষাংপ্রতি ২৮ রতি জল ৪ পল শেষ এক পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি হৃল্লাস অরুচি ছর্দ্দি পিপাসা দাহ নষ্ট করে।

গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুলঞ্চ নিম্বছাল ধন্যা পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল প্রথম এবং পাকশেষ ও প্রক্ষেপ পূর্ব্ববৎ। যদ্যপি তৃষ্ণা অধিক থাকে তবে পদ্মকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে যৈষ্ঠমধু দিবেন। ইহাতে পিপাসা অরুচি ছর্দ্দি দাহ দৌর্ব্বল্য নষ্ট করে।

দর্পণং।

মধুকাদি চূর্ণং। যৈষ্ঠমধু শ্যামালতা দ্রাক্ষা মহূলফল রক্তচন্দন নীলোৎপল গাম্ভারি ফল পদ্মকাষ্ঠ লোদছাল ত্রিফলা পদ্মবীজ নাগেশ্বর ভূরুবাফল বেণামূল এষাংপ্রতি ১ মাসা চূর্ণ করিয়া শক্তশালি তণ্ডুলোদকে ঐ চূর্ণ ৪ মাসা একত্র করিয়া কিঞ্চিদ্দক্ষ থাকিতে পান করিবে পরে মধু খৈ চিনি ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বাতপিত্তজ্বর দাহ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বমন ভ্রম রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

নিম্ব পাচন।

নিম্বছাল ক্ষেতপাপড়া বেণামূল পটোলপত্র মুথা রক্ত চন্দন চিরাতা বালা পদ্মকাষ্ঠ এষাংপ্রতি ১৮ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল পরীক্ষা মধু চিনি।

বৃহৎ পঞ্চমূল পাচন। বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল পাকশেষ পূর্ব্ববৎ।

স্বল্প পঞ্চমূল। শালপানী চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড়ি। পাকশেষ পূর্ব্ববৎ। এই দুই একত্র করিলে দশমূল পাচন হয় ইহাতে কাস শ্বাস তন্দ্রা পার্শ্ব শূল নষ্ট হয়। যদি গলদেশে কিম্বা হৃদয়ে বেদনা থাকে তবে পিপুলের গুঁড়া ৪ রতি প্রক্ষেপ দিবেন।

অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। চিরাতা দেবদারু বিল্বছাল সোণা ছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল শালপানী চাকুল্যা কাণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুল শুণ্ঠী মুস্তা কটকী ইন্দ্র যব ধন্যা গজপিপুলী এষাংপ্রতি ৯ রতি জল ৪ পল শেষ

১ পল প্রক্ষেপ মধু ১০ রতি ইহাতে তন্দ্রা প্রলাপ হস্তপা-দাকর্ষণ অরুচি দাহ মোহ শ্বাসাদি উপদ্রব সকল নষ্ট হয় ত্রিদোষ ঘর্ম্মে তর্জ্জন কুলত্থকলাই সূক্ষ্ম চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন এবং উদ্গারে ঐ চূর্ণ ভক্ষণ জিহ্বা জড়তা হইতে সিদ্ধিগুঁড়া কিম্বা কন্যওলের ডাঁটা জিহ্বাতে ঘর্ষণ, যদ্যপি জিহ্বা ছিন্ন কিম্বা স্ফুটিত হয় তবে মধুরসহিত দ্রাক্ষা পেষণ করিয়া জিহ্বাতে লেপন, ত্রিদোষ কম্পে এবং অতিশয় বাক্য কথনে শীতল দ্রব্যাদি দিবে না কর্ণ শোথে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ। কিম্বা কুলথকলাই কটফল শুণ্ঠী কৃষ্ণজিরা সমভাগ জলে পেষণ করিয়া উষ্ণ প্রলেপ পুনঃ২ দিবেন। অথবা দশমূলের প্রলেপ দিবেন, গলস্ফীতে টাবালেবুর মূল শুণ্ঠী দেবদারু রাস্না চিতামূল সমভাগ, গলায় উষ্ণ প্রলেপ দিবেন।

মুখভেদ বটিকা।

শুণ্ঠী পিপুল মরিচ প্রত্যেকে চূর্ণ ২৭ রতি কজ্জলী ১ তোলা সোহাগা ১ তোলা জলে মর্দ্দন কুল আঁটি প্রমাণ বটি অনুপান কদুরুচি নারিকেল জল পরে আদপোয়া আন্দাজ ঐ নারিকেল জল পান করাইবেন। নিঃশেষ ভেদ হইলে উষ্ণোদকে স্নান উষ্ণ অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলে পুন র্ব্বার ভেদ হইবেক না কিন্তু জর হলে স্নানাদি ক্রিয়া নিষেধ

জর কেশরী রসঃ। রসগন্ধক শুণ্ঠী পিপুল মরিচ হরিতকী বয়ড়া আমলকী। এষাংপ্রতি ২ তোলা শোধিত জয়পাল এবং বীজ ৯ তোলা দ্রব্য সকল চূর্ণ রস গন্ধকে কজ্জলী নির্জ্জল আদা রসে মর্দ্দন গুঞ্জ প্রমাণ বটি বালক নিমিত্ত সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবেন।

রোগীর অপাক দোষ নারিকেল জল। পিত্তাধিক্যে কেবল মধু সান্নিপাতে মধুতে মর্দ্দন করিয়া মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিবেন, যদি দাহ থাকে তবে পিপুল এবং জিরার গুঁড়া দিবেন রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইবেন। জয়পাল বীজ শোধন বীজ ভাঙ্গিয়া

বাজের মধ্যে বিষপত্র ত্যাগ করিয়া দুগ্ধেসিদ্ধ করিবে পরে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবে।

শীত গুঞ্জীরসঃ।

পারা গন্ধক হিঙ্গুল এষাং প্রতি ১ তোলা শুদ্ধ জয়পাল বীজ ৩ তোলা দন্তীমূলের ক্বাথে মর্দ্দন ২গুঞ্জা বটি অনুপান মধু। ইহাতে দধি শর্করা শীতল জল সহ্য হয়, কিন্তু কফ পিত্ত বায়ু বিবেচনা করিয়া দিবেন। আর ঔষধ সকলকে পূর্ণমাত্রা দিবেন না বয়ো বিবেচনা করিয়া দিবেন।

কজ্জলী করিবার প্রকরণ। তালচোঁচ হিঙ্গুল পাতিলেবুর রসে চারিপ্রহর খলে মর্দ্দন পরে ঐ মর্দ্দিত হিঙ্গুল শুষ্ক করিয়া পাগের উপর হাঁড়ির মধ্যে রাখিবেন, পরে ঐ হাঁড়িতে এক খান সরা ঢাকা দিয়া ঐ সরার চারিদিগে কর্দ্দমোক্ত পাট সাজাইবেন পরে বজ্রলেপ দিয়া এক দিবস রৌদ্রে শুষ্ক করিবেন যদ্যপি চুল প্রমাণ ফাটে তবে পুনর্ব্বার তাহাতে লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে সরার উপরে কিঞ্চিৎ শীতল জল দিয়া হাঁড়ি চুল্লীর উপর রাখিয়া অল্পে২ জাল দিবেন দিতে২ পুনঃ২ সরার জল পরিবর্ত্তন করিয়া শীতল জল দিবেন এই প্রকার ২১ বার হইলে চুল্লী হইতে অবতারণ করিবেন পরে শীতল জল হইতে সরার তলা হইতে চুল দিয়া ভস্ম ঝাড়িয়া প্রস্তরের উপর লইবেন পরে সেই ভস্ম হস্তে মর্দ্দন করিলে পারা নির্গত হইবেক।

কাঁচাপারা শোধন। পারা ১০ তোলা তাহাতে রসুনের কোয়ার উপরে ত্বক সমুদয় ত্যাগ করিয়া ভিতরে যে কিঞ্চিৎ থাকে তাহার রস পারার মত পারাতে দিয়া কোমল হস্তে খলে মর্দ্দন করিবেক লোড়া খলে স্পর্শ না হয় কেবল পারার উপর মর্দ্দন করিবে পরে কিঞ্চিৎকালে পারা নির্ম্মল হইলে রসুন ধৌত করিয়া পারা অতি সাবধানে লইবেন পরে আমলসার গন্ধক সূক্ষ্মচূর্ণ তাহার উপর সমাভাগ শোধিত পারাদিয়া কষ্ঠী প্রস্তরের খলে ৪

প্রহর মর্দ্দন করিলে কজ্জলী হইবে ইহাতে যদি অধিককাল মর্দ্দন করেন সে উত্তম। এই দুই প্রকার পারাতে কজ্জলী হয় জানিবেন।

হিঙ্গুলেরঃ। পিপুল রোয়া সূক্ষ্মচূর্ণ হিঙ্গুল বিষ এষাং প্রতি ১ তোলা জলে মর্দ্দন ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান নবজ্বরে মধু, বাতিকজ্বরে দধির মাত, গ্রহিণী এবং রক্তাতিসারে জায়ফল চূর্ণ ১ মাসা জম্বীররসে মর্দ্দন বালকদিগের চতুর্থাংশের একাংশ মাত্রা ঔষধ বিধি সর্ব্বত্র।

লক্ষ্মীবিলাসরসং। অভ্র ১ তোলা কজ্জলী ৮ তোলা কর্পূর জয়িত্রী জায়ফল বীরতাড়ক বীজ সিদ্ধিবীজ ভূমিকুষ্মাণ্ড মূল শতমূলি বাট্যালা গোখরি চাকুল্যামূল গোক্ষুরী বীজ হিলঞ্চবীজ ধুস্তূরবীজ এষাংপ্রতি ২ তোলা। সাচিপানেররসে মর্দ্দন ৩ রতি প্রমাণ বটি অনুপান মধু কিম্বা পাণের স্বত্ব।

দ্রাক্ষা পঞ্চকং।

দ্রাক্ষা যষ্ট্যাষ্ঠমধু প্রত্যেকে ৪ মাষা শিলে পেষণ করিয়া দুগ্ধ মধু ইক্ষুরসে গুলিয়া পান করিবেন, ইহাতে দাহ জ্বর নিবারণ হয়।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা।

এরণ্ড পত্রে দুইটা বালুকা পুটুলি খোলায় তপ্ত করিয়া রোগীর মস্তকে মূহুমূহু তাপদিবে যে পর্য্যন্ত রোগীর মস্তক অগ্নিবৎ উষ্ণ না হয় পরে পাচনাদি দিবে।

পঞ্চ কোল পাচনং।

পিপুল পিপুলমূল চৈ চিতা শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি।

পিপুল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল মধু প্রক্ষেপ ৪০ রতি।

স্বল্পাজ্বরাঙ্কুশঃ।

পারা গন্ধক শৃঙ্গিবিষ এষাংপ্রতি ৩ মাষা ধুস্তূর বীজ

৬ মাষা শুঁট পিপুল মরীচ এষাং প্রতি ৪ মাষা বিষাদি চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে, বটি ২ রতি প্রমাণ অনুপান মধু পিপুলি চুর্ণ আদার রস।

সান্নিপাতিক জ্বর চিকিৎসা।

সান্নিপাতিক জ্বর, অর্থাৎ ত্রিদোষ জ্বর, উপবাস বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন অবলেহ অঞ্জন, এই ষট কর্ম্ম অবশ্য করিতে হয় কারণ এই জ্বরে কফ প্রধান অতএব অগ্রে যে প্রকারে কফ নষ্ট তাহাই কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ পিত্ত এবং বাতিকের চিকিৎসা করিবেন নস্য টাবালেবুর রস আর্দ্রক রস বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, তপ্ত জলে মর্দ্দন করিয়া নস্য দিবেন ইহাতে মস্তকের জল নিঃসরণ করিয়া মস্তক এবং সকল শরীরের বেদনা দূর হয়।

অবলেহ। কটফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী শুণ্ঠী পিপুল মরিচ দুরালভা কৃষ্ণজীরা এই ৮ দ্রব্য সমান ভাগ সূক্ষ্মচুর্ন মধু অথবা আর্দ্রক রস সহিত অবলেহ, ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর এবং হিক্কা বা শ্বাস কাস কণ্ঠরোগ উর্দ্ধগ কফ হরণ করে এবং রোগীর শরীর তপ্ত থাকে, যদ্যাপি ঘর্ম্ম হয় তথাচ অবলেহ দিবে।

অঞ্জন। শিরীষবীজ পিপুল মরীচ সৈন্ধবলবণ রসুন মনঃশিলা বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগ গোমূত্রে পেষণ পরে অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিবেন।

নবাঙ্গ পাচন। বিল্ব সোণা গাম্ভারী পারুল গণিয়ারি ইহাদিগের ছাল চিরাতা গুলঞ্চ শুণ্ঠী মুথা এষাং প্রতি ১৮ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রাক্ষেপ পিত্তাধিক্যে ৪০ রতি মধু কফাধিক্যে ৪০রতি পিপুলচুর্ণ,স্ত্রীলোকের বিকারে দেয়

ভৈরবেশ্বর। মরীচ ২ তোলা বিষ ১ তোলা কড়ি অর্দ্ধ তোলা জলে মর্দ্দন ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটি শিরঃমূলে নস্য দিবে ত্রিদোষ পিপুলচুর্ন অনুপান বিষ শোধন বিধি লৌহপাত্রে গোমূত্রের সহিত এক রাত্রি রাখিলে বিষ শোধন হয়।

ত্রিদোষ নির্হার রস।

পারা ১ তোলা গন্ধক ৩ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী চিতার মূলের রসে ৮ দিবসে ৮ বার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে শোধিত বিষ সূক্ষ্মচূর্ণ তাহাতে দিয়া পুনর্ব্বার চিতামূলের রসে মর্দ্দন করিবে তৎপরে মৎস্যের পিত্ত দিয়া কিঞ্চিৎকাল মর্দ্দন করিয়া ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবে, অনুপান আদার রস ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ আদার রস পান করাইবেন ইহাতে সান্নিপাতিক জর নষ্ট করে।

বেতাল রস। পারা গন্ধক সমান ভাগে কজ্জলী শুদ্ধ হরিতাল শুদ্ধ বিষ মরীচ পারার সমান হরিতাল বিষ মরীচ চূর্ণ হইলে নির্জ্জল আদার রসে কজ্জলী প্রায় মর্দ্দন করিবে দুই রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদার রস সান্নিপাতিক বিকারে মহৌষধি জানিবেন।

দর্পণ।

অমৃতেশ্বর বটিকা। শৃঙ্গী বিষ পারা গন্ধক জায়ফল তালভস্ম পিপুল রোয়া শুদ্ধকাল সর্পবিশ্ব এষাং প্রতি সমং ভাগ আদার রসে মর্দ্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদার রস পিপুল রোয়া এই ঔষধ সান্নিপাতিক জর, তন্দ্রা শ্বাস ও কাশ এই সকলকে নষ্ট করে।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব। পারা শৃঙ্গী বিষ, গন্ধক এষাংপ্রতি ২ মাষা হরিতাল তাম্র ভস্ম এষাংপ্রতি ৪ মাষা সকল শোধন চূর্ণ। আদার রসে মর্দ্দন পরে পঞ্চপিত্তের ভাবনা দিবেন মটরাকৃতি বটি।

পঞ্চপিত্ত যথা। মৎস্য, ময়ূর, মহিষ, ছাগ, বরাহ সান্নিপাত ভৈরব পারা কালসর্প বিষ শৃঙ্গি বিষ, হরিতাল গোদন্ত গন্ধক, মনঃশিলা সোহাগা জায়ফল লবঙ্গ এষাংপ্রতি সমভাগ ইহার মধ্যে শোধ্যদ্রব্য শোধন করিয়া সাঁচি পাণের রসে মর্দ্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান আদা তুলসীপত্রের রস, ইহাতে মদ, মোহ, ভ্রম, তাপ, হাস্য গীত

প্রলাপনৃত্য মৈকল্পিকা পীড়া বিকটাক্ষ পরিভ্রম এই লক্ষণ হইলে চিত্ত বিভ্রম নামক সান্নিপাতিক কহা যায়। ইহাকে নষ্ট করে।

ঘোড়াচাড়ি রসঃ। পারা, গন্ধক, মনঃশিলা হরিতাল মরিচ অভ্রভস্ম শৃঙ্গিবিষঃ এষাংপ্রতি ২ মাষা শঙ্খবিষ ৩।।০ মাষা শিলাজতু ৩।।০ মাষা, এই সকল শোধন করিবে রোহিত মৎস্য পিত্তে ভাবনা তুলসীপত্র রসে মসূরাকৃতি বটি করিবে অনুপান সজিনাছালের রস ইহাতে কণ্ঠকুব্জ সান্নিপাত নাশ করে।

কণ্ঠকুব্জ লক্ষণ।

কণ্ঠগ্রহ জ্বর মূর্চ্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ মোহ, তাপ শীতত্ত বাতর্ত্ত প্রলাপ।

দারুব্রহ্ম রস। শঙ্খবিষ ধুস্তুরবীজ পিপুল রোয়া হিঙ্গুল এষাংপ্রতি সমভাগঃ বিষ হিঙ্গুল শোধন জম্বীর রসে মর্দ্দন ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান তুলসীপত্র রস। এই ঔষধ বর্ণিক সন্নিপাত নাশক হয়। অস্যলক্ষণ।

জ্বর কর্ণান্ত শোথ, শ্বাস, কম্প, প্রলাপ, শ্বেত, কণ্ঠগ্রহ তাপ মোহ ভ্রমঃ।

আনন্দ ভৈরব রস। হিঙ্গুল শৃঙ্গিবিষ, ত্রিকটু সোহাগা গন্ধকঃ ধুস্তুর বীজ পারা অভ্রভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ নিষিন্ধা পত্র রসে ভাবনা ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটি। অনুপান আদার রস সান্নিপাতাতিসারে লবঙ্গ জায়ফল।

জিহ্বগনাম সান্নিপাত বিনাশক হয় মহৌষধি। জিহ্বগ লক্ষণ। জিহ্বা কঠিন কাশঃ শ্বাস অতি বেদনা মুখ ববিরতা তাপ বলহান। বেতাল রস।

পারা গন্ধক শৃঙ্গিবিষ শঙ্খবিষ সোহাগা এষাংপ্রতি সমভাগ যত হরিতাল তত শোধন করিবে জম্বীর রসে মর্দ্দন ২ রতি প্রমাণ বটিকা অনুপান পাণের রস রুগ্দাহ সান্নিপাত নাশক হয়। মহৌষধি রুগ্দাহ লক্ষণ।

মোহ, তাপ, ব্যথা, কণ্ঠভ্রম, শ্রম, বেদনা, অতিসার-জর, আর শ্বাস প্রলাপ। কালানল রস।

শৃঙ্গিবিষ কালসর্পবিষ এতযোঃপ্রতি ২ মাষা শঙ্খবিষ হরিতাল, পূর্ব্ব দ্বিগুণ শোধনান্তর করবীর রসে মর্দ্দন চানকাকৃতি বটি মাবক সান্নিপাত নাশকের হয়। মহৌষধি মারক লক্ষণ। দাহ, মোহ; শির, ও অঙ্গ কম্প, হিক্কা কাশ সন্তাপ শ্রম।

মহাজরাঙ্কুশ বটিকা।

পারা ২ মাষা গন্ধক সোহাগা জীরা এষাংপ্রতি ৪ মাষা শৃঙ্গীবিষ ২ মাষা মরীচ কটফল দন্তিবীজ এষাংপ্রতি ১০ মাষা এই সকল শোধন পরে সূক্ষ্মচুর্ণ জম্বীর এবং আর্দ্রক রসে ভাবনা মরীচাকৃতি বটিকা অনুপান আদার রস। এই ঔষধ ভূগ্নেত্র সান্নিপাতিক এবং ভূগ্নেত্র জরকে দুরী করণ করে। ক্রমেণোভয়োলক্ষণং।

শোষণ লোচনদ্বর ভঙ্গ স্মরণ শূন্য অধিক জর, মোহ, প্রলাপ কম্প, ভ্রম, নিদ্রা মুহুমুহু পৌনঃ পুন্য শীত, বার বার মোহ, প্রলাপ ঐকাহিক দ্ব্যহিক ত্র্যহিক চাতুর্থিক ইত্যাদির বিষ মাক্ষ জর সকল। সিন্ধুশোষক রস।

রসসিন্ধু গন্ধকঃ কালসর্প বিষ শৃঙ্গি বিষ, হরিতাল এষাং প্রতি সমভাগ শোধন করিবেক পশ্চাৎ চুর্ণ করিয়া মৃৎ-পাত্রে নিষিন্ধাপত্ররসে ভাবনা ২ রতি প্রমাণ বটি অনুপান লবঙ্গাদি চতুষ্টয় তপ্ত লোদক ছাগদুগ্ধে পারণ।

রক্তাব্ধি সান্নিপাতিক নাশিকেয়ং বটিকা। অস্য লক্ষণ রক্তনিষ্ঠীবন মূর্চ্ছা জর মোহ তৃষ্ণা ভ্রম, বমন হিক্কা অতি-সার জ্ঞান নাশ ব্যথা ঘোষণ রক্তের মণ্ডলাকৃতি দেহেতে চিহ্ন। প্রতাপলঙ্কেশ্বর রস। কস্তূরী কজ্জলী স্বর্ণ-মাক্ষি, তাম্র, হরিতাল, দারুমোচ বিশ্বমক্ষারস শৃঙ্গিবিষ এষাংপ্রতি সমভাগ, শোধন করিয়া চুর্ণ করিবেক ভাবনা রোহিত মৎস্যপিত্ত করবীর মূল রস বামনহাটি মূলের রস

২ রতি প্রমাণ বটিকা। প্রলাপ সান্নিপাত নিকৃন্তমোহ মহৌষধি। প্রলাপস্থ লক্ষণ। প্রলাপ তাপ অতিশয় কম্প প্রজ্ঞানাশ পাদ শোক কুপীড়া দৈকম্প প্রতিপাদন।

অভয় নৃসিংহ রস। হিঙ্গুল শৃঙ্গিবিষ ত্রিকটু জীরা সোহাগা গন্ধক অভ্রভস্ম পারা এষাংপ্রতি যত অকিঙ্গ তত শোধন করিয়া চুর্ণ করিবে জম্বীররসে মর্দ্দন মটরাকৃতি বটি অনুপান জিরা মধু শীতাঙ্গ সান্নিপাত নিঃশেষং বটিকা শীতাঙ্গ লক্ষণ সুবর্ণের ন্যায় শরীরের বর্ণ অথচ দীর্ঘ অতিসার কম্প প্রলাপ অঙ্গতাপ হিক্কা শ্বাস ভ্রম সর্ব্বাঙ্গ শীতল

নৃসিংহ কালানল বটিকা। কালসর্প বিষ, গন্ধক শঙ্খ বিষ শৃঙ্গিবিষ ত্রিকুট সোহাগা পারা তাম্র ভস্ম লৌহভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ শোধনানন্তর চুর্ণ করিবে পরে পঞ্চ পিত্ত ভাবনা। ধুস্তূরমূল রসে অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান শ্বেত আকন্দমূল রস দধিপথ্য তৈল হরিদ্রা মর্দ্দন স্নানক্রিয়া করাইবেন। অভিন্যাস সান্নিপাতিক নাশকোহয়মৌষধি অভিন্যাস লক্ষণং ত্রিদোষ মুখশোষ, বিকম্প নিদ্রা নষ্ট বাক্য চেতনা শূন্য অতিশ্বাস মন্দাগ্নি বল হানি। মৃত সান্নিপাতে। চুড়ামণি গুড়িকা প্রয়োজ্যা পারাগুড়ি হরিতাল শঙ্খবিষ, গোমস্ত হিঙ্গুল ধুস্তুর বীজ ত্রিকটু বেথম্যাবিষ ভূঁতে শিলাজতু কস্তুরী পারা গন্ধক স্বর্ণ মাক্ষি বিষতাড়ক বীজ এষাংপ্রতি সমভাগ শোধন করিবে পরে ভাবনা। নিষিন্দাপত্র রস আকন্দ মূল রস চিতামূল রস নাগদানাপত্র রস করবীমূল রস লাঙ্গুলের মূল রস গল ঘসপত্র রস এষাংপ্রত্যেকে ১ বার রৌদ্রে পাক অতি সূক্ষ্ম চুর্ণ ভক্ষণ ২ রতি অনুপান ধাতু বিশেষ।

অথ উলুন চিকিৎসা।

দশমূল পিপুল নিকর, এষাংপ্রতি ১।৹ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক পরীক্ষা চতুর্ম্মুখ।

ধাতু চতুর্ম্মুখ, সুবর্ণভস্ম, তাম্রভস্ম লৌহভস্ম অভ্রভস্ম

এষাং প্রতি সমাভাগ চূর্ণয়িত্বা আদাররসে গুঞ্জা প্রমাণ বটি করিবেন।

অথবা উল্বনে চতুর্ম্মুখ প্রয়োগ করিবেক।

রসমাণিক, গঙ্গাজলি ফটকারি ৮ তোলা, তবকী হরিতাল ২৪ তোলা উভয় চূর্ণ করিয়া আলোকতরু রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণ উর্দ্ধ কলেবর দুই অঙ্গুলি প্রমাণ করিয়া লৌহলাত্রে অভ্রের উপর রাখিবে, তদুপরি অভ্র আচ্ছাদন পরে লৌহ পাত্রোপরি লৌহপাত্র আচ্ছাদন, তাহাতে দৃঢ় করিয়া মৃত্তিকালেপ পরে অষ্ট প্রহর জ্বাল দিলে সাঙ্গ হইবে, ভক্ষণ ২ রতি প্রমাণ, এই ঔষধ সান্নিপাত জ্বর, কফাধিক উল্বন অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, এই সকলেতে যোগ করিবেন, বিশেষত উল্বন।

অথ হিঙ্গুলেশ্বর, হিঙ্গুল শঙ্খবিষ, সমভাগ শোধন বেলের আটাতে মর্দ্দন করিয়া শুদ্ধ হইলে সমান ভাগ মরীচ দিয়া পুনঃমর্দ্দন করিয়া মরীচাকৃতি বটি বান্ধিবেন অনুপান উল্বনে চিনি মধু লবঙ্গ, সান্নিপাতে ত্রয়োদশাঙ্গ পাচন, কফপিত্তে আদাররস মধু, শ্বাস কাসে পঞ্চকোল মধু।

চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন, দশমূল শুণ্ঠী চিরাতা, এষাং প্রতি ১।০ মাষা, পাক শেষ পূর্ব্ববৎ, প্রক্ষেপ রসসিন্দুররস। কোষ্ঠ বদ্ধে তেউড়ি চূর্ণ।

রসসিন্দুররস, সীসে ৮ তোলা অস্য শোধন, সর্ষপতৈল তক্র গোমূত্র, কাঞ্জি, কুলোত্থ কলায়ের ক্কাথ, প্রত্যেকে তিনবার, গন্ধক ১৬ তোলা, অস্য শোধন, ঘৃত ১৬ তোলাতে গালাইয়া দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিবে পারা ২৪ তোলা অস্য শোধন, পঞ্চপর্পটি ২৪ তোলা হরিদ্রাচুর্ণ ২৪ তোলা ইষ্টকচূর্ণ ২৪ তোলা, ঝুল ২ তোলা এই সকলে প্রত্যেকে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া কর্জ্জলী করিবেক অস্য ভাবনা, সপ্ত কুঞ্চিকারস, ভৃঙ্গরাজরস, ঘৃতকুমারীরস, অপরাজিতা রস, তুলসীপত্র রস, সাচিপাণের রস, সাঞ্চে রস, এষাং প্রত্যেকে

১ বার দিয়া শুষ্ক করিবে পরে বোতোলের গায় মৃত্তিকার দৃঢ় লেপন শুষ্ক তাহাতে কজ্জলী পুরিত করিবে, সীসার পাত খণ্ড২ করিয়া প্রথম রাখিবে, পরে সিন্দুরবর্ণ ২ অঙ্গুলি পুরু হাঁড়ির অর্দ্ধ ভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে বোতোল বসাইবে বোতোল মুখে ঢাকাদিয়া বোতোলের ২ অঙ্গুলী প্রমাণ জাগ্রত রাখিয়া বালিপূর্ণ করিবে পরে বোতোলের ঢাকাখুলে ২৪ প্রহর জালদিলে সীসা খাপর হইবে ক্রমে২ লৌহের গজে আঁটিবে, নির্ধূম হইলে ত্যাগ করিবেন, ২৪ প্রহর জাল দিলে বালি কৃষ্ণবর্ণ হইবেক।

অথ দিনান্তরে উল্বনাধিকার, অষ্টদশাঙ্গ পাচন, রসসিন্দুর সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন দর্পণ মতে হেমামৃত রস সিন্দুর ক্কাথ শোধিত সোণা পাত করিবেক শোধিত সীসাপাত করিবেক, শোধিত গন্ধক শোধিত পারা কজ্জলী করিবেক, এষাং ভাগ, সোণা ১ তোলা সীসা ১৫ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা পারা ১ তোলা, মৃত্তিকা লেপযুক্ত বোতলে পূরিয়া বালূকাযন্ত্রে পাক করিবে, বোতল মুখে অগ্নি উঠিলে সোণা শিষার পাত খাপরে ২৭ প্রহর পাক সিদ্ধ হয়, অনুপান ভূনিম্বাদি, অষ্টাদশাঙ্গ নানা প্রকার উল্বন, এবং সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট করে।

মুথা, অষ্টাদশাঙ্গ, মুথা জ্বরপর্পটী বেণামূলে দেবদারু শুণ্ঠী ত্রিফলা তুরালভা নিম্ব, গুড়ুারোহিণী তেউড়িমূল চিরাতা আকনাদিমূল বাট্যালাগমূল কটকী জেষ্ঠীমধু পিপুল এষাং প্রতি ৯ রত্তি পাকশেষ পূর্ব্ববৎ, প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা পূর্ণচন্দ্র, রসায়ণ ইহাতে উল্বন সান্নিপাত, পিতজ্বর মন্যাস্তম্ভ উরুস্তম্ভ, উরঃ পৃষ্ঠ, শিরগ্রহ সকল রোগ দুর হয়, পূর্ণ চন্দ্র রসায়ন, প্রয়োজনদ্রব্য স্বরণ ১তোলা, রৌপ্য ২তোলা কাংশ ৩ তোলা কান্তিলৌহ ৪ তোলা, তাম্র ৫ তোলা, স্বর্ণ মাক্ষি ৬ তোলা, অভ্র ৭ তোলা, হরিতাল ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৯ তোলা, শঙ্খবিষ ১০ তোলা খাপর ১১ তোলা রাঙ ১২

তোলা, সীসা ১৩ তোলা, গন্ধক ১৪ তোলা, পারা ১৫ তোলা এই সকল চূর্ণ করিবেক সপ্তকুঞ্চিকা কজ্জলী, বোতোল পূরিয়া বালুকা যন্ত্রে ৩২ প্রহর জাল দিবেন অনুপান বিশেষ নানা প্রকার গুণ করিবে কফ পিত্তে আদার রস মধু, শ্বাস কাসে পঞ্চকোল মধু।

অথ জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা।

কফক্ষীণ জীর্ণজ্বরে দুগ্ধপথ্য অতি উপকারী হয়, কফস্বতে এবং নবজ্বরে দুগ্ধ পথ্য অতি করিলে প্রাণ সংশয় হয় নিদিগ্ধিকা পাচন, কণ্টিকারী গুলঞ্চ, শুণ্ঠী এষাং প্রতি ৫৩ রতি জল ৪০ পল শেষ ১পল অনুপান মধু ৪রতি রাত্রিভোগ জ্বরে পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি।

শালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারী গোক্ষুরী ব্যাকুড় এষাং প্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি, পিপুল ৪০ রতি পুরাতন গুড় ৪০ রতি উভয়ে অবলেহ দিবেন।

অথ ধাত্রী মোদক। আমলকী হরীতকী শুণ্ঠী পিপুল এই সকলের সূক্ষ্ম চূর্ণ যত গুলঞ্চের পাল তত একত্র জলে পাক করিবেন চুল্লীহইতে অবতারণ করিয়া তাহাতে সকল দ্রব্যের সমান চিনি দিয়া মর্দ্দনকরিবেন পরে মধু দিয়া মোদক করিবেন, ২০ রতি পরিমাণ প্রত্যহ সেবন করিবেন ইহাতে প্লীহা কাস অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট করে।

অথ ভাগ্যাদি পাচন। বামনহাটী মুথা বুড় শুণ্ঠী হরীতকী পিপুল দশমুল এষাং প্রতি ১০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি, ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং জীর্ণজ্বর বিষমজ্বর সান্নিপাতিকজ্বর নিবারণ হয়।

রাত্রিজ্বরের বৃহমবাঙ্গ, বিল্ব সোণা গাম্ভারি পারুল গণিয়ারি এই সকলের ছাল চিরাতা গুলঞ্চ শুণ্ঠী মুথা এষাং প্রতি ১৭ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ পিপুল

চূর্ণ ৪° রতি ক্ষীরারীমূল লাজুনস্যামুল রবিবারে অথবা অ-ষ্টমী তিথিতে রক্ত সূত্রে বদ্ধ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলে রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়।

দর্পণং।

মুস্তকাদি পাচন। মুথা আমলকী গুলঞ্চ শুণ্ঠী কণ্টি-কারি এষাংপ্রতি ৪ মাষা।

ধান্যাদি পাচন,ধন্যা মুথা ত্রিফলা গুলঞ্চ পটোলপত্র নিম্বছাল এষাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু শর্করা, বৃহৎ পঞ্চমুলি ৪ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্র-ক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ৪° রতি।

ভূনিম্বাদি চূর্ণ,চিরাতা কটকী মুথা পটোলপত্র শ্বেত-চন্দন পিপুল মূল জিরা শুণ্ঠী গুলঞ্চ বালা ধন্যা অভ্রভস্ম লৌহভস্ম এলাইচ আকানাদি মূল মরিচ গুড়ত্বক তেজপত্র জেষ্ঠমধু এযাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিবে ভক্ষণ৪ মাষা অ-নুপান মধু এবং সেফালিকাপত্র রস,ইহাতে জীর্ণজ্বর অ-বশ্য নাশ করে এবংঐকাহিক দ্ব্যহিক ত্র্যহিক চাতুর্থিক বা-তিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক সান্নিপাতিকাদি জ্বরসকলকে নষ্ট করে।

জীনকাদি লৌহ চূর্ণ।

জিরা ত্রিফলা মুথা অভ্র নাগেশ্বর এলাইচ গুড়ত্বক ল-বঙ্গ লৌহভস্ম এষাংপ্রতি সমান চুর্ণ করিবে ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান মধু শ্বেতকুলিপারস লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিবে, ইহাতে জীর্ণ জ্বর ক্ষয়কাশ শিরঃশূল পার্শ্বশূল অরুচি অম্লপিত্ত নষ্টকরে।

অষ্টাঙ্গ ধূন, গুগ্গুল নিম্বপত্র বচ কুড় হরীতকী শ্বেত সরিষা যব তণ্ডুল এষাংপ্রতি সমান চুর্ণ গব্যঘৃতে মর্দ্দন ১ তোলা পরিমাণ বটি কুলকাষ্ঠের অগ্নি পূর্ণ সরাতে ভাঙ্গিয়া উলঙ্গ শরীরে কৃষ্ণবর্ণ কম্বলাচ্ছাদন করিয়া ধুম লইবে ই-হাতে জীর্ণজ্বর নষ্ট করে।

অথ মহেশ্বর মন্ত্র। নমো ভগবতে রুদ্রায় নমো নমো

হ্থিল প্রকাশয় কপাল মালিনে জটিলায় নির্গন্ধিনে নখট বিকট ধারিণে জ্বর ঐকাহিক,দ্ব্যাহিক ত্র্যহিক চাতুর্থিক,দিনজ্বর সন্ধ্যাজ্বর রাত্রিজ্বর সর্ব্বেষাং জ্বরাণাং উচ্ছাদয় উচ্ছাদয় আরোগ্য কর ভগবতে সর্ব্বোদেবেতি স্বাহা,ইমং মন্ত্রং পঞ্চবিংশতি বারান্ শৃণুয়াৎ।

অথ ধাত্র মোদক

ধাতুকী হরীতকী শুণ্ঠী গুলঞ্চের পাল পিপুল এবাং প্রতি ৪ তোলা চূর্ণ চিনি ৪ তোলা দিয়া মোদক পাক করিবেক ১ তোলা পরিমাণ বটি অনুপান জল ৪ মাষা।

অঙ্গায়ক তৈল, লাক্ষ্যা দুর্ব্বামূল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা রাখালসসারমূল ব্যাকুড়বীজ সৈন্ধব কুড় রাস্না জটা মাংসী শতমূলী এবাংপ্রতি ১২ মাষা চূর্ণ করিয়া বল্‌ক দিবে সার্ষপতৈল ৪ সের মূচ্ছার্থ মঞ্জিষ্ঠা ২ তোলা কাঞ্জি ৪ সের এই সকল জীর্ণজ্বর নষ্ট করে।

অথ প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর চিকিৎসা।

চিত্রকাদি জারক। চিতামূল সৈন্ধব ত্রিকটু হিঙ্গ জীরা মুসর্ব্বর যবক্ষার বনজমানী চিরাতা বিটলবণ কৃষ্ণজীরা এবাংপ্রতি সমচুর্ণ করিবে জম্বীর রসে মর্দ্দন ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান জম্বীর রস।

তাম্রকুণ্ডী জারক। মৃততাম্র মৃতঅভ্র লৌহভস্ম শুদ্ধ জয়পাল বীজ সমুদ্র ফেণা চিতামূল জীরা হিঙ্গ যবক্ষার সাচিক্ষার সৈন্ধব বিড়ঙ্গ নীলবড়ি চিরাতা বিটলবণ ফটিকিরী মুসর্ব্বর এবাং চুর্ণ সমভাগ জম্বীর রসে মর্দ্দন ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান জম্বীর রস, ইহাতে প্লীহজ্বর শোথপাণ্ডু উদররোগ গুল্ম শূল নষ্ট করে॥

সর্ব্বজ্বরহর লৌ। চিতারমূল ত্রিফলা ত্রিকটু বিড়ঙ্গ মুথা হরীতকী পিপুলমূল বেণামূল দেবদারু চিরাতা গুলঞ্চ ক্লালা কটকী কণ্টিকারী মূল সজিনাবীজ বীরুছা জ্যেষ্ঠমধু কুরুচি বীজ এবাংপ্রাতি সমভাগে চুর্ণ যত লৌহ তত একত্রে

মধু ঘৃত দিয়া মৰ্দ্দন বদরাস্থি পরিমাণ বটি অনুপান কুলি-থারস, ইহাতে বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক সান্নিপাতিক দ্বন্দজ বিষম ঘোর ধাতুস্থ কম্প এই সকল জ্বর দাহ বমন হিক্কা শ্বাস অরুচি কাস প্লীহা গুল্ম ক্রিমিরোগ রক্তপিত্ত মন্দাগ্নি নষ্ট করে,।

মান গুঁড়িকা। মানদাঁটা পুনর্ব্বামুল অভাবে অপাঙ্গ গুলঞ্চ বাকস মুল সালপানি মূল চিতা মুল সৈন্ধব শুণ্ঠী তালসাঁড়া এষাং প্রতি ৮ তোলা একত্রকুটিবে পাকার্থ গোমুত্র ১৬ সের ইহা ছাঁকিয়া গুড়ের ন্যায় পাক করিবে পরে মধু ২৪ তোলা বিটলবণ সচল লবণ যবক্ষার এষাংপ্রতি চুর্ণ ২ তোলা তাহাতে দিবেন ভক্ষণ ৮ মাষা প্রক্ষেপ গোমুত্র ইহাতে যকৃৎ প্লীহা পাণ্ডু অগ্নিমান্দ্য গ্রহিণী নষ্ট করে॥

মঙ্কুশ গুড়িকা। স্বমুল আলকুসিগাছ ৪ সের পুরাতন কাঞ্জি ১৬ সের ৪ সের ছেকে পাক গুড়ের ন্যায় তদুপরি শুণ্ঠী যবক্ষার হিঙ্গ সৈন্ধব বিটলবণ করকচ লবণ সচললবণ স্বায়ম্ভুর লবণ সমুদ্র ফেণা মরীচ যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা সোহাগা চিতামুল চই আপাঙ্গক্ষার তালসাঁড়াক্ষার বিরঙ্গ পিপুল এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র এষাংপ্রতি ১ তোলা চুর্ণ দিবে মধু ১৬ তোলা প্রক্ষেপদিয়া উত্তারণ করিবেন ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান আলকুসি রস, ইহাতে যকৃৎ গুল্ম সকল প্লীহাজ্বর কাসজ্বর শোথরজ নষ্ট করে।

ক্ষার অঙ্গারক তৈল। পিপুল পিপুলমুল চই চিতামুল শুণ্ঠী তালিসপত্র মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু এষাংপ্রতি ২ তোলা তিলতৈল অথবা সার্ষপ তৈল ৪ সের কাঞ্জি ৪ সের জম্বীর রস ৪ সের দুগ্ধ ৮ সের জল ৪ সের এই সকল দ্রব্য তৈল পাক হইয়া নিৰ্ব্বস হইলে পাকসিদ্ধি হইবে গন্ধদ্রব্য বীরজালথী কর্পূর ইহাতে বাতিক পৈত্তিক দ্বন্দজ সান্নিপাতিক সন্তত সতত ত্রিরাত্রজ্বর গম্ভীরাদি জীনজ্বর প্লীহা পণ্ড কামলা নাশ হয়।

গুড় পিপুলী। বিড়ঙ্গ ত্রিকটু কুড়বিট সৈন্ধব করকচ সকল স্বায়ম্ভর হিঙ্গ যবক্ষার সাচিক্ষার সমুদ্রফেণা চিতামূল চিরাতা জীরা কৃষ্ণজীরা চই বংশলোচন তাম্রভস্ম অভ্রভস্ম লৌহভস্ম তিলক্ষার বুমুড়াক্ষার লালমোচক্ষার আপাঙ্গক্ষার তেতুলক্ষার এবাংপ্রতি সমভাগে যত পিপুল তত উভয়ের তুল্য পুরাতন গুড় চূর্ণে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লেবুরস এই ঔষধ সেবন মাত্রে দারুণ প্লীহা কামলা পাণ্ডুরোগ জীর্ণজ্বর নাশহয় বিশু বালক দিগের বিশেষ রূপে। যমানী জারক।

বিট সৈন্ধব যবক্ষার সাচিক্ষার ফটাকরী বনযমানী পিপুল কৃষ্ণজীরা এবাং প্রত্যেক ৮ তোলার যত যমানী তত সকল চূর্ণ ৪ সের লেবুরসে গুলিয়া হাঁড়ির মধ্যে সরা ঢাকা দিয়া রাখিবে ভক্ষণ একবিংশতি দিবস ১ তোলা পরিমান জল, ইহাতে শ্বাস কাস কোষ্টবদ্ধ প্লীহা উদরী বায়ু অগ্নিমান্দ্য বাতাজীর্ণ এ সকল নষ্ট করে। অষ্টমূর্ত্তি রস।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত জয়পাল অভ্র ভস্ম তাম্রভস্ম শোধিত গুগ্গুল লৌহভস্ম কাংস্যভস্ম এবাং প্রতি ১ তোলা চিরাতা জীরা কৃষ্ণজীরা যমানী বিলযমানী সোহাগা ত্রিকটূ ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিজাতক এবাংপ্রতি ৭ মাষা সকল সূক্ষ্মচূর্ণ করিবেক মধু ঘৃত চিনি এবাংপ্রতি ৪ তোলা লৌহমণ্ডুর ৮ তোলা সকল একত্রে মর্দ্দন করিবেক বটি ১ মাষা পরিমাণ অনুপান কেযূত্যের রস। ইহাতে জীর্ণজ্বর অষ্টবিধ প্লীহা অষ্ট প্রকার জ্বর শোথ শূল শ্বাস গুল্ম পাণ্ডু নানা প্রকার কামলা রক্তপিত্ত হলীমক এই সকল রোগ নষ্ট করে অংগ ও বল বৃদ্ধি হয়।

মহাচিত্রক লবণ। চিতামূল তেউড়িমূল মানকাঁটা দন্তিগাছ আলকুশিগাছ বুয়াড়িগাছ ঘাটূমূল সোণাছাল তালমোচ এবাংপ্রতি ১৬ তোলা পাকার্থে পুরাতনকাঞ্জি ১৬ সের

শেষ ৪ সের হরীতকী ১ সের পাকার্থ জল ৮ সের শেষ ২ সের লেবুরস ১ সের সৈন্ধব ২ সের এই ৮ সের একত্র করিয়া ইহাতে ত্রিকটূ ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিজাতক যবক্ষার সাচিক্ষার নাগেশ্বর জীরা হিঙ্গ রাস্না সমুদ্রফেণা সোহাগা জাতিফল আতইচ বিট সৈন্ধব কর্কচ হ্রায়ন্তর সচল দন্তিবীজ মঞ্জিষ্ঠা লৌহভস্ম তাম্রভস্ম বুড় রসাঞ্জন যমানী শিলাজতু দ্রাক্ষা শঙ্খভস্ম বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ১ তোলা চূর্ণ করিয়া দিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লেবুররস ইহাতে নানা প্রকার প্লীহাজ্বর উদরানয়শোথ পাণ্ডু কামলা শ্বাস কাস অম্লশূল নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়। মহাদ্রাবক।

তুতে শঙ্খবিষ নিশাদল গোদন্ত এষাংপ্রতি ২ তোলা সৈন্ধব বিটলবণ ফটকিরী এষাংপ্রতি ৮ তোলা যবক্ষার ৩২ তোলা এই সকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া গঙ্গামৃত্তিকার কোপাতে পুরে বকযন্ত্রে পাক করিবে কাঁচের পাত্রে ঘর্ম্ম চুয়াইয়া পাড়িবে ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান আদার রস এই ঔষধ সেবনে যকৃৎ প্লীহা সাধ্যাসাধ্য জ্বর পঞ্চবিধ কাস এবং শ্বাস, অষ্ট প্রকার শূল শোথ উদরী পাণ্ডু এই সকল বিনষ্ট হয়।

জ্বরকল্পীরাবটি। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত শৃঙ্গিবিষ এষাংপ্রতি ৮ মাষা হরিতাল পুটে তামাভস্ম ১৬ মাষা তালক ১৬ মাষা সকল একত্র চূর্ণ করিয়া কাগুচি লেবুরসে ২ দিবস ভাবনা মটরাকৃতি বটি অনুপান লেবুরস

মেঘনাদ রস। রৌপ্যভস্ম কাংস্যভস্ম স্বর্ণভস্ম এষাংপ্রতি যত শুদ্ধ গন্ধক তত কাঁটানটেরসে মর্দ্দন করিয়া যোড়াবিন্দুকে পুরিয়া মৃত্তিকা লেপনানন্তর গজপুটে ৪ প্রহর পাক করিবে ভক্ষণ ১ রতি অনুপান সাচিপানের রস এই ঔষধ সাধ্যাসাধ্য জ্বর প্লীহা গুল্ম নাশ করে।

শীতভঞ্জিত তৈল। তিল তৈল ৪ সের নালুকা মাঁঞ্জিষ্ঠাদ্বয়োঃ প্রতি ৫ তোলা মূর্চ্ছার্থং ভীমরাজরস কেষুত্যের রস কুলিখাপত্র রস হিঞ্চারস এষাংপ্রতি ১সের কল্কার্থং লাক্ষা

হরিদ্রা বিরুঙ্গা ত্রিকটূ ত্রিফলা মুথা চিরাতা মেথি চিতামূল বিড়ঙ্গ এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র তেউড়িমূল এষাংপ্রতি ২ তোলা এই সকল চুর্ণ করিয়া তৈলে পাক করিবেক।

জরকুলান্তক লৌহ। জীরা কর্ফল কাঁকড়াশৃঙ্গি কুড় কটকী ধন্যা কৃষ্ণজীরা দুরালভা পিপুলমূল বেণামূল বালা চিরাতা সজিনা আঠা রক্তচন্দন আকনাদিমূল ত্রিফলা বচ জ্যেষ্ঠমধু সৈন্ধব এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর বৃহতী বীজ ত্রিমদ তালিশপাত্র যমানী ক্ষেত্রযমানী অভ্রভস্ম বাসকছাল ভীমরাজমূল কড়িভস্ম এষাংপ্রতি যত লৌহ মণ্ডুর ভস্ম তত এ সকল চুর্ণ ভক্ষণ ৩ মাষা অনুপান ঘৃত মধু লৌহ খলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ঔষধ সেবন করিবে ইহাতে জীর্ণজ্বর প্লীহা পাণ্ডু কাস শ্বাস স্বরভেদ অরুচি তৃষ্ণা দাহ শোথ ভাল হয়।

অভিঘাত এবং অভিচার জ্বরে স্নিগ্ধদ্রব্যাদি ও সদ্গন্ধ দ্রব্য দিবেন স্নান করাইবে না ইহাতে বিশেষ অভিচার জ্বর স্বস্ত্যয়নাদি এবং গ্রহাদি দেবতাদিগের পূজা করাইবেন।

ক্রোধজ্বর সৎপ্রসঙ্গাদি। এবং মনোহর বাক্য কহিবেক কঠোর বাক্যাড়ম্বর করিবেক না এবং কামজ্বরে এ প্রকার মাধুর্য্যাদি ক্রিয়া করিবেক কঠোরক্রিয়া করিবে না। শোক জ্বরে এবং ভয় জ্বরে যাহাতে রোগীর মন হর্ষযুক্ত হয় তাহা করিবেন।

ভৌতি জ্বরে ভৌতিক বিদ্যাবদ্ব্যক্তি দ্বারা চিকিৎসা করাইবেন কিন্তু রোগীকে তাড়ন পীড়নাদি করিবে না যাহাতে রোগীর মন সুস্থ থাকে তাহা করিবেন।

ঐকাহিক জ্বর চিকিৎসা।

রবিবারে জলস্পর্শনের পূর্ব্বে আপাঙ্গেরমূল তুলিয়া সাত খেই রক্তবর্ণ সূত্রে বন্ধন করিবে পরে রোগীর পৃষ্ঠে পাদার্পণ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিয়া বামহস্তে বাঞ্ধিবেন।

মন্ত্র। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ। বারাণস্যাঞ্চ যদ্বৃত্তং তন্মস্মরসি রে জ্বর।

জ্বর তর্পণ মন্ত্র। গঙ্গায়া উত্তরে কূলে অপুত্রস্তাপসোমৃতঃ তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুঞ্চ ঐকাহিক জ্বর তর্পণ বিধি। অস্নাত জ্বরের পালাদিবসে ক. ক শব্দের পূর্ব্ব প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া এক বৃক্ষ ও পুষ্করিণীর জল অন্য ব্যক্তিকে স্পর্শের পূর্ব্বে বাম হস্ত দ্বারা নূতন ঘট উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্তে অশ্বত্থপত্রোপরি কুশ তিল যব রক্তপুষ্প এবং উত্তোলিত জলদ্বারা পূর্ব্বাস্য হইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক একবার তর্পণ করিয়া ঝটিতি তথা হইতে গমন করিবে পশ্চাদ্দর্শন করিবে না।

সমুদ্রস্যোত্তরেতীরে দ্বিবিদোনাম বানর।
জ্বরমৈকাহিকং হন্তি লিখনং যঃ প্রপশ্যতি॥

এই মন্ত্র অশ্বত্থপত্রে আলতায় লিখিয়া পালার দিনে রোগীকে দেখাইবেক। চাতুর্থিক জ্বর চিকিৎসা।

গুলঞ্চ আমলকী মুথা এষাংপ্রতি ৫৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি বকফুল পাতার রস নশ্য করিলে পালাজ্বর ভাল হয়।

শিরিষপুষ্পের রস হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ঘৃত একত্রে এই চারি দ্রব্যের নশ্য করিবে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে চাঁপানটিয়ার মূল উত্তোলন করিয়া রক্তসূত্রদ্বারা কর্ণে বন্ধন করিলে পালাজ্বর ভাল হয়। গুগ্‌গুল এবং পেয়ামূল বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া রোগীর গাত্রে তাহার ধূম অবশ্য দিবে।

সন্ততজ্বর চিকিৎসা।

ইন্দ্রযব পটোলপত্র কটকী এষাংপ্রতি ৫৭৷৷০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি।

পটোলপত্র অনন্তমূল মুথা আকনাদি মূল কট্‌কী এষাংপ্রতি ২৬৷৷০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি।

গুগ্গুল নিম্বপত্র বচ কুড় হরীতকী সরিষা যব ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীর গাত্রে ধূম দিবে।

কম্পজ্বর। মার্জ্জার বিষ্ঠার ধূম রোগীর গাত্রে দিবেন এবং সুদর্শন চুর্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন অতএব নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া যে জ্বর ত্যাগ না হয় সেই জ্বরেতে সুদর্শন চুর্ণ মহৌষধ জানিবেন।

দর্পণং।

আগন্তুক জ্বর চিকিৎসা।

বাতপিত্ত কফ ক্রূর হইয়া যদি অকস্মাৎ ঘোর জ্বর হয় তাহার নাম দ্ব্যহিকাগন্তুক জ্বর চিরাতা জীরা চিনি এবাং প্রতি ৪ মাষা জল দিয়া পেষণ করিয়া মধুর সহিত পান করিবে।

ভৌতিকদ্ব্যহিক জ্বর।

স্বল্পপাঞ্চমূলী শুণ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ মুথা এবাংপ্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ পিত্তাধিক্যে মধু ৪ মাষা কফাধিক্যে পিপুল চুর্ণ।

অস্য মন্ত্রং।

ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম এই তিন ঋষি তপ করি আসে আচম্বিতে দেখা কালপুরুষা নৌডঙ্কা হাতে রক্তসরা স্কন্ধে নরমাংস ভার তিন ঋষি বোলন্ত মার২ পানি ঋষি বলে কি উপায় মারিব ওস্তো তিন ঋষি নাম যাঁহা শুনিবুঁ তাহার অঙ্গরেঁ না থবুঁ যেবে অঙ্গরে স্থিবুঁ তেবে ঈশ্বর দ্রোহি হইবুঁ সেই কথা সঙরি ছাড় পুরুষা ছাড় কার আজ্ঞায় ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম ঋষির আজ্ঞায় নাঞি অমুকার অঙ্গে নাঞি ৩।১ কালিকলাই কয়োকান গড়্যা খর্পর মুণ্ডমাল যে জানে কলাই কলিকা বাণে না রহে পানে ছাড় কার আজ্ঞায় ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম ঋষির আজ্ঞায় নাঞি অমুকার অঙ্গে নাঞি ৩।

জীর্ণদ্ব্যহিক জ্বর চিকিৎসা।

কফ পিত্তযুক্ত এবং কফ কাস জ্বর হইতে উদর যে জ্বর প্লীহা পাণ্ডু শোথ তাহার নাম জীর্ণদ্ব্যহিক।

কারব্যাদি পাচন। কৃষ্ণজীরা কুড় গাবমূল তেউড়ি-মূল শুণ্ঠী গুলঞ্চ দশমূল গন্ধশঠি কাকড়াশৃঙ্গি দুরালভা বা-মনহাটি মূল শ্বেত পুনর্ণবা এষাংপ্রতি ১ মাষা পাকার্থ গোমূত্র ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু।

ত্র্যাহিকাগন্তুক জ্বর চিকিৎসা।

ইহাতে দ্ব্যাহিক অভিন্যাস ভয়ানক এই সকল জ্বর এবং প্লীহা শোথ পাণ্ডু নষ্ট হয়।

কফ বাত কাস শোথ সর্ব্বাঙ্গ বেদনা অরুচি বলহানি ইহার নাম ত্র্যাহিকাগন্তুক।

দশমূল প্রত্যেকে ২ মাষা পাক শেষ পুর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ সজ্জিনারস ৪ মাষা আদারস ৪ মাষা।

বৃহদ্বাঙ্গ পাঁচন। বৃহৎ পঞ্চমূল শুণ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ মুথা এষাংপ্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ জ্বর মুরারী চুর্ণ মধু।

জ্বর মুরারী চুর্ণ। শিকুট ত্রিফলা মুথা চিতামূল বি-ড়ঙ্গ এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ নাগে-শ্বর চিরাতা জীরা এষাংপতি সমভাগ চুর্ণ অনুপান মুথা কালি রস মধু ইহাতে ত্র্যাহিক জ্বর নাশ হয়।

চাতুর্থিকাগন্তুক জ্বর চিকিৎসা।

অস্য লক্ষণং। জ্বরাতিসারে শোথ অরুচি ভ্রম প্লীহা মন্দাগ্নি।

জ্বরমুরারি বটি।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক চিরাতা জীরা ত্রিকুট ত্রিফলা ত্রিজাতক ত্রিমদ অভ্রভস্ম লৌহভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ চুর্ণ দগ্ধ যবং পর্পটী রসে ১ মাষা পরিমাণ বটি বান্ধিবেক অনুপান শ্বেত কুলেখাড়া রস এই ঔষধ চাতু-র্থিক জ্বর কাসতন্দ্রা অরুচিছর্দ্দি পিপাসা দাহ নাশ করে।

দশমুলাদি অষ্টাদশাঙ্গ পাচন। দশমূল গন্ধশঠি কা-কড়াশৃঙ্গি কুড় দুরালভা ভার্গীমূল কুড়াচবীজ পটোলপত্র কট্‌কী এষাংপ্রতি ১ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ জ্বর

মুরারি বটি। ইহাতে সান্নিপাতিক জর কাস হৃদয় শ্বাস হিক্কা বমি বিশেষতঃ অতিসারাগন্তক জর ভাল হয়।

মধু পাঠাদি পাচন। গন্ধশঠি কুশমূল কণ্টিকারী কাকড়াশৃঙ্গি দুরালভা গুলঞ্চ শুণ্ঠী আকনাদিমূল চিরাতা কট্কী এষাংপ্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ জরমুরারী বটি ইহাতে আগন্তক জর বাতশ্লেষ্মা বিকার শ্বাস কাস নষ্ট করে।

বিষম জর চিকিৎসা।

মুথা আমলকী গুলঞ্চ শুণ্ঠী কণ্টিকারী এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বাকসপত্র ছেচিয়া তাহার রস ২ তোলা একত্রে সেবন করাইবেন।

গুলঞ্চের এবং সেফালিকা পত্রের রস পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ২ তোলা লইয়া ২ তোলা মধুর সহিত দিবন।

অল্প ভর্জ্জন কৃষ্ণজীরক চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় একত্রে লাড়ু করিয়া অধিক দিবস খাওয়াইবেন এই সকল যুক্তিযোগে বিষম জর নষ্ট করে।

এবং উক্ত লাড়ুতে শ্বেত জীরা ও মরিচ চূর্ণ দিলে ঐ কাহিক জর নাশ করে।

সুদর্শন চূর্ণ। কৃষ্ণাগোর চন্দন হরিদ্রা দেবদারু বচ মুথা হরীতকী দুরালভা কাকড়াশৃঙ্গি কণ্টিকারী শুণ্ঠী ভাস্থল্যা ক্ষেতপাপড়া নিম্বছাল পিপুল বালাশুণ্ঠী কুড় পিপুল মূর্ব্বামূস কুড়চীছাল জ্যেষ্ঠমধু সজিনাবীজ সিদ্ধি ইন্দ্রযব সোরা সালিবচ দারুহরিদ্রা রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ শ্বেতবাট্যালা বেণামূল গুড়ত্বক পর্প্পটী শালপানী যমানী আতইচ বেল শুণ্ঠী মরিচ তেজপত্র আমলকী চিতামূল পটোলপত্র ধনিয়া বয়ড়া মরামাংসী গজপিপুল চাকুল্যা

বৃহতী গুলঞ্চ কটকী এষাংপ্রতি সমভাগে সূক্ষ্ম চূর্ণ যত চি রাতার সূক্ষ্মচূর্ণ তত একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাঁশের চোঙ্গের ভিতর অথবা কাঁচপাত্রে অথবা মহিষের শৃঙ্গে রাখিবেন প্রতি দিন ১০ রতি পরিমাণ চূর্ণ মুখে দিয়া জল দ্বারা গি-লিয়া খাইবেন। ইহাতে সান্নিপাতিক ঐকাহিক দ্ব্যহিক সন্তত বিষমাজীর্ণ ধাতুস্থ ইত্যাদি অসাধ্য জর নষ্ট হয়।

অঙ্গার তৈল। তিলতৈল ৪ সের মূর্চ্ছার্থ মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা হরিদ্রা লোধ লালুকা মুথা হরীতকী আমলকী ব-য়ড়া কেয়ারনামনা বালা এষাংপ্রতি ৪ তোলা এবং সকল তৈল মূর্চ্ছার্থ এই সকল দ্রব্য জানিবেন। কল্কার্থ কাঁজি দুর্ব্বামূল লাহা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা রাখালসসার মূল বৃহতী সৈন্ধব কুড় রাস্না জটামাংসী শতমূলী এষাংপ্রতি ৫ তোলা ৬।। রতি এই তৈল মর্দ্দনে জীর্ণ বিষম ধাতুস্থ অস্থিগত এবং মজ্জাগত ইত্যাদি জর সকল নষ্ট করে।

দ্বল্পলাক্ষাদি তৈল। তিলতৈল ৪ সের পূর্ব্বোক্ত মূর্চ্ছা দ্রব্য কাঁজি ৪ সের কল্কার্থ লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা এষাং প্রতি ২১ তোলা ২১।।০ রতি।

বৃহল্লাক্ষাদি তৈল। তিলতৈল ৪ সের লাক্ষা ১৬ সের ২ মোন ৪৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ ১৬ সের লইবেন অথবা ৮ সের লাক্ষা ১।।০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের লইবেন দধির মাত ১৬ সের কল্কার্থ শুলফা হরিদ্রা মুর্ব্বা কুড় বেণুক কটকী জ্যেষ্ঠমধু রাস্না রশ্বগন্ধা দারুহরিদ্রা মুথা রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ২ তোলা এই তৈল মর্দ্দন করিলে বায়ু উপশম বিষম জর মাত্রেই ভাল হয় চোয়ালিধরা রোগ থাকে না আর হৃৎ শূল পৃষ্ঠশূল মেহ শরীর স্ফোটকাদি নষ্ট হয়।

দার্ব্বাদি পাঁচন।

দারুহরিদ্রা দেবদারু কুড়চিবীজ মঞ্জিষ্ঠা শ্যামালতা পাঠামূল শঠি পিপুল বেণামূল চিরাতা গজপিপুল গন্ধভা-দালী পদ্মকাষ্ঠ কাকড়াশৃঙ্গী ধন্যা শুণ্ঠী মুথা সরলকাষ্ঠ

সজিনাছাল বালা কফল হরীতকী কণ্টিকারী যব পর্পটী দশমূল কটকী বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ কুড় এষাং প্রতি ১ মাষা। পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু ইহাতে ধাতুস্থ বিষম ত্রিদোষ জনিত ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক কামজ শোকজ সন্তত এই সকল জ্বর নষ্ট হয়।

এবং এই দ্রব্যাদি চূর্ণ কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া উষ্ণ থাকিতে মধুর সহিত পান করিবেন।

সুদর্শন চূর্ণ। কালাকাড় মুল হরিদ্রা কটকী গুলঞ্চ মুথা হরীতকী ধন্যা দুরালভা কাকড়াশৃঙ্গি কণ্টিকারী মুল কৃষ্ণজীরা কুড় কটফল ত্রিকটু ত্রিফলা গন্ধভাদালীমুল যব পর্পটী নিম্বছাল পিপুল মুল বালা গন্ধশটী মুর্ব্বামুল কুরচি ছাল জ্যেষ্ঠমধু সজিনাছাল সুদ্ধি সালুক ইন্দ্রযব বচ দারুহরিদ্রা রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন বেণামুল গুড়ত্বক গেরিমাটি শালপানি চাকুল্যা মুগাইমুল বিরানচইমুল আতইচ চিতামুল পাটোলপত্র এষাং প্রতি সমভাগে যত তাহার অর্দ্ধেক শুদ্ধ চিরাতা সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে অষ্ট বিধ জর এবং অসাধ্য জর ও নানা দোশোদ্ভব বারিজ জর ইত্যাদি দোষ সকল উপশম হয়।

বৃহৎ সুদর্শন চূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত সুদর্শন চূর্ণের দ্রব্য সকল এবং তেউড়িমুল চিঙ্গুড়িমুল জীরা ইশরমুল পাঠামুল হিঙ্গ বিড়ঙ্গ জায়ফল শুন্ধাসিমাশ ধাতকীপুষ্প ভাগীমুল বাকসমুল জটা মাংসী সরলকাষ্ঠ ক্ষুদ্র এলাইচ জায়ত্রী লৌহভস্ম অভ্রভস্ম যমানী নাগেশ্বর তালিশপত্র রেণুক গঙ্গামৃত্তিকা এষাং পূর্ব্বোক্ত ভাগ।

অশ্বগন্ধা তৈল। তিলতৈল ৪ সের অশ্বগন্ধাছাল ১৬ পাল পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের শতমুলিরস ৪ সের গবদুগ্ধ ১৬ সের লাহাজল ৪ সের জীবন্তি জ্যেষ্ঠমধু রাস্না রক্তচন্দন গমানি মাসানি মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা জীরা কৃষ্ণজীরা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড়মুথা বচ লোধকাষ্ঠ বিড়ঙ্গ শালপানি

এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন পাক সিদ্ধে গন্ধদ্রব্য লখি কর্পূর বিরুজা ইহাতে জীর্ণ ও ত্রিদোষ জ্বর বাত মুত্রদোষ শূল কামলা হলীমক বিষম জ্বর এই সকল নষ্ট করে এবং দেহ পুষ্ট হয়।

কিরাতাদি তৈল। কটূ তৈল ১৬ সের চিরাতা ৩২ পল পাকার্থ জল ১।।৪ সের শেষ ১৬ সের পুরাতন কাঞ্জি ১৬ সের দধিরমাত ১৬ সের লাহার জল ১৬ সের মুর্কামুল লাহা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা রাখালসসার মুল রাস্না গজপিপুলী বালা ত্রিকটূ গুড়ত্বক শ্বেত আকন্দ শ্যামালতা বাকসমুল ইন্দ্রযব মহাকাল ফল এষাংপ্রতি ২ তোলা পেষণ করিয়া দিবেন পূর্ব্বোক্ত গন্ধদ্রব্য ইহাতে লিপ্তভুক্ত সাংঘাতিক বিষম ধাতুস্থ এই সকল জ্বর এবং পাণ্ডু কামলা প্লীহা গ্রহণী অতিসার নাশ হয়।

জ্বরভৈরব চূর্ণ। শুণ্ঠী গন্ধভাদুলী নিম্বছাল দুরালভা হরীতকী মুথা বচ দেবদারু কণ্টিকারীমুল কাকড়াশৃঙ্গী শতমুলী ক্ষেতপাপড়া পিপুল কুড় বালা শঠি মুর্গামুল পিপুল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লোধছাল রক্তচন্দন ধাতুকী পুষ্প কুরচি বীজ জৈষ্ঠমধু চিতামুল সর্জ্জনাছাল মহাবরি বচ তালিশপত্র আতইচ কটকী বাট্যালমুল পদ্মকাষ্ঠ ক্ষেতযামনী শালপানি মুল গুলঞ্চের পালো বেলশুঠা পঞ্চমট পাটীমাটী তেজপত্র গুড়ত্বক এলাইচ আমলা চাকুল্যা পাটোলপত্র গন্ধক অভ্র লৌহ সমানী শিলাজতু এষাংপ্রতি যত শোধিত চিরাতা চূর্ণ তত ভক্ষণ ৪ মাষা এই ঔষধ বিষম প্রভৃতি জ্বর সকল প্লীহা নষ্ট করে।।

চন্দনাদি লৌহ। রক্তচন্দন বালা পাঠামুল বেনামুল পিপুল হরীতকী শুণ্ঠী মুস্কি শালুকমুল আমলা মুথা চিতা বিড়ঙ্গ। এষাং সমুদায়ে চূর্ণ যত লৌহভস্ম তত সকল একত্র করিয়া ঘৃত মধুদ্বারা এক মাষা পরিমাণ বাটি বান্ধিবে অনু

পান ঘৃত মধু লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন, ইহাতে সকল বিষম জ্বর ও ধাতুস্থ জ্বর দূরীকরণ হয়॥

বৃহল্লাক্ষাদি তৈল। তিল তৈল ৪ সের লাহাজল ৮ সের শুলফা দারুহরিদ্রা মূর্গামূল কুড়রেণুক কটকী জ্যেষ্ঠমধু রাস্না অশ্বগন্ধামূল দেবদারু মুথা রক্তচন্দন এর্ষাৎ প্রতি ২ তোলা চূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন পাকসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য এই তৈল সকল বিষম জ্বর নষ্ট করে।

বৃহৎ জ্বর সংহারিণী চূর্ণ। ধন্যা ত্রিকটু হরীতকী বচ দেবদারু দুরালভা কাকড়াশৃঙ্গি শুণ্ঠী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লোধ ছাল রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন কুরুচিবীজ ও ছাল গন্ধশঠি বালা জ্যেষ্ঠমধু আতইচ যমানী বেলশুঠা এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর ত্রিফলা মুথা চিতা বিড়ঙ্গ গন্ধক পারা লৌহভস্ম অভ্রভস্ম তালমূল শালপানিমূল গুলঞ্চের পাল চাকুল্যা পটোলপত্র গন্ধভাদালীমূল নিম্বছাল ক্ষেতপাপড়া শতমূলীচূর্ণ মুগামূল পদ্মকাষ্ঠ সাজনাছাল পক্কপর্পটি মাটী রাখালসসামূল এই সকল চূর্ণ এবং এই সকলের ত্রিগুণ শোধিত চিতাচূর্ণ। ভক্ষণ ৩ মাষা অনুপান মধু তুলিখা রস ইহাতে ধাতু বিষম দ্বন্দ্বজ কফক্ষীর্ণ জীর্ণ সাধ্যাসাধ্য এই সকল জ্বর পাণ্ডু শোথ উদরাময় নাশ হয়॥

মহেশ্বরী চূর্ণ। লবঙ্গ আতইচ ত্রিকটু সৈন্ধব হবুষ তুরুষাফল ধন্যা কর্ফল কুড় জয়িত্রী জীরা রসাঞ্জন জায়ফল ধাতকীপুষ্প তালিশপাত এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাত বিটলবণ বেলশুঠা বনযামনী নাগেশ্বর যমানী যবক্ষার সমুদ্রফেণা সোহাগা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ইন্দ্রযব কটকী অম্লবেতস চিরাতা অশ্বগন্ধামূল মুথা চিতা তালমূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম রঙ্গভস্ম স্বর্ণভস্ম এষাং সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান চিনি মধু ইহাতে দ্বৈকালীন ঐকাহিক দ্ব্যাহিক চাতুর্থিক সতত সন্তত এবং প্রবলরূপে ভোগ করিয়া নাড়ীতে স্থির থাকে ও নাড়ী হইতে অপগত হয় আর গম্ভীর মাসিক পাক্ষিক

ধাতুস্থ বিষম জীর্ণ আর প্রতি দিন এক সময়ে ভোগ করে ও ত্রিদোষজর দ্বৈকালীন এবং সন্ধ্যা কি রজনী কি দিবাতে ভোগ করে এই সকল প্রকার জর আর প্লীহা গুল্ম কামলা নষ্ট হয়।

পিপুল্যাদি তৈল। তিলতৈল ৪ সের দধিরমাত ৪ সের পুরাতন কাঞ্জি ৪ সের জম্বীর রস ৪ সের কল্কার্থ পিপুলমুল ধন্যা গজপিপুল মুথা সৈন্ধব ত্রিফলা যমানী বিলযমানী রক্তচন্দন কফল কুড় দ্রাক্ষা শঠি গোরক্ষ চাকুল্যা বচ শালপানি এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাত চিতামূল নিম্বছাল মহানিমছাল ব্যাকুড় কণ্টিকারি গলঞ্চ দন্তী চিরাতা দেবদারু আলকুশি ক্ষেতপাপড়া হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কটকী বীরুণা জ্যেষ্ঠমধু এষাং প্রতি ২তোলা সকল চূর্ণ করিয়া তৈলেদিবে ১২ সের জল দিয়া পাক করিবেক সমাপ্ত হইলে গন্ধদ্রব্য দিবেন। ইহাতে সকল প্রকার বিষম জ্বর ধাতুস্থ প্লীহা শোথ জীর্ণ জর কামলা পাণ্ডু রক্তপিত্তজর কাস শ্বাস কণ্ডু হলীমক নাশ হয়।

কামাচার লৌহ। ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিজাতক জীরা ২ প্রকার ধন্যা পাঠামূল পিপুলমূল দন্তিবীজ দাড়িম্বছাল গজপিপুল শতমূলী শুলফা পটোলপাতা বেনামূল বচ কান্তিলৌহভস্ম রঙ্গভস্ম সৈন্ধব অভ্রভস্মপদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন কটকী চিঙ্গুড়মূলযমানী বিলযমানী যবক্ষার পানমৌরি জ্যেষ্ঠমধু তালিসপাত চিরাতা বালা শঠী এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ সর্ব্বতুল্য মণ্ডুভস্ম। লৌহদণ্ড দ্বারা লৌহপাতে ঘৃত মধুর সহিত মর্দ্দন ভক্ষণ ২ মাষা অনুপান কেশুত্যের রস পথ্য তক্রঅন্ন। এই ঔষধ বিষমজর কামলা পাণ্ডু প্লীহা শোথ শূল গুল্ম কাস শ্বাস অরুচি নাশ করে।

মাহেশ্বরধূপ। গুগ্গল শ্বেতসরিষা নিম্বছাল যব লালুকা বচ কুড় শঠি তণ্ডুল কার্পাসবীজ ছাগবিষ্ঠা সর্পখোলস আসল্লার নেদাড়ি ঝল হস্তিদন্ত বিরানচাঞ্জ গোঘালি গোপুচ্ছ

গোক্ষুর গোশৃঙ্গ। এষাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ গব্য ঘৃতে মর্দ্দন ১ তোলা পরিমাণ বটি কুলকাষ্ঠের অগ্নিযুক্ত সরাতে দিয়া কৃষ্ণবর্ণ কম্বল গায়ে আচ্ছাদন করিয়া ধূম লইবে এই প্রকার সপ্ত দিবস লইতে হয় ইহাতে এককালীন দ্বিকালীন তৃতীয় কালীন জ্বর নষ্ট করে।

লাক্ষাদি তৈল। তিল তৈল ৪ সের দধিরমাত ১৬ সের লাহার ক্কাথ ১৬ সের কল্ক শুল্‌ফা অশ্বগন্ধামুল হরিদ্রা দেবদারু কট্‌কী রেণুক মুর্গমুল কুড় জ্যেষ্ঠমধু রক্তচন্দন মুথা রাস্না। এষাং প্রতি ১৬ মাষা সকল চূর্ণ করিয়া তৈলেদিবে পাকসিদ্ধে গন্ধদ্রব্য দিবেক।

জ্বরনাগময়ুর চূর্ণ। জীরা রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন ধন্যা বালা রেণুক তালিশপত্র ত্রিজাতকলবঙ্গ নাগেশ্বর সরলকাষ্ঠ কুড় কাকড়াশৃঙ্গি কাকুলি ক্ষীরকাকুলি কৃষ্ণজীরা কপুরদেবদারু দারুহরিদ্রা জায়ফল জয়িত্রী ত্রিমদ বচ হিঙ্গ অভাবে আল্‌কুসি ত্রিফলা ত্রিকটু বেলশুঠা শিমূল আটা মেথি সোহাগা যমানী বিলযমানী মৌরি কট্‌কী ইন্দ্রযব বেণামূল গৃহধুন আফিঙ্গ পায়ামূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম শুল্‌ফা হরিদ্রা এষাং প্রতি ৪ মাষা শুদ্ধ চিরাতা শুদ্ধ বিজয়া শুদ্ধ শুণ্ঠী এষাং প্রতি ৫ তোলা সকল সূক্ষ্ম চূর্ণ লক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণ জল ইহাতে বৈষম্যজ্বর নানাপ্রকার অতিসারকামলাপাণ্ডু কাস শ্বাস দাহ শীত ছর্দ্দি অম্লপিত্ত শূল সংগ্রহগৃহিণী এই সকল নষ্ট করে, এবং ধাতু ও কাম বৃদ্ধি করে। আর বলবর্ণ অগ্নি এই সকলকে প্রকাশ করে।

বঙ্গেশ্বর মদক। ধন্যা জয়িত্রী লবঙ্গ জীরা সোহাগা মুরা মাংসী মুথা সূদ্ধমুল গুলঞ্চের পাল জায়ফল ত্রিফলাত্রিকটু কেশুর পটোলপত্র পানমৌরি জটামাংসী চিমুড়মল জ্যেষ্ঠ মধু অভ্রভস্ম লৌহভস্ম চিতামুল এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর ধাতুকীপুষ্প তালমুল মুর্গই বিরামচক্রী তালিশ

পাত রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন দ্রাক্ষা বিড়ঙ্গ কাবাবচিনি কুড় এবাংপ্রতি যত বঙ্গভস্ম তত সকলের দ্বিগুণ চিনি দ্বিগুণ দুগ্ধ চিনি দুগ্ধের সমান শতমুলী রস এই সকল একত্রে পাক করিবে, বদরাস্থি পরিমাণ বটি অনুপান কাঁচা দুগ্ধ ইহাতে ধাতুস্থ জ্বর সংগ্রহ গ্রহিণী অম্ল অজীর্ণ অতি ক্ষীণমন্দগতি দেহকার্শতা মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহ শোথ নানাপ্রকার কাস নানা প্রকার শূলঅরুচি এই সকল নষ্ট করে আর বল ও কামবৃদ্ধি করে।

অথ জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

পৈত্তিকাতিসারজ্বরে। চাকুল্যা পাট্যালা বেলশুটা মুস্তি-মূল ধন্যা এবাংপ্রতি ৩৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি দিয়া পান করাইবেন। পথ্য লাজমণ্ড।

বাতিক জ্বরাতিসারে। হ্রীবেরাদিপাচন। বালা আতইচ বেলশুটা মুথা শুণ্ঠী ধন্যা এবাং প্রতি ২৮রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল অনুপান টক দাড়িম্বের রস পথ্য যব চূর্ণ মণ্ড।

রক্তাতিসারে। বেণার মুল বালা মুথা ধন্যা শুণ্ঠী বরাক্রান্তা ধাতকীপুষ্প লোধছাল বেলশুটা এবাং প্রতি ১৮ রতিজল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি পথ্য মসুর যুস।

সান্নিপাতিক জ্বরাতিসারে। পঞ্চমূল্যাদি পাচন। সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাটেলামুল বেলশুটা গুলঞ্চ মুথা শুণ্ঠী আকনাদিমুল চিরাতা বালা কুরচিছাল ইন্দ্রযব এবাংপ্রতি১০।০রতিজল৪পল শেষ১পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি ইহাতে পথ্য দিবেন না।

অভ্রবটিকা। পারা ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা উভয়ে কজ্জলী অভ্রভস্ম২ তোলা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এবাংপ্রতি সক্ষ্ম চূর্ণ ২ তোলা এই সকল একত্র করিয়া ভাবনা দিবেন, যথা। প্রথম, কেশুত্যেররস ভীমরাজরস নিষিন্দা পাত রস চিতা-পাত্ররস শ্বেতঅপরাজিতা পাতারস জয়ন্তীপত্র রস থুল-

কুঁড়িপত্র রস সাঁচিপানের রস। এই সকল প্রকার পত্র রসের ভাবনা পর২ ক্রমে অষ্ট দিবসের সমাপন করিবে। পরে মরীচের সূক্ষ্মচূর্ণ২তোলা সোহাগার খই ১ তোলা উ-হার সহিত মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমান বটি করিবেন, অনুপানমধু কেশুরিয়ার রস, ইহাতে অধিক গমন স্ত্রীসঙ্গ স্নান নাগর দোলাদিতে দোলা যে পর্য্যন্ত জরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত না হয় সে পর্য্যন্ত এই সকল করিবে না।

দধিবটি। পারা গন্ধক বিষ হরিতাল স্বর্ণমাক্ষি তুতে আ-ফিঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত গোদন্ত তত সকল দ্রব্য শুদ্ধ পারা গন্ধকে কর্জ্জলী তুলসী পাতা রসে মর্দ্দন করে নিষন্ধাপত্র রসে সপ্ত বার এবং ভীমরাজ রসে সপ্তবার ভা-বকা সর্ষপাকারবটি ইহার এক বিংশতি বটিতে এক মাত্রা হয়, অনুপান পিপুল চূর্ণ ৪০ রতি উষ্ণজল, ঔষধ সেবনের পরক্ষণে নির্জ্জল দধি খাওয়াইবেন। ইহাতে জরাতিসার নাশ হয়।

জরাতিসার বিশেষ পথ্য। সান্নিপাতিক ও শ্লেষ্মকে নি রাহার। পৈত্তিকে লাজমণ্ড। বাতিকে যব চূর্ণ মণ্ড। রক্তা-তিসারে মসুর যূষ।

পিপুল্যাদি তৈল। কটুতৈল ৪ সের টাবালেবুর রস ৪ সের তক্র ৪ সের নিবিন্দাপত্র রস৪সের পিপুল পিপুলমুল চিতা-মুল গজপিপুল বিড়ঙ্গ সৈন্ধব জীরা অম্লবেতস যবক্ষার কুড় গাঠ্যালা শুণ্ঠী তালিষ পত্র জ্যেষ্ঠমধু গুলঞ্চ শুণ্ঠী চা-কুল্যা বাট্যালা নিম্বছাল বাকসমূল পুনর্নবা গোক্ষুরি রাস্না শোদাল দেবদারু মুথা এযাং প্রতি-২ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছেচিয়া দিবেন, চূর্ণ দিবেন না, কারণ দিলে খুলিতে ধরিবেক, তৈল প্রথমে খুলিতে দিয়া মধ্যমরূপ জাল দিতে দিতে যখন ফেণা থাকিবে না তখন ঐ লেবুর রস অল্পে২ দিবেন তৈলের সহিত কিঞ্চিৎরস থাকিতে তক্রদিবে এই রূপ পর২ দ্রব্যের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে পর২পর

দ্রব্য দিবেন কারণ দ্রব দ্রব্য দিবার এইরূপ ব্যবস্থা এবং জলাদি দ্রব দ্রব্যের পরস্পর সংযোগে তৈল গুণকারী হয় নতুবা হয় না।

অথ বিষমজ্বর রসায়ন। ত্রিপুর ভৈরবরস, শুদ্ধ বিষ ২ মাষা সোহাগার খই ৪ মাষা গন্ধক ১ তোলা দান্তিবীজ ১ মাষা দন্তি মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান কফাধিক্যে ত্রিকটু চূর্ণ ৪০ রতি ও মধু কিম্বা ত্রিকটু চূর্ণের পরিবর্ত্তে আদার রস পিত্তাধিক্যে শর্করা। নবজ্বরাংকুশ।

শুদ্ধরস ১ তোলা শুদ্ধ গন্ধক ২ তোলা শুদ্ধ হিঙ্গুল ৩ তোলা দন্তিমূলের রসে অষ্ট প্রহর মর্দ্দন করিবেন, এক গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান কফাধিক্য আদার রস মধু, পূর্ব্বোক্ত শীতভুঞ্জি রস প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু মল বদ্ধ থাকিলে নতুবা নহে। মহাজ্বরাংকুশ।

রসগন্ধক তাম্র হিঙ্গুল শুদ্ধ হরিতাল বঙ্গ লৌহ স্বর্ণমাক্ষি শুদ্ধখাপর মনছাল অভ্র গেরি সোহাগার খই দন্তিবীজ। সকল সমভাগ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবেন, পাতিলেবুর রসে একবার সিদ্ধির ক্বাথে ঐ তুলসীপত্র রসে ও ঐ পরে শুলে মর্দ্দন করিবেন গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান কফাধিক্যে আদার রস মধু অথবা তুলসীপত্র রস কিম্বা কেশুত্যের রস কি নিষিন্দাপত্র রস পিত্তাধিক্যে ভর্জ্জিত জীরক চূর্ণ ১ রতি আর মধু।

ইতি সারকৌমুদ্যাং জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

দর্পণং।

ধান্যশুণ্ঠী। ধন্যা শুণ্ঠী। এতয়োঃপ্রতি ৪মাষা পেষণ করিয়া উষ্ণ থাকিতে খাইবে, ইহাতে আমবাতে শ্লেষ্মাজ্বর শূল অতিসার নষ্ট করে এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

হ্রীবেরাদি পাচন। বালা আতইচ মুথা বেলশুঠা শুণ্ঠী

ধন্যা; এষাংপ্রতি ৩ মাষা পাকার্থ জল, ১ সের শেষ ১ ছটাক, ইহার গুণ, শূল অতিসার রক্তাতিসার বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্টকরে।

হ্রীবেরাদি চূর্ণ।

বালা আতইচ মুথা বেলশুটা ধন্যা কুলচিবীজ বরাক্রন্তামূল ধাতকীপুষ্প মোচরস শুণ্ঠী, এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান আতবতণ্ডুলোদক, ইহাতে অরুচি পিচ্ছাম বিবর্দ্ধ দেহাদির বেদনা নষ্টহয়।

উবিরাদি পাচন। বেণারমূল বালা মুথা ধন্যা শুণ্ঠী বরাক্রান্তামুল ধাতকীপুষ্প লোদছাল বেলশুঠা, এষাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে অরুচি পিচ্ছাম বিবর্দ্ধ দেহাদিবেদনা রক্তাতিসার বাতশ্লেষ্মা জ্বর নাশ হয়।

নাগরাদি পাচন।

চিরাতা মুথা গুলঞ্চ বালা ভদ্রমুথা রক্তচন্দন ধন্যা এষাংপ্রতি২মাষা৫রত্তি পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে সোম অতিসার হৃল্লাস অন্তর্দাহ জ্বর ভাল হয়।

মুথাদি পাচন। মুথা আতইচ শুণ্ঠী কুড়চিবীজ হরীতকী চিরাতা এষাংপ্রতি৩মাষা পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে সকল অতিসার হিক্কা সকল প্রকার শোথ ও জ্বর দূর হয়।

দশমূলাদি।

পূর্ব্বোক্ত দশমূল প্রত্যেকে ২ মাষা প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ ৪ মাষা ইহাতে জ্বর অতিসার শোথ গ্রহণী নাশ হয়।

শুণ্ঠ্যাদি পাচন। শুণ্ঠী ধন্যা গুলঞ্চ ভাদ্রমুথা বালা বেলশুঠা রজুনছাল কুড়চিছাল, এষাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী মধু চিনী এষাংপ্রতি ২মাষা।

গুড়ুচ্যাদি পাচন। গুলঞ্চ আতইচ শুণ্ঠী ধন্যা বেলশুঠা মুথা বালা পাঠামূল চিরতা কুড়চিছাল রক্তচন্দন বেণামূল পদ্মকাষ্ঠ এষাংপ্রতি ৩ মাষা ৫রতি পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে জ্বরাতিসার হৃল্লাস অরুচি পিপাসা ছর্দ্দি দাহ এই সকল নষ্ট হয়।

পঞ্চমূলাদি পাচন। স্বল্প পঞ্চমূলি রাট্যালামূল বেল শুটা গুলঞ্চ মুথা শুণ্ঠী পাঠামূল চিরাতা বালা কুড়চিছাল ইন্দ্রযব এষাং প্রতি ১ রতি পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ, ইহাতে সর্ব্বাতিসার জ্বর দোষ বমি শ্বাস কাস দূর হয়।

পায়সাদি পাচন।

ক্ষীর রক্তচন্দন মুথা বেলশুঠা আকনাদি মূল দাড়িম্ব ছাল ধন্যা আতইচ শুণ্ঠী ধাতকী পুষ্প ইন্দ্রযব এষাংপ্রতি ২ মাষা পাকশেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু, ইহাতে অতিসার জ্বর দাহ শূল রক্ত এই সকল নষ্ট হয়।

ব্যোশাদি চূর্ণ। ত্রিকটু ইন্দ্রযব নিম্বছাল চিরাতা ভীমরামূল চিতামূল কটকী আকনাদী মূল দারুহরিদ্রা আতইচ এষাংপ্রতিসমচূর্ণসকলেরসমানকুড়চিমূলচূর্ণমিশ্রিতকরিয়া ভক্ষণ ৫ মাষা অনুপান আতবতণ্ডুলোদক অথবা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ, ইহাতে অতিসার জ্বরাতিসার কমলা গ্রহিণী গুল্ম প্লীহা প্রমেহ পাণ্ডু শোথ কাস নাশ হয়।

গঙ্গাধর বটি।

জায়ফল আফিঙ্গ লবঙ্গ জীরা সোহাগা সকল শোধন করিয়া চূর্ণকরিবে পরে পোস্তকাথেমর্দ্দন করিয়া মটরাকৃতি বটি, ইহাতে আমরক্ত জ্বর দাহ শূল তৃষ্ণা অরুচি নাশ হয়

জাতিফলাদ্যা বটি। জায়ফল জীরা জয়িত্রী যমানী ত্রিকটূ আতইচ ধন্যা আফিঙ্গ কটকী শ্বেতধুনা খদির অভ্র ভস্ম লৌহভস্ম ত্রিফলা চতুর্জাত বেলশুঠা মুথা মোচরস সোহাগা গন্ধশঠী এষাংপ্রতি সম সূক্ষ্ম চূর্ণ সিদ্ধিপত্র রসে মর্দ্দন, ১ মাষা পরিমাণ বটি অনুপান ছাগদুগ্ধ, এই ঔষধ সেবন মাত্র অম্লপিত্ত বমি দাহ পিচ্ছা শূল এই সকল রোগ নাশ হয়।

কনক সুন্দরধারক।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক এতয়োঃ প্রতি ২ মাষা হিঙ্গুল ৪ মাষা শোধিত কনক ধুস্তুর বীজ ৮ মাষা সকল চূর্ণ করিবে পরে কুড়চিমূলের রসে ৭বার ভাবনা দিয়া মট-

রাকৃতি বটি বান্ধিবে, অনুপান ছাগদুগ্ধ, ইহাতে জ্বরাতি-সার রক্তাতিসার অরুচি নষ্ট হয়।

পাঠাদি চূর্ণ। আকনাদি মুল জীরা ধাতকীপুষ্প মুথা আতইচ ধন্যা জায়ফল শুণ্ঠী সোহাগা বেলশুঠা কুড়চির বীজ মোনছাল বালা লবঙ্গ মোচরস এষাংপ্রতি সম চূর্ণ, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল আতপতণ্ডু লো-দক মধু ইহাতে আমজ্বর নানা দেশোদ্ভবাতিসার অরুচি রক্ত দোষনাশ হয়।

নাগরাদি চূর্ণ। শুণ্ঠী আতইচ মুথা ধাতকীপুষ্প কুড়চি মুল ছাল ইন্দ্রযব বেলশুঠা আকনাদি কটুকী, এষাংপ্রতি সম চূর্ণ কিঞ্চিৎ উষ্ণ তণ্ডুলোদক, এই ঔষধ জ্বরাতিসার পৈত্তিক গ্রহিণী অশ শোথ অরুচি নানা প্রকার অতিসার নাশ করে।

ক্ষীরকল্যাণ গুড়িকা। হিঙ্গুল শৃঙ্গীবিষ লৌহভস্ম ধুস্তূর বীজ খঞ্জবিষ সোহাগা এষাংপ্রতি ২মাষা আফিঙ্গ ৬মাষা শোধিত করিয়া চূর্ণ করিবে বেগুণপত্র রসে ভাবনা পরে ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া তিন সরিষা পরিমাণ বটি বান্ধি-বেক, অনুপান ছাগদুগ্ধ সর্ব্বদা দুগ্ধ পথ্য করিবে লবণ জল নিষেধ, ইহাতে ভয়ানক জ্বরাতিসার গ্রহিণী পাণ্ডু র-ক্তাতিসার শোথ তৃষ্ণা অরুচি দাহ অগ্নিমান্দ্য অম্লপিত্ত কাস এই সকল রোগ নষ্ট করে।

ইতি দর্পণে জ্বরাতিসার সমাপ্তঃ।

অথাতিসার চিকিৎসা।

এই জ্বরাতিসার রোগ অতি বলবান অতএব তন্ত্রশাস্ত্র প্রমাণানুসারে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ দ্বারা জ্বরদেবতার সন্তোষ নিমিত্ত অবশ্য বলি প্রদান করাইবেন কিন্তু এই জ্বরেই বিধি এমত নহে অসাধ্য জ্বর মাত্রেই বিধি জানিবেন বি-শেষ তোড়ল তন্ত্রে জ্ঞাত হইবেন।

মুক্তিযোগ। শুন্ঠি এবং ধন্যা এই দুই দ্রব্য চুর্ণ করিয়া লাজ মণ্ডের সহিত খাওয়াইবেন।

হ্রবেরাদি পাচন। বালা আতইচ বেলশুঠা মুথা শুণ্ঠী ধন্যা এষাং প্রতি ২৬।।• রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২• রতি ও মোচরস ২• রতি সূক্ষ্ম চুর্ণ দিবেন।

বৃহৎ গুড়চ্যাদি পাচন। গুলঞ্চ আতইচ বেলশুঠা শুণ্ঠী ধন্যা মুথা বালা আকনাদি মুল চিরাতা কুড়চিছাল রক্তচন্দন বেণামূল পদ্মকাষ্ঠ এষাং প্রতি ১২।।•রতি জল ৪পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২• রতি কুলত্থ চুর্ণ ২• রতি।

বৃহৎহ্রীবেরাদি পাচন। বালা আতইচ বেলশুঠা মুথা ধন্যা কুড়চিছাল বরাক্রান্তা ধাইফুল লোধ শুণ্ঠী এষাং প্রতি ১৬ রতি জল ৪পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ২•রতি মোচরস ২• রতি।

ব্যোশাদি চুর্ণ। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ ইন্দ্রযব নিম্বছাল চিরাতা ভীমরাজ চিতার মুল কটকী আকনাদি মুল দারু হরিদ্রা আতইচ এষাং প্রতি ১ তোলা এই সকল দ্রব্যের সমভাগে সূক্ষ্ম চুর্ণ যত কুড়চি ছালের চূর্ণ তত একত্র করিয়া অধিককাল পেষণ করিবে। অনুপান আতবতণ্ডুলের জল ও মধু।

শুণ্ঠী দশমুলী। বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারি ছাল শালপানি চাকুলাদি কণ্টকারী গোক্ষুরী ব্যাকুড়ি। এষাং প্রতি সমভাগে সূক্ষ্মচুর্ণ যত শুণ্ঠী সূক্ষ্ম চুর্ণ তত পরে পুর্ব্ববৎ পেষণ করিবেন ২• রতি পরিমাণ চুর্ণ পূর্ব্ব অনুপানে সেবন করিবেন।

কনক সুন্দর। হিঙ্গুল মরীচ সোহাগার খই অভ্রবিষ ধুস্তুরবীজ গন্ধক পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচুর্ণ করিয়া সিদ্ধিপাতার রসে ৪ প্রহর খলে মর্দ্দন করিবেন. চণকাকৃতি বটি অনুপান পূর্ব্ববৎ এবং ইহার চুর্ণ ২• রতি দিবেন।

অথ সশোণিত জ্বরাতিসার চিকিৎসা।

মহাভ্রবটিকা। রস ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা অভ্র ২ তোলা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এষাং প্রতি২তোলা এই সকল চুর্ণ করিয়া যথাক্রমে ভাবনা দিবেন, যথা। কেশুরিয়ার রস ভীমরাজ রস নির্বিন্ধা রস শ্বেত অপরাজিতা রস জয়ন্তী রস থুলকুড়ি রস কাঁচা সিদ্ধির রস বৃন্তযুক্ত পানের রসএই সকল দ্রব্য এক এক ক্রমে দিন দিন দিবেন গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান আতিকতণ্ডুলের জল মধু। পথ্য দধি।

কনক সুন্দর রস। হিঙ্গুল মরীচ গন্ধক পিপুল অভ্র বিষ ধুস্তূর বীজ সিদ্ধি এই সকল দ্রব্য সমান চুর্ণ করিয়া সিদ্ধি পাতার রসে মর্দ্দন ২ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান পূর্ব্ববৎ এই ঔষধ গৃহিনীতে ও আগন্তুক জ্বরে সেবন করান যায়।

ধান্যচতুষ্টয়। ধন্যা মুথা বালা বেলশুঠা। জল ৪পল শেষ ১ পল।

ধান্যপঞ্চক। ধন্যা শুণ্ঠী মুথা বালা বেলশুটা, জল৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু। অতিসার পিপাসা ঘ্নত্বে। মুথা ১ তোলা ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিত রোগীকে দিবেন অনুপান মধু।

কঞ্চটাদি পাচন। কানছিড়ারপত্র দাড়িম্বপত্র জম্বূপত্র বেলশুঠা বালা মুথা শুণ্ঠী পানিফল পত্র এষাংপ্রতি২. গুঞ্জা জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু। নাভিমুলের বেদনা নিবারক মুষ্টিযোগ। আমলকী কোমলছাল জলে উত্তম রূপ পেষণ করিয়া নাভির চতুর্দ্দিগে মণ্ডলাকার প্রলেপ দিবেন পরে নাভিকুপ পূর্ণ করিয়া নির্জ্জল আদার রস দিবেন॥

দ্বিতীয় প্রকার। অম্রছাল কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবেন কুড়চিছাল মুথা ইন্দ্রযব। এষাং প্রতি ৩৫ রত্তি জল৪পল শেষ ১পল প্রক্ষেপ মধু ২. রত্তি চিনি ২.

রতি। এবং বেলশুঠা ২ তোলা ছাগদুগ্ধ ৮ তোলা জল ৩২ তোলা। একত্রে সিদ্ধ করিয়া জল নিঃশেষ হইলে তাহাতে প্রক্ষেপ চিনি মোচরস ইন্দ্রযব চূর্ণ এষাং প্রতি ১২ রতি দিয়া খাওয়াইবেন।

কুটজ পুটপাক। অতিকোমল কূড়চিছাল ২ তোলা আতপতণ্ডুলের জলে কিঞ্চিৎ ছেঁচিয়া জম্বু পত্রে কুশবদ্ধ পুটলি করিবেক এই পুটলি কর্দ্দমে লেপন করিয়া ঘুটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিবেক কিন্তু ঐ কূড়চিছাল সরস থাকিতে অগ্নি হইতে পুটলি উত্তোলন করিবেন তদন্তর ঐ ছাল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধুর সহিত রোগীকে খাইতে দিবেন ইহাতে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

বৃহৎকুট জাষ্টক। কুড়চিছাল ১০০ পল ৬৪ সের জলে সিদ্ধি করিয়া শেষ ১৬ সের যে থাকিবে তাহাকে পুনর্ব্বার ঘন করিয়া সিদ্ধ করিবেন এবং তাহাতে মোচরস আকনাদি মুল বরাক্রান্তা আতইচমুথা বেলশুঠা ধাইফুল এষাং প্রতি৮ তোলা চূর্ণ চুল্লী হইতে উত্তরিত উক্ত ঘন উষ্ণজলে দিয়া তাড়ুদ্বারায় মণ্ডার পাকের বীজ মারিবার মত করিয়া জুড়াইলে ১ তোলা পরিমাণ বটি করিবেন ঔষধ সেবনেরপর বাসিজল কিঞ্চিৎ পান করিবেন।।

কুটজাষ্টক পাচন। কুড়চিছাল দাড়িম্ব ফলেরছাল মুথা বেলহাস বালা লোধ রক্তচন্দন আকনাদি মুল এষাং প্রতি ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৫০ রতি।

আনন্দ ভৈরব। হিঙ্গুল বিষ গন্ধক আফিঙ্গ শিমুলক্ষার মরীচ সোহাগার খই পিপুল। এষাং প্রতি সমভাগ সুন্দররূপে জলদ্বারা ৪ প্রহর খলে মর্দ্দন করিবেক ২ রতি পরিমাণ বটি অনুপান জীরাভাজার চূর্ণ এই ঔষধ। ত্রিদোষাতিসার ও রক্তাতিসার নাশ করে। ইহাতে দধিপথ্য।

জাতিফলাদি। জায়ফল সোহাগার খই অভ্র ধুস্তুর বীজ এই চারি দ্রব্য প্রতি অর্দ্ধতোলা আফিঙ্গ ২ তোলা গন্ধভা-

দালীপাতার রসে ৪প্রহর খল করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান আতবতণ্ডুলের জল ও মধু।

ইতি সারকৌমুদ্যাং রক্তাতিসার পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

অথ দর্পণং।

ধান্যপঞ্চক। ধন্যা শুণ্ঠী মুথা বালা বেলশুঠা এষাং প্রতি ৪মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ ইহাতে অতিসার আমশূল নাশ হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

পথ্যাদি পাচন। হরীতকী দেবদারু বচ মুথা শুণ্ঠী আতইচ এষাং প্রতি ৩ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ ইহাতে আমাতিসার নষ্ট করে।

কচ্ছকাদি পাচন। কুড়াচবীজ কুড়চিমূলের ছাল আতইচ বেলশুঠা মুথা ধন্যা এষাং প্রতি ৩ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ ইহাতে আমাতিসার নষ্ট করে। আর অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

পিত্তাতিসারে। বৃহৎ কুটজাদি পাচন। কুড়চি মূল ছাল দাড়িম্বছাল মুথা ধাতকীপুষ্প বেলশুঠা বালা লোধছাল রক্তচন্দন আকনাদি মূল এষাং প্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ইহাতে আমশূল পিত্তাতিসার নাশ হয়।

কঞ্চটাদি পাচন।

কাচিড়ান দাড়িম্বছাল জামছাল পানিফলেরপাতা বেলশুঠা বালা মুথা শুণ্ঠী এষাং প্রতি ২ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ শুণ্ঠী চূর্ণ ৪ মাষা ইহাতে বেগবতী নদীর ন্যায় যে অতিসার তাহাকেও নাশ করে।

মোচরসাদিচূর্ণ। মোচরস মুথা শুণ্ঠী আকনাদিমূল বেলশুঠা ধাতকীপুষ্প এষাং প্রতি সমভাগ মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ভক্ষণ করিবে। অথবা অধিকারোক্ত সর্ব্ব পাচনে এই চূর্ণ অনুপান জানিবেন।

বিল্বাদি। বেলশুঠা ৮ মাষা পেষণ করিয়া এক পোয়া

ছাগ দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিবে পরে সেই দুগ্ধে প্রক্ষেপ চিনি এবং মোচরস ইন্দ্রযব সমচূর্ণ ৪ মাষা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তাতিসার নাশ হয়।

কুটজাদি। কুড়চিছাল ২ তোলা পাচনের ন্যায় পাক শেষ করিয়া তাহাতে আতইচ শুণ্ঠী উভয়োঃ প্রতি ৪ মাষা চূর্ণ দিয়া ভক্ষণ করিবে ইহাতে রক্তাতিসার নাশ হয়।

কুটজাষ্টক। কাঁচা কুড়চিছাল ১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬সের ইহাকে পুনর্ব্বার ঘন করিবে পরে প্রক্ষেপ মোচরস পাঠামূল বরাক্রান্তামূল আতইচ মুথা বেল শুঠা ধাতকীপুষ্প ধন্যা এষাংপ্রতি ৮ তোলা চূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগদুগ্ধ অথবা আতবতণ্ডুলোদক ইহাতে কৃষ্ণ লোহিত ইত্যাদি ভয়ানক অতিসার সকল আর নানা প্রকার গ্রহিণী ও সশোণিত অর্শরোগ এই সকল নষ্ট হয়।

সারঙ্গধর। জায়ফল আফিঙ্গ এষাংপ্রতি সমভাগ পেষণ করিয়া ধুস্তূরফলে পূরে গোময় লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান আমরক্তে ছাগদুগ্ধ সর্ব্বাতিসারে দাড়িম্বপাতের রস ইহাতে রক্তাতিসার ও সর্ব্বাতিসার নাশ হয়।

ধন্যাদি চূর্ণ। ধন্যা জিরা ত্রিকটূ সিদ্ধিপাতা ত্রিফলা বিটলবণ সৈন্ধব যবক্ষার ফটকিরী মোচরস মুথা শুল্‌ফা চিতা এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে অতিসার অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ কণ্ঠদাহ হৃদ্দাহ এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

সূতরাজ বটিকা। পারা ১ মাষা গন্ধক ২ মাষা সোহাগা ২ মাষা শৃঙ্গিবিষ ১ মাষা মরীচ ৫ মাষা আফিঙ্গ ৫ মাষা এ সকল শোধিত করিয়া চূর্ণ করিবে কুড়চি রসে পেষণ করিয়া মটরাকৃতি বটি অনুপান কেসুরিয়ার রস। এই ঔষধ সেবন মাত্রে নানা প্রকার অতিসার নাশ হয় আর পাণ্ডু শোথ কাস শ্বাস দূর হয় ও কাম এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

দাড়ীম্বাধার। জয়িত্রী ইন্দ্রযব ধাতকীপুষ্প বেলশুঠা বালা আতইচ মোচরস মুথা লবঙ্গ জীরা জায়ফল সোহাগা এষাংপ্রতি ২ মাষা আফিঙ্গ ৬ মাষা শোধিত চূর্ণ করিবে দাড়িম্বপত্র রসে মর্দ্দন পরে দাড়িম্ব ফলের মধ্যে পুরিয়া দগ্ধকরিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান ছাগ দুগ্ধ, ইহাতে নানাবর্ণ অতিসার অসাধ্য গ্রহিণী অরুচি অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ শোথ নাশ হয়।

লবঙ্গচতুঃসম। লবঙ্গ জীরা জায়ফল সোহাগা শোধিত করিয়া সমভাগে চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ১ মাষা অনুপান তণ্ডুলোদক আমরক্তে ছাগদুগ্ধ, ইহাতে হিক্কা ছর্দ্দি অতিসার রক্তাতিসার নাশ হয়।

লবঙ্গদ্রাবক। লবঙ্গ আতইচ বেলশুঠা মুথা পাঠামূল সৈন্ধব রসাঞ্জন মোচরস আফিঙ্গ জীরা ধাতকীপুষ্প স্বর্ণভস্ম অভ্রভস্ম বঙ্গভস্ম লোধছাল ধন্যা শ্বেতধুনা খদির যবক্ষার কুড়চি মূল ইন্দ্রযব শুল্ফা ত্রিকটু এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর, এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ সকলের সমান পোস্ত দানার ক্বাথ, পাকার্থ জল অষ্টগুণ শেষ ক্বাথ ঘন করিবে তাহাতে চূর্ণ সকল দিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটি করিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ ইহাতে অসাধ্য অতিসার রক্তশূল অজীর্ণ শোথ পাণ্ডুজ্বর নাশ হয়।

মহাগন্ধক। গন্ধক পারা নিম্বপাতা লবঙ্গ জয়িত্রী জায়ফল জীরা আফিঙ্গ সোহাগা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিবে পোস্তক্বাথে মর্দ্দন জোড়া ঝিনুকে পুরিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে পরে সামান্য গজপুটে পাক পোস্তক্বাথে বটি বান্ধিয়ে অনুপান ছাগদুগ্ধ, ইহাতে নানাবর্ণ অতিসার গ্রহিণী শোথনাশ হয়।

মোদক।

ত্রিকটু ত্রিফলা কাঁকড়াশৃঙ্গী কুড় সৈন্ধব কট্‌ফল শুণ্ঠী নাগেশ্বর বনযমানী মেথি ধন্যা যমানী ভাঙ্গবীজ জীরা কৃ-

কঞ্জীরা তালিশপাতা মুথা বচ এবাংপ্রতি ১ তোলা শু শোধিত সিদ্ধিপাতা ১১ তোলা সকল চুর্ণ করিবে চিনি ১ সেরের সহিত মোদক পাক বদরাষ্টি পরিমাণ বটি করিবেক, অনুপান দুগ্ধ জল, ইহাতে অম্লপিত্ত অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য অরুচি অসাধ্যাতিসার নানাবর্ণাতিসার গ্রহিণী শোথ পাণ্ডু জ্বর এই সকল রোগ দূর হয়।

ইতি দর্পণের অতিসার চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

গ্রহিণী চিকিৎসা।

গ্রহিণী রোগের কারণ অতিসার রোগ নিঃশেষ না হইয়া দুষ্টভাব হয় তাহাতে অগ্নিমান্দ্য হইলে বায়ু দুষ্ট হইয়া গ্রহিণী রোগ জন্মে, অতএব ইহাতে তক্র অতি উপকারী জানিবেন, কারণ তক্রদ্বারা দুষ্ট বায়ু নাশ হইয়া অগ্নি প্রবল হয় তাহা হইলেই গ্রহিণী রোগের শান্তনা হয়।

শুণ্ঠী আতইচ মুথা। এবাংপ্রতি ৫৩ রতি জল ৪ পল শেষ ১পল প্রক্ষেপ মধু ৪ রতি।

বেলশুঠা সুক্ষ্মচূর্ণ ২ তোলা শুণ্ঠী চূর্ণ ২ মাষা পুরাতন গুড় ১ তোলা মথিত করিয়া খাইবেন পরে কিঞ্চিৎ তক্র পথ্য করিবেন।

মরীচ চুর্ণ ১ তোলা শুণ্ঠী চূর্ণ ২ তোলা কুড়চিছাল ৪ তোলা পুরাতন গুড় ১ তোলা মথিত করিয়া খাইবেন পরে কিঞ্চিৎ তক্র পথ্য।

কুটজাবলেহ। কুড়চিছাল ১০০ পল ৬৪সের জলে পাক করিয়া শেষ ১৬সের থাকিবে তাহাতে ২০পল চিনি দিয়া পুনর্ব্বার গুড়ের ন্যায় পাক সমাপন করিয়া তাহাতে আকনাদিমূল বরাক্রান্তা বেলশুঠা শুণ্ঠী ধাতকী পুষ্প মুথা দাড়িম্ব ফলের ছাল আতইচ লোধ মোচরস রসাঞ্জন ধন্যা বেণামূল বালা, এই সকল দ্রব্য সুক্ষ্মচুর্ণ করিয়া প্রত্যেকে ১ পল চূর্ণ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে শীতল হইলে ১ পল মধু

দিয়া অবলেহ করিবেন পরে শুষ্ক না হয় এমত এক পাত্রে রাখিবেন প্রত্যহ ১ তোলা খাইবেন অনুপান বাসীজল, ইহাতে গৃহিণী মাত্রেই দূর হয়।

গঙ্গাধরচূর্ণ। বিলৃছাল মোচরস আকনাদিমুল ধাতকীপুষ্প ধন্যা গন্ধভাদালীমূল শুণ্ঠী মুথা আতইচ আফিঙ্গ লোধকাষ্ঠ দাড়িম্বফলের ছাল কুড়চিছাল পারা গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ যুক্তিক্রমে পারা গন্ধকে কজ্জলী সকল একত্র ২০ গুঞ্জা পরিমাণে প্রত্যেহ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন, ইহাতে সকল গৃহিণী ও জ্বর সকল নষ্ট হয়।

গৃহিণী গজেন্দ্র।

পারা গন্ধক লৌহ দগ্ধশঙ্খ সোহাগার খই হিঙ্গ শুণ্ঠী তালিশপাতা মুথা ধন্যা জীরা সৈন্ধবলবণ ধাতকীপুষ্প আতইচ শুণ্ঠী ঝুল হরীতকী ভেলা তেজপাতা জায়ফল লবঙ্গ দারুচিনি এলাইচ বিলৃছাল বালা বেলশুঠা মেথি সিদ্ধিপাতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত খলে পেষণ পূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণ বটি করিবেন, অনুপান ছাগদুগ্ধ, এই ঔষধ সূতিকাদিউদরাময় এবং গুল্মাদি নাশ করে।

গৃহিণী রোগের গুরুপাক দ্রব্য মাত্রেই পথ্য নহে। পথ্য সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ তক্র পটোল ডুম্বুর মানকচু পল্তা শুষ্ককুল পাতিলেবু কাঁচাতেতুল পুরাতন তেতুল ইতি।

পাণিতক্ত বটিকা। কৃষ্ণাভ্র শুদ্ধমণ্ডুর বিড়ঙ্গচূর্ণ এষাং-প্রতি ৮ তোলা চৈ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলা কেশুরিয়ার মূল দন্তীমূল মুথা পিপুল মূল চিতামূল ভাটীমূল মান মূল বন্য ওল বৃহতী মূল তেউড়ি মূল ভুড়ভুড়িয়ারমূল পুনর্নবামূল, এষাংপ্রতি ২তোলা গন্ধক ১তোলা এই সকল দ্রব্য আদার রসে ৪ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৫রতি

পরিমাণ বটি করিবেন, অনুপান আদার রস কিম্বা কাঁজি অথবা দধির মাত পথ্য যথা রুচি।

মণ্ডুর প্রকার। কর্ম্মকারের দোকানে লৌহ পোড়া-ইলে কাঁকরের মত লৌহের মলা যদি ডেলার ন্যায় হয় তবে তাহাকে মণ্ডুর পুনঃ১ পোড়াইয়া পুনঃ২ গোমুত্রে ডুবাইলে মণ্ডুর শুদ্ধ হয়, ইহাতে পুরাতন মণ্ডুর হইলে উৎ-কৃষ্ট হয় জানিবেন।

নৃপবল্লভ। জায়ফল লবঙ্গ মুথা দারুচিনি এলাইচ সো-হাগার খই হিঙ্গ জীরা যমানী শুণ্ঠী সৈন্ধব তেজপাতা লৌহঅভ্র পারা গন্ধক তাম্র এবাং প্রতি ১ পল মরীচ চূর্ণ ৩ পল ছাগদুগ্ধে অথবা আমলকীর রসে ৪ প্রহর খলে ম র্দ্দন করিয়া ৪ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান ছাগদুগ্ধ কিম্বা পানের রস, এই ঔষধ দীর্ঘকাল সেবনে গৃহিণী ঘটিত স-মুদয় রোগ নষ্ট হয়, পথ্য মৎস্যের যূষ পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডু-লের অন্ন তক্র।

মহাগন্ধক।

পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা পর্পটি ২ তোলা জায়-ফল ২ তোলা নিম্বপাতা আতবতণ্ডুলোদকে উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া যুগ্ম ঝিনুকে পুরণ করিয়া পরে বাল্য-কদলিপাতা বেষ্টন দিয়া কোষ্ঠা দ্বারা বদ্ধ করিবে তাহাতে কর্দ্দম লেপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে বটি করি-বার ন্যায় হইলে উত্তারণ করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটি ক-রিবে অনুপান আতবতণ্ডুলোদক ও মধু এই ঔষধ সক-লের উপকারী হয় বিশেষ বালকের অধিক।

লবঙ্গ-চতুঃসোম। জীরা সোহাগার খই জায়ফল লবঙ্গ সোহাগার খই উত্তমরূপে করিবেন যে কাঁচা না থাকে কাঁচা থাকিলে বিপরীত হয় নিশ্চয় জানিবেন আর তিন দ্রব্য খোলায় ভর্জ্জন করিয়া লইবেন ৪ দ্রব্য সমানাংশ ল-ইয়া চূর্ণ একত্র করিলে চতুঃসোম হয়, অনুপান আতবত-

গুলোদক ও মধু ঔষধ ২০ রতি পরিমাণ সেবন করিবেন, ইহাতে গৃহিণী রোগ নিবৃত্তি হয়।

পঞ্চামৃত পর্পটি। শুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা শুদ্ধ পারা ৪ তোলা লৌহ ২ তোলা অভ্র ১ তোলা তাম্র ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য খলে ৪ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পর্পটির ন্যায় করিলে ঔষধসিদ্ধি হয়, এই ঔষধস্থ পারা গন্ধক শোধনের বিধি, পারাশুদ্ধি অগ্রে ঘৃতকুমারির রসে শোধন তৎপরে ত্রিফলার রসে শেষে চিতামুলের রস, গন্ধক শুদ্ধি, আমলাসা গন্ধক চূর্ণ করিয়া ভীমরাজের রসে এক ভাবনা দিয়া পরে ঐ গন্ধক গলাইয়া ভীমরাজের রসে নিঃক্ষেপ করিবেন ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান মধু, এই ঔষধ নানা রোগের সহিত গৃহিণী রোগকে নস্ট করে বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের উপকারী হয়, এবং যদি অতিশয় শোথ থাকে তবে রোগীকে লবণ জল দিবেন না, নির্জ্জল দুগ্ধ দিবেন আর রোগ বিঃশেষ প্রায় হইলে লবণ জল ক্রমে, সহাইবেন আর যদি শোথ গৃহিণী বিষম জ্বরাদি প্রভৃতি অত্যন্ত অসাধ্যরোগ রোগী তাদৃশ হয় তবে উক্ত পর্পটি উক্ত অনুপানে প্রথম দিবস ১ রতি দ্বিতীয় দিবস ২ রতি এই রূপ দিন প্রতি এক এক রতিবৃদ্ধি সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করাইবেন, কিম্বা পুনর্ব্বার প্রথমক্রমে আরো এক সপ্তাহ সেবন করাইবেন, পথ্য কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ এবং অন্ন, ইহাতে রোগী যদি রোগ হইতে মুক্ত না হয় তবে জানিবেন যে রোগীর আয়ুঃ শেষ হইয়াছে, আর মহাস্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিবেন না মহাস্বস্ত্যয়ন কলিযুগে তোড়াল তন্ত্রমতে করিবেন ঝটিতি ফলদায়ক হয় যদি সে মতে না করিতে পারে তবে মহাস্বস্ত্যয়ন তুলসী প্রদান এবং দুর্গানাম তাহা ভক্তিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা করাইলেই সকল কার্য্য সিদ্ধি হয় জানিবেন, এবং বৈদ্য পূর্ব্বদিন হবিষ্যাশী হইয়া শুদ্ধাচারেতে ঔষধ আরম্ভ করিবেন আর রোগীও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করাইয়া

শুদ্ধাচারে ঔষধ সেবন করিবেন আর এই ঔষধ গৃহিণী অ-
ধিকারে লিখিত আছে বলিয়া যে কেবল গ্রাহিণী রোগ হ-
ইতে রোগীকে মুক্ত করে এমত নহে কুষ্ঠাদি মহারোগ হ-
ইতে রোগিকে মুক্ত করে পর্পটী করিবার প্রকরণ তোডল-
তন্ত্রে এবং রসসিন্ধু চিন্তামণি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তদনুসারে
পাক করিবেন এবং গৃহিণ্যাধিকারে লিখিতব্য আছে
তাহা দৃষ্টি করিয়া পাক করিবেন কিন্তু এই স্থানে গ্রন্থকার
লিখেন নাই একারণ এই স্থানে লিখিতে পারিলাম না।

বিজয় পর্পটি। পারা হীরাজারার অভাবে বৈক্রান্ত মণি
সোণা মুক্তা তাম্র রূপা অভ্র এষাংপ্রতি ১ তোলা গন্ধক ৭
তোলা এই সকল দ্রব্য ভিন্ন২ খলে মর্দ্দন করিয়া রস গন্ধক
কজ্জলী পরে সকল দ্রব্য একত্র করিবেক তৎপরে দ্বাদশ
প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া পর্পটি পাক করিবেন ইহাতেরোগ
মাত্রেই বিনাশ হয়, আর পূর্ব্বোক্ত পঞ্চামৃত পর্পটি ১ রতি
সেবন প্রথম দিবসে পরে ক্রমে২ সপ্তদিবসে এক এক রতি
করিয়া বৃদ্ধি করিবেন যে লিখিতে হইয়াছে তাহার ন্যায়
বিজয় পর্পটি সেবন ১ ধান্য পরিমাণে আরম্ভ করিয়া
ক্রমে২ বৃদ্ধি করিবেন।

পঞ্চামৃত লৌহ। লৌহ তাম্র অভ্র রস গন্ধক, এষাং
প্রতি ১ তোলা হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল ম-
রীচ মুথা বিড়ঙ্গ চিতামূল পিপুলমূল চিরাতা দেবদারু
হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড় যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা শঠিধন্যা
চৈ, এষাংপ্রতি ১ তোলা শুদ্ধ মণ্ডুর সকলের অর্দ্ধেক স-
কল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিবেন,সগন্ধকে কজ্জলী পরে নির্জ্জল
মধু পাক করিয়া চুল্লী হইতে উত্তারণ করিবেন, পরে এই
সকল দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ঐ মধুতে দিয়া কর্দ্দমের ন্যায় হইলে
১০ রতি অনুমান, ভক্ষণ অনুপান মধু, পথ্য মৎস্যের যূষ
পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন তক্র, শুভদিনে সূর্য্যদেবতার পূজা

এবং বৃহস্পতির পূজা শক্ত্যানুসারে করিয়া ঔষধ সেবন আরম্ভ করিবেন।

কণ্টকারীবলেহ। কানছিড়া ১৬ সের তালমূল ১৬ পল পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ঐ শেষজলে ৮ পল চিনি দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবেন অবলেহের ন্যায় পাক হইলে তাহাতে বরাক্রান্তা ধাতকীপুষ্প আকনাদিমূল বেল শুঠা মুথা পিপুল ইন্দ্র যব আতইচ যবক্ষার সচল লবণ রসাঞ্জন মোচরস এবং প্রত্যেকে ২ তোলা সূক্ষ্মচূর্ণ দিয়া সন্দেশের বীচ মাড়িবার মত তাড়ু দ্বারা নাড়িবেন পরে কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে মধু ৪ পল ইহাতে দিয়া কর্দ্দমের ন্যায় করিবেন ১০ রতি পরিমাণ রোগীকে সেবন করাইবেন অনুপান বাসি জল পথ্য পূর্ব্ববৎ।

মদনমোদক। হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ কাকড়াশৃঙ্গী কুড় সৈন্ধব ধন্যা শঠি তালিশপত্র কটকল নাগেশ্বর মেথি জীরা কৃষ্ণজীরা যষ্টিমধু যমানী বনযমানী এষাংপ্রতি ২ তোলা শুদ্ধ সবীজ সিদ্ধিপত্র ঈষৎ ভর্জ্জন করিয়া ৪০ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মবাস্ত্রে ছাঁকিবে পরে এই সকল দ্রব্য পাক হয় এমত অনুমান ঘৃত চিনি মধু এই তিন দ্রব্য সমভাগে খুলিতে পাক চড়াইবে পরে কিঞ্চিৎ পাক হইলে চুলা হইতে নামাইবে কিঞ্চিদুষ্ণ থাকিতে ঐ সূক্ষ্মচূর্ণ সকল একত্র উহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় নাড়িবেন কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে দারুচিনি তেজপত্র বড় এলাইচবীজ কর্পূর এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা ইহাতে দিয়া ১ তোলা অথবা ৪০ রতি পরিমান মোদক করিবেন পূর্ব্বে অনুমানে সেবন করিবেন ইহাতে সংগ্রহগ্রহিণী আদি সকলগ্রহিণী নাশহয়।

সিদ্ধি শোধন দুগ্ধের সহিত পাক করিলেই শুদ্ধ হয়।

বৃহৎ শতাবরীমোদক। শতাবরী ভূমিকুষ্মাণ্ড বাটাল্যা গোক্ষুর চাকুল্যা গোক্ষুরবীজ কুল্যাখাড়ারবীজ আলকুশীর

বীজ এষাংপ্রতি ৮ তোলা সূক্ষ্মচূর্ণ সিদ্ধিপত্র সূক্ষ্মচূর্ণ ৮পল এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া ইহাতে শতাবরীর রস ভূমি-কুষ্মাণ্ড রস এবং দুগ্ধ দিয়া ম্রক্ষণ করিবেন পরে ১।। সের চিনি খোলায় পাক করিবেন ঐ পাকের সহিত ঐ ম্রক্ষিত দ্রব্য দিবেন কিঞ্চিৎ বিলম্বে মোদকের উপযুক্ত পাক হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতিল চূর্ণ উহাতে দিয়া চুলা হইতে নামাইবেন পরে শুণ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি তেজপাতা এলাইচ সৈন্ধব ধন্যা জরিত্রী জায়ফল বালা জীরা কৃষ্ণজীরা বন্দর কুট মুথা মছুরি পুরামাংসী তালিশপাতা নাগদানাপাতা গাঠ্যালা হরীতকী শুলফা চৈঞ দেবদারু প্রিয়ঙ্গু লবঙ্গ শৈলজ কুড় যজ্ঞডুম্বুর ফল অগুরু এষাংপ্রতি ২ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ ঐ পাকে দিয়া তাড়ূদ্বারা নাড়িতে২ মোদকের যোগ্য হইলে তাহাতে ত্রিকটু চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ কর্পূর দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মোদক করিবেন ইহাতে অসাধ্য গ্রহিণী ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মহাকামেশ্বর মোদক। অভ্র কুড কটফল অশ্বগন্ধা গুলঞ্চ মেথি মোচরস ভূমিকুষ্মাণ্ড তালমূলী গোক্ষুরীবীজ শতমূলী কেশুরিয়া যমানী তালাঙ্কুরী ধন্যা গোরক্ষ চাকুল্যা তিল মছুরি জায়ফল সৈন্ধব বামনহাটী কাকড়াশৃঙ্গী শুণ্ঠী পিপুলমরীচ জীরা কৃষ্ণজীরা চিতামূল গুড়ত্বক তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর পুননবায়ুন গজপিপুল দ্রাক্ষা শঠি বাসকমূল সিমুলমূল হরীতকী বয়ড়া আমলকী আলকুশী-বীজ এষাংপ্রতি ১ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণেতে যত হইবে সিদ্ধিপত্র চূর্ণ তত লইবে সকলের সমান চিনি তাহাতে যত হইবে তাহার দ্বিগুণ চিনি পাক করিয়া চুলী হইতে উত্তারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চিনি এবং উক্ত চূর্ণ দ্রব্য সকল তাহাতে দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাড় দ্বারায় মিশ্রিত করিবেন পরে ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা পরিমাণে মোদক করিয়া রোগীকে সেবন করাইবেন আর ভোজনের পূর্ব্বে

ঔষধ সেবনের বিধি আছে এ ঔষধ যদি সহ্য না হয় তবে ভোজনের পরেতে সেবনের বিধি আছে আর অন্য২ গ্রন্থে কহেন বৃহৎ কামেশ্বর মোদক কটফলাদি সকল দ্রব্যেতে যত হইবে তাহার ষোড়শাংশের একাংশ অভ্র দিবেন এবং অভ্রের অর্দ্ধেক কজ্জলী আর যথালাভমতে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক কর্ত্তব্য আর স্ত্রীলোকের এবং বালকের এই ঔষধ করণের আবশ্যক নাই কেবল পুরুষের দুর্নমাদি গ্রাহণী রোগে আবশ্যক আছে জ্ঞাত হইবেন।

লবঙ্গাদি চূর্ণ। লবঙ্গ আতইচ মুথা বেলশুঠা আকন্যাদি মূল মোচরস জীরা ধাতকীপুষ্প লোধ ইন্দ্রযব বালা ধন্যা শ্বেতধুনা কাকড়াশৃঙ্গী পিপুল বরাক্রান্তা যবক্ষার সৈন্ধব রসাঞ্জন এই সকল সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ একত্র করিয়া সেবন ২০ রতি অথবা ১০ রতি অনুপান তণ্ডুলোদক এই ঔষধ বালক বৃদ্ধ আর স্ত্রী লোকের অতিশয় উপকারী জানিবেন এবং এই ঔষধে আতইচ শোধন করিবেন, তাহার প্রকরণ গোময়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে পরে চূর্ণ করিবে

জাতিফলাদ্যা। শুদ্ধরস ৪ মাষা শুদ্ধ গন্ধক ৪ মাষা জায়ফল মোচরস মুথা সোহাগার থই আতইচ জীরামরীচ এষাংপ্রতি ৪ মাষা শৃঙ্গীবিষ ১ মাষা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে ভাবনা আম্রপত্র রস ৪ মাষা বংশপত্র রস ৪ মাষা কেশুরিয়ার রস দাড়িম্বপাতার রস আকনাদি পাতার রস ভীমরাজপাতার রস এই সকল প্রকার রস ঐ একাত্রিক চূর্ণ সকলেতে দিয়া ৪ প্রহর রৌদ্রে রাখিবেন এবং ৪ প্রহর শিশিরে রাখিবেন তাহার পর খলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান আতপতণ্ডুলোদক ও মধু ইহাতে দুঃসাধ্য গ্রহণী রোগ নিবৃত্তি হয় এবং ওলাউঠা রোগ নাশ হয়।

নায়িকাচূর্ণ। চিতামূল হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ভেলা যমানী হিঙ্গ

বিটলবণ সৈন্ধবলবণ সম্বরলবণ সচললবণ পাঙ্গালবণ ঝুল বচ কুড় মুথা গন্ধক অভ্র যবক্ষার শাচিক্ষার সোহাগার খই বনযমানী পারা গজপিপুল এই সকল দ্রব্য সমান চূর্ণ সমুদায়ে যত চূর্ণ হইবে তাহার সমান সিদ্ধিপত্রচূর্ণ সকল চূর্ণ খলে মিশ্রিত করিয়া কাঁচের পাত্রে রাখিবেন সেবন ১০ রতি অনুপান তণ্ডুলোদক এবং মধু আর যমানী ও বনযমানীর পরিবর্ত্তে জীরা এবং কৃষ্ণজীরা এই ঔষধ অতি বীর্য্যবান অতএব রোগীর বলাবল বিবেচনায় মাত্রান্যূনাধিক্য করিয়া দিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং সংগ্রহ গ্রহিন্যাধিকার সমাপ্তঃ।

দর্পণং।

নাগরাদি চূর্ণ। শুণ্ঠী আতইচ মুথা ধাতকীপুষ্প রসাঞ্জন কুড়চিমূল ও ছাল ইন্দ্রযব বেলশুঠা আকনাদিমূল কটকী এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তণ্ডুলোদক ১ ছটাক মধু ৪ মাষা ইহাতে গ্রহিণী রক্তদোষ পিত্ত দুষ্ট অর্শশোথ গুহ্যশূল নাশ হয়।

বৃহদ্ধাতুক্যাদি চূর্ণ। ধাতকীপুষ্প আতইচ মুথা বরাক্রান্তামূল বেলশুঠা ইন্দ্রযব পাঠমূল জায়ফল লোধছাল বালা ধন্যা জীরা বহেড়া মোচরস কৃষ্ণজীরা শ্বেতধুনা এষাংপ্রতি সকলচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগদুগ্ধ উষ্ণ লইবে আর মধু ২ মাষা।

স্বল্পধাতুক্যাদি চূর্ণ। ধাতকীপুষ্প বালা বেলশুঠা ইন্দ্রযব লোধ ধন্যা সমভাগে চূর্ণ অনুপান পূর্ব্বোক্ত লবঙ্গাদি চূর্ণ লবঙ্গ জীরা গন্ধক সৈন্ধব এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র বনযমানী মুথা ত্রিকটু ত্রিফলা শুলফা আকনাদি মূল চিরাতা গোক্ষুরি জয়িত্রী জায়ফল দারুহরিদ্রা বিড়ঙ্গ রক্তচন্দন মূর্গামূল যবক্ষার শঠী মেথি সোহাগা কৃষ্ণজীরা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণোদক ইহাতে আমবাত

ন্নাত ভয়ানক গ্রহিণী শূল বিশূচিকা কামলা পাণ্ডু কঠোর প্লীহা মন্দাগ্নি এই সকল নষ্ট করে।

গ্রহিণী গজেন্দ্রবটিকা। শোধিত পারা শোধিত অভ্র গন্ধক লৌহভস্ম অভ্রভস্ম বঙ্গভস্ম জাৎফল জয়িত্রী লবঙ্গ চিতামূল জীরা মুথা সৈন্ধব বেলশুঁটা মেথি মোচরস ধাতকীপুষ্প শুলফা শুণ্ঠী গুড়ত্বক রক্তচন্দন আফিঙ্গ আতইচ ধন্যা ইন্দ্রযব বরাক্রান্তা দাড়িম্বপুষ্প পাঠামূল সোহাগা কটুকী শ্বেতধুনা এলাইচ পানমৌরি জটামাংসী লোধছাল বালা রসাঞ্জন। এষাংপ্রতি সমচুর্ণ কুড়চিছালের রসে ভাবনা পঞ্চগুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান ছাগদুগ্ধ ইহাতে নানাপ্রকার গ্রহিণী রক্তাতিসার ও নানা প্রকার অতিসার শূল দাহ নাশ হয়।

জীরকাদি চুর্ণ। জীরা সোহাগা মুথা পাঠামূল বেলশুঠা ধন্যা বালা শুলফা দাড়িম্বছাল কটকী বরাক্রান্তামূল ধাতকী পুষ্প ত্রিকটু ত্রিজাতক মোচরস ইন্দ্রযব শুণ্ঠী গন্ধক অভ্রভস্ম শোধিত পারা এষাংপ্রতি সমভাগে যত জায়ফল তত সকল সূক্ষ্মচুর্ণ একত্র করিয়া ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তণ্ডুলোদক। এই ঔষধ সেবন মাত্রে দুঃসাধ্য গ্রহিণী নানা প্রকার অতিসার ও রক্তাতিসার কামলা পাণ্ডু অগ্নিমান্দ্য নাশ হয়।

বৃহজ্জাতিফলাদি চুর্ণ। জাতিফল লবঙ্গ জীরা সোহাগা ধন্যা শুণ্ঠী শ্বেতধুনা কেন্দু শঠি লোধছাল ইন্দ্রযব মুথা বালা অভ্রভস্ম ধাতকীপুষ্প বরাক্রান্তামূল শতমূলি শুলফা মোচরস খদির সৈন্ধব কুড় আতইচ রাখালসসামূল তালমূলী কুড়চিমূল ছাল এষাংপ্রতি সমভাগ চুর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান মধু ইহাতে সকল রোগ নষ্ট হয় অতি ভয়ানক গ্রহিণী নানাবর্ণাতিসার শোথ জ্বর পৃথক সান্নিপাত দ্বন্দ্বজসান্নিপাত রক্তশূল নাশ হয়।

স্বল্পগঙ্গাধর চুর্ণ। লবঙ্গ আতইচ মুথা বেলশুঠা পাঠা

মূল তালমূলী জীরা ধাতকীপুষ্প লোধছাল ইন্দ্রযব বালা ধন্যা শ্বেতধুনা কাঁকড়াশৃঙ্গি পিপুল শুণ্ঠী বরাক্রান্তামূল মোচরস আকিঙ্গ সৈন্ধব রসাঞ্জন এষাংপ্রতি সমভাগ চুর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ধাতুবিশেষ এই ঔষধ গ্রহিণী অতিসার মন্দাগ্নি অরুচি শোথ নষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয় চুর্ণ। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত হিঙ্গুল সোহাগা ত্রিকটু জায়ফল লবঙ্গ তেজপত্র এলাইচ বীজ মুথা চিতামূল গজপিপুল শুণ্ঠী বালা অভ্রভস্ম ধাতকীপুষ্প আতইচ সজিনাআটা তালমুলি আকিঙ্গ পলাশ বীজ এষাংপ্রতি সমচুর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান চিনিরজল অতিসার ছাগদুগ্ধ ইহাতে সংগ্রহ গ্রহিণী নাশ করে এবং ধাতু ও বলবৃদ্ধি করে আর অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

ধারাভ্রর চুর্ণ। শোধিত হিঙ্গুল দেবদারু শুণ্ঠী বালা জায় ফল আতইচ লবঙ্গ পাঠামূল ধাতকীপুষ্প বেলশুঠা কেন্দু শাঠি খদিরপত্র মুথা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ইন্দ্রযব পিপুল এষাংপ্রতি সম চুর্ণ সিদ্ধিপত্র রসে ভাবনা সপ্তবার দিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে গ্রহিণী রোগ নিবারণ হয়।

বাল্যশক্রাসন মোদক।

চিতামূল ত্রিফলা ত্রিকটু এলাইচ নাগেশ্বর জীরা বঙ্গভস্ম রেণূক মুথা যমানী বিলযমানী সৈন্ধব মেথি কুত ধন্যা শুল্ফা সোহাগা এষাংপ্রতি সম চুর্ণ শোধিত সিদ্ধিপত্র চুর্ণ সকলের অর্দ্ধেক সর্ব্বদ্বিগুণ চিনি মোদক ৮ মাষা পারিমাণ ভক্ষণ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অনুপান জল ইহাতে সংগ্রহ গ্রহিণী জ্বরাতিসার এবং সর্ব্বাতিসার অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে।

জীরকাদি মোদক। জীরা ত্রিফলা মুথা শুলঞ্চের পাল অভ্রভস্ম নাগেশ্বর তেজপত্র গুড়ত্বক এলাইচ লবঙ্গ কেতপাপড়া বেণামূল ধন্যা বালা পিপুল শুণ্ঠী চিতামূল।

এষাং প্রতি সমভাগ সকলের সমান জীরা এই সকল চূর্ণ করিবে সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি মোদক ৮ মাষা ঘৃত মধু দ্বারা বান্ধিবে অনুপান জল ইহাতে সংগ্রহ গ্রহিণী ও জীর্ণ জ্বর নষ্ট করে আর বল এবং বর্ণ বৃদ্ধি করে।

বৃহৎ লবঙ্গাদি মোদক। লবঙ্গ পিপুল শুণ্ঠী জীরা মরীচ গজপিপুল রক্তচন্দন বালা জটামাংসী সরলকাষ্ঠ শৈলজ নাগেশ্বর আতইচ কুড় শ্বেতচন্দন বিরুজা শুলফা ত্রিফলা ভুরুজাফল তালিশপত্র কুশমূল ত্রিজাতক ভূমিকুষ্মাণ্ড তালমূল পাঠামূল বরাক্রান্তামূল লৌহভস্ম অভ্রভস্ম জয়িত্রী জায়ফল মুথা অগোর কৃষ্ণজীরা শ্বেতধুনা সৈন্ধব রাস্না ধন্যা পদ্মকাষ্ঠ গাঠ্যালা মূল পিপুলমূল হরিদ্রা বংশলোচন ধাতকীপুষ্প মোচরস শ্যামলতা মহুলফল ইন্দ্রযব কর্কট। এষাং প্রতি সমভাগে যত তাহার চতুর্থ শের একাংশ জীরা সর্ব্বদ্বিগুণ শকরা মোদক ৮ মাষা পরিমাণ অনুপান ধাতু বিশেষ ইহাতে নানাবর্ণ অতিসার সংগ্রহ গ্রহণী রক্তপিত্ত শ্বেতপিত্ত বমি দাহ অরুচি অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ বিষমজ্বর প্রমেহ কামলা পাণ্ডু অম্লপিত্ত শূল ত্রিদোষজর গ্রহিণী রক্তাতিসার শূল এই সকল নষ্ট করে।

পঞ্চামৃত পর্পটি। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক অভ্রভস্ম লৌহভস্ম আফিঙ্গ এষাং প্রতি সমভাগে পর্পটি করিবেন অনুপান ধাতুবিশেষ ইহাতে সংগ্রহ গ্রহিণী নাশ হয়।

অকাল মৃত্যুহরণ বটিকা। হিঙ্গুল শৃঙ্গীবিষ স্বর্ণভস্ম লৌহ ভস্ম হরিতালভস্ম বঙ্গভস্ম সোহাগা দারুমোচ আফিঙ্গজীরা এই সকল দ্রব্য শোধিত করিয়া সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবেন ভাবনা যথা—বেগুণপত্র রস ভীমরাজরস কেশুরিয়ার রস ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন অথবা কেবল ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিবেন যবার্দ্ধ পরিমাণ বটি অনুপান ছাগদুগ্ধে পথ্য দুগ্ধান্ন ইহাতে অগ্নিমান্দ্য শোথ গুল্ম শূল সংগ্রহ গ্রহিণী জ্বরাতি-

সার কামলা পাণ্ডু এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং শুক্র ও বল বৃদ্ধি করে।

ইতি দর্পণে সংগ্রহ গ্রহণ্যাধিকার সমাপ্তঃ।

সূতিকা গ্রহিণী চিকিৎসা।

চিতামূলি চূর্ণ। ধন্যা বালা সোমরাজ জ্যৈষ্ঠমধু সৈন্ধব পদ্মকাষ্ঠ দেবদারু শঠি নাগেশ্বর ত্রিতাতক কাকড়াশৃঙ্গী জটামংসী ত্রিমদ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা লতাকস্তূরী দারুচিনি অগৌর রেণুক বিরুজা লালুকা রক্তচন্দন পানমৌরী জীরা কৃষ্ণজীরা কাবুলি কর্পূর শুল্ফা ত্রিফ ॥ গোস্তবীজ জীবন্তী জায়ফল সোহাগা বেলশুঁঠা দাড়িম্বছাল আফিঙ্গ চিমুড়মূল মুক্তি সালুক লবঙ্গ পাঠামূল মোচরস আলকুশি বিজয়াবীজ শ্বেতধুনা খদির মুথা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে সূতিকাগ্রহিণী শূল নানাবর্ণ অতিসার সংগ্রহগ্রহিণী শোথ অগ্নিমান্দ্য অরুচি এই সকল নষ্ট করে। গ্রহিণীকপাট বটিকা।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত হরিতাল শোধিত হিঙ্গুল শোধিত শৃঙ্গীয অভ্রভস্ম লৌহভস্ম বঙ্গভস্ম কড়িভস্ম শোধিত সোহাগা জয়িত্রী জায়ফল লবঙ্গ জীরা খদির মোচরস ত্রিকটু ত্রিফল। এষাংপ্রতি যত আফিঙ্গ তত সকল চূর্ণ করিবে পরে ভাবনা কাকড়াশৃঙ্গী রস আকনাদি মূলরস ধুস্তূরামূল রস গন্ধভাদালী রস এবাং প্রত্যেকে একবার ভাবনা দিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান এলাইচের খোলা ধন্যা শুণ্ঠী আমকেশি লবঙ্গ জায়ফল ইহাতে নানা প্রকার সূতিকাগ্রহিণী ও দ্বন্দ্বজগ্রহিণী সান্নিপাতগ্রহিণী নষ্ট হয় আর যমের বাঞ্ছিত নাশজ্বরে ও বাহ্য সন্তাপ নাশ করে এবং স্ত্রীলোকের সন্তানের চিরজীবিতা হয়েন।

নৃপবল্লভরস। হিঙ্গুলস্থ পারা গগণগন্ধক অভ্রভস্ম তালিশপত্র লৌহভস্ম সৈন্ধব মুথা ধন্যা ধাতকীপুষ্প বেলশুঁঠা

আতইচ শুণ্ঠী ত্রিফলা রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন তেজপত্র জায় ফল লবঙ্গ এলাইচ গুড়ত্বক বালা মেথি ভাঙ্গবীজ চিতামূল কড়িভস্ম সোহাগাভস্ম মোচরস পিপুলফুল হরীতকী চিড়ঙ্গমূল মরীচ পাঠামূল কেন্দু শঠি ইন্দ্রযব এবাংপ্রতি সম ভাগ সকলের সমান আফিঙ্গ সকল শোধিত চূর্ণ করিবে পোস্তরসে মর্দ্দন করিয়া ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবে অনু পান ধাতু বিশেষ এই ঔষধ সেবন মাত্রে দুস্তর সূতিকা নানাবর্ণ অতিসার সংগ্রহ গ্রহিণী অম্লপিত্ত গ্রহিণী শূল রক্ত বেগ সাধ্যাসাধ্য জ্বর শোথ পাণ্ডু কামলা প্লীহা নাশ হয় আর এই ঔষধ ক্ষীণেতে পুষ্টিকর হয় ও স্ত্রীলোকের স্তনে দুগ্ধকর হয়।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বেলশুঠা লবঙ্গ জীরা রেণুক সৈন্ধব চতুর্জাতী যমানী শঠি ত্রিফলা শুল্‌ফা মৌরী মুথা ত্রিকটু হিঙ্গুল ফুলহরীতকী কজ্জলী আফিঙ্গ জায়ত্রী জায়ফল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বেণা-মূল জটামাংসী শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন জ্যেষ্ঠমধু ভূম্বুরফল অভ্রভস্ম মুথা লৌহভস্ম চিতামূল তালিশপত্র খদির পোস্ত বীজ তালমূলী পাঠামূল মোচরস কেন্দু শঠি ইন্দ্রযব শ্বেত ধুনা এবাংপ্রতি যত সিদ্ধিপত্র শুণ্ঠী তত সকলচূর্ণ করিবে ভক্ষণ ২মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে নানাপ্রকার সূতিকা নানাপ্রকার অজীর্ণ নানাপ্রকার অতিসার অম্লপিত্ত অগ্নি-মান্দ্য সংগ্রহ গ্রহিণী অর্শ শোথ পাণ্ডু নাশ হয়।

নায়িকা চূর্ণ। চিতামূল ত্রিফলা ত্রিকটু বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দারু হরিদ্রা ভেলা যমানী হিঙ্গু বিটলবন সৈন্ধবলবণ সচললবণ গৃহধুম বচ কুড় মুথা অভ্রভস্ম গন্ধক যবক্ষার সাচিক্ষার বন যবানী পারদ গজপিপুল মূল এবাংপ্রতি সমভাগে যত শোধিত বিজয়াপত্র তত সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে মন্দাগ্নি কাস প্লীহা পাণ্ডু প্রমেহ শোথ বিষ্টম্ভ সংগ্রহ গ্রহিণী নানাতিসার সর্ব্ব প্রকার শূল

আমবাত গদ ছর্দ্দি সূতিকাকুল নষ্ট হয় ইহাতে পথ্য কাঞ্জি দধি অম্ল দুগ্ধ।

সূতিকাঙ্কুশরসায়ন। স্বর্ণভস্ম বঙ্গভস্ম পারা গন্ধক জীরা হরিতাল হিঙ্গুল শৃঙ্গিবিষ লৌহভস্ম ধুতুরাবীজ শঙ্খ বিষ সোহাগা এষাংপ্রতি সমভাগ শোধন করিবে সকলের অ-র্দ্ধেক আফিঙ্গ সকল চূর্ণ করিয়া ধুতুরামূলরসে পেষণ ক-রিবে পরে শুষ্ক করিয়া সরিষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে ভক্ষণ ২ রত্তি অনুপান দুগ্ধ পথ্য দুগ্ধান্ন উহাতে ভয়ানক সূতিকা গর্ব্ভসূতিকা প্রসূতা সংগ্রহ গৃহিণী জ্বরাতিসার অতিসার শোথ অগ্নিমান্দ্য অম্লশূল কাস শ্বাস নষ্ট হয়।

ইতি দর্পণে সূতিকাতিসার সমাপ্তঃ।

গর্ব্ভ সূতিকা।

বৃহল্লবঙ্গাদি চূর্ণ। ধন্যা আতইচ ত্রিকটূ সৈন্ধব হবুষ কুড় কক্ষস জীরা জয়িত্রী জায়ফল ত্রিফলা সচললবণ বিট-লবণ ধাতকীপুষ্প রসাঞ্জন ত্রিজাতক তালিশপত্র নাগেশ্বর বেলশুঁঠা পিপুলমূল বনযমানী মোচরস সোহাগা যবক্ষার মুথা বালা কুড়চিবীজ কুড়চিছাল কটকী নাটাফল জটা-মাংসী লেম্বূবীজ দাড়িম্ববীজ চিতামূল বিড়ঙ্গ কেন্দু শঠি পাঠামূল অভ্রভস্ম লৌহভস্ম স্বর্ণভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগে যত, লবঙ্গ তত সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে গর্ব্বিণীর সূতিকা নানাবর্ণ অতিসার অম্লপাহি অগ্নিমান্দ্য অরুচি অম্লশূল কুক্ষিশূল স্ত্রীলোকের এই সকল নষ্ট করে।

মেথিমোদক।

ত্রিকটূ ত্রিফলা মুথা জীরা কৃষ্ণজীরা ধন্যা কর্ফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী যমানী সৈন্ধব বচ তালিশপত্র নাগেশ্বর তেজ পত্র গুড়ত্বক জায়ফল এলাইচ এষাংপ্রতি সমভাগে যত শোধিত মেথি তত সকল সমভাগে চূর্ণ করিবে পুরাতন গুড়দ্বারা ৮ মাষা পরিমাণ মোদক বান্ধিবে ঔষধ সেবন

কেবল প্রাতঃকালে অনুপান দুগ্ধ দ্বারা করিলে আমবাত নষ্ট করে আর ঘৃত মধু অনুপানে ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিদীপ্তি করে গর্ভিণীর সুতিকানষ্ট হয় এবং বল ও বর্ণ বৃদ্ধি করে আর গর্ভে সন্তান রক্ষা হয়।

মদনমোদক। ত্রিকটু ত্রিফলা কাঁকড়াশৃঙ্গি কুড় সৈন্ধব ধন্যা শঠি তালিশপত্র কট্ফল নাগেশ্বর বনযমানী যমানী যষ্টিমধু মেথি জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক ত্রিমদ এষাংপ্রতি সমভাগে যত শোধিত বিজয়াপত্র তত সকল চূর্ণ করিবে সকলের দ্বিগুণ চিনি মোদক ৮ মাষা পরিমাণে বান্ধিবেন ইহার পূর্ব্বে কর্পূর এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাতা এষাংপ্রতি ১ তোলা চূর্ণ দিবেন স্নিগ্ধভাণ্ডে মোদক রাখিবেন ঔষধ সেবন এক সন্ধ্যা অথবা দুই সন্ধ্যা অনুপান জল। ইহাতে গর্ভিণীর সূতিকা নাশ হয় এবং সর্ব্ব রোগ নাশক ইহাতে জানিবেন আর অগ্নিমান্দ্য কাস সকল প্রকার শূল এই সকল রোগের নিঃশেষ হয় এবং এই ঔষধ সেবন করিলে বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয়।

স্বল্পমেথিমোদক। ত্রিকটূ ত্রিফলা কাঁকড়াশৃঙ্গি ধন্যা জয়িত্রী সৈন্ধব তালিশপত্র নাগেশ্বর কুড় কটফল এলাইচ গুড়ত্বক তেজপাতা এষাংপ্রতি যত শোধিত মেথি তত সকল চূর্ণ করিবে সকলের সমান চিনি ঘৃত মধু দিয়া মোদক পাকাইবে ৮ মাষা পরিমাণ সেবন একসন্ধ্যা অথবা দুই সন্ধ্যা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহাতে অতিসার সুতিকা গ্রহিণী মন্দাগ্নি জ্বর শূল ত্রিদোষ অম্লপিত্ত এই সকল নাশহয় এবং এই ঔষধ ক্ষীণেতে পুষ্টি কর হয়।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়া যদি দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে গর্ভে বেদনা এবং সুতিকা হয় তাহার নিবারক ঔষধ প্রথম মাসাবধি ক্রমে লিখিতেছি।

১ পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন চাক্তি জ্যেষ্ঠমধু সুন্ধি শালূক এষাংপ্রতি ২ মাষা দুগ্ধে পেষণ করিয়া চিনি মধু প্রক্ষেপ

দিয়া সেবন করাইবে এই মুষ্টিযোগে প্রথম মাসের গর্ব্ভ বেদনা শূল অম্ল কামলা সূতিকা অগিমান্দ্য নাশ করে।

২ থুলকুঁজিরমূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া খাইবে ইহাতে দ্বিতীয় মাসের গর্ব্ভ বেদনা এবং প্রথম মাসোক্ত ঔষধ নিবারিত ব্যাধি সকলের নাশ হয়।

৩ অম্লমূলের ছাল কথবেলের ছাল এই দুয়ের রস চিনি মধু দুগ্ধের সহিত উষ্ণ করিয়া খাইবে ইহাতে তিন মাসের গর্ব্ভবেদনা নাশ হয় আর পূর্ব্বোক্ত রোগ নিবৃত্তি হয়।

৪ ইক্ষুরস নারিকেলোদক একত্র করিয়া উষ্ণ করিয়া পরে পান করিবে ইহাতে ভর্ব্তরোগ নাশ হয়।

৫ পদ্মমূল সবীজকদলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে সেবন করিবে ইহাতে পূর্ব্বোক্ত রোগ বিনাশ হয়।

৬ তালমূল পদ্মমূল চন্দন দুগ্ধে পেষণ করিয়া খাইবে এই মুষ্টিযোগে ষষ্ঠ মাসীয় গর্ব্ভরোগ নিঃশেষ হয়।

৭ এরণ্ডমূল রস ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল রস এই দুই প্রকার রস একত্রে পান করিলে সপ্তম মাসীয় গর্ব্ভরোগ নিবৃত্তি হয় এবং মঙ্গল হয়।

৮ কেরুক রস মধু চিনির সহিত পান করিলে গর্ব্ভরোগ নিবৃত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়।

৯ অনন্তমূল ঋদ্ধি। দারুক রসে পেষণ করিয়া সেবন করিলে নবম মাসীয় গর্ব্ভরোগ নষ্ট হয়।

১০ দাড়িম্ব ত্রিফলা ঘৃত দুগ্ধশর্করা একত্রে পেষণ করিয়া খাইলে দশম মাসীয় গর্ব্ভরোগ বিনাশ হয়।

১১ অশ্বগন্ধামূল তক্রের সহিত পান করিলে একাদশ মাসীয় গর্ব্ভরোগ বিমুক্তা হইয়া সুপ্রসবা হয়েন।

১২ ঘৃতের সহিত চম্পক মিশ্রিত করিয়া গব্য দুগ্ধের সমভাগে পান করিলে সুপ্রসবা হয়েন এবং গর্ভরোগ মাত্রেই থাকে না।

ইতি দর্পণে গৃহিণ্যাধিকার চিকিৎসা সমাপ্ত।

অর্শাধিকার।

অর্শরোগ মলদ্বারে তিন প্রকার বলি হয়, অন্তর্বলি মধ্য বলি বাহ্যবলি তাহার মধ্যে যাহার বাহ্যবলি হইয়া থাকে তাহার প্রলেপ, গেঁঠে হরিদ্রা সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই চূর্ণে মনসাসিজের আঠা দিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিবে এবং মলদ্বারে অগ্নির তাপ দিবেন এক সপ্তাহ কিম্বা দুই সপ্তাহ এই প্রকার চিকিৎসা করিলে নিঃশেষ রোগ হইতে মুক্ত হইবেন, অর্শরোগের পথ্য, নবনীত ঘৃত কৃষ্ণতিল পানীকলের আটার রুটী পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র মৎস্যের যুষ তরকারি ওল মানকচু মুলা পটোল ডুম্বুর তক্র ইত্যাদি পথ্য জানিবেন তণ্ডুল মটরাদি ভর্জ্জন এবং পচা মস্য কদাচ খাইবেন না ইহাতে অত্যন্ত রোগ বৃদ্ধি হয় জানিবেন।

ঘোষালফল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুঁটুলি করিবেন পরে বলিতে লাগে এই প্রকারে মলদ্বারে ঘর্ষণ করিবেন।

পুনর্ব্বার ঐ ঘোষাল সূক্ষ্ম চূর্ণ কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া বস্ত্র খণ্ডে মাখাইয়া বাতি করিবে সেই বাতি মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে তাহাতে তিন প্রকার বলির প্রতিকার হয়।

নফটকীর মূলের ছাল ঘোল দিয়া অথবা কাঞ্জি দিয়া পেষণ করিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলেন, এবং নফটকীর মূলের ছাল আর বিটলবণ তক্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রতিকার হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যে বনযমানী পেষণ করিয়াও প্রলেপ দিবেন।

আর নফটকীর মূলের ছাল সূক্ষ্ম চূর্ণ হরীতকী সূক্ষ্ম চূর্ণ গুড় দিয়া খাইবেন, অথবা কেবল হরীতকী চূর্ণ গুড় দিয়া খাইবেন এবং বলিতে প্রলেপ দিবেন।

প্রাণদাগুড়িকা। শুণ্ঠী ৩ পল মরীচ ৪ পল পিপুল ২

পল চব্জি ১ পল তালিশপাতা ১ পল নাগেশ্বর ৪ তোলা পিপুলমূল ২ পল তেজপাতা ১ তোলা গুজরাটি এলাইচ-বীজ ২ তোলা দারুচিনি ১ তোলা বেণামূল ২তোলা পুরতন গুড় ৩ পল, যদি পিত্তাধিক্য থাকে তবে শুণ্ঠী স্থানে হরী-তকী দিবেন, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে তাহাতে যত হ-ইবে তাহার চতুর্গুণ চিনি পাক করিয়া চুলা হইতে নামা-ইয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে২ যখন কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিবে তখন ২০ রতি পরিমাণ গুড়িকা বা-ন্ধিবে, এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে বাসি শীতল জল পান করিবে, ইহাতে অর্শ সংযুক্ত প্লীহা পাণ্ডু শ্বাস এই রোগ নিবৃত্তি হয়।

শূরণমোদক। মরীচ ২ পল শুণ্ঠী ২ পল চিতামূল ৪ পল, বনজওস ৪পল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত হইবে তা-হার সমান পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক ক-রিয়া চুলা হইতে নামাইয়া তাড়ু দ্বারায় বীজ মারিবার মত করিয়া ১ তোলা পরিমাণ মোদক করিবেন।

বাহুসালগুড়িকা। তেউড়ি চব্জি দন্তি গোক্ষুরী চিতা-মূল রাখালসার মূল মুথা শুণ্ঠী বিড়ঙ্গ হরীতকী এবাংপ্রতি ১ পল ভেলা ৮ পল বিভীতকী ৬ পল বনজওস ১৬ পল পাকার্থ জল ১২৮সের শেষ ৩২সের পরাতন গুড় ১২২ পল পাকের নিয়ম, ১২৮ সের জল পাকপাত্রে চড়াইয়া তা-হাতে তেউড়ি প্রভৃতি ত্রয়োদশ দ্রব্য দিয়া পাক করিলে যখন ৩২ সের জল থাকিবে তখন ঐ জলকে ছাঁকিয়া তা-হাতে ঐ পুরাতন গুড় দিয়া পুনর্ব্বার গুড়বৎ করিবে পাক সিদ্ধি হইলে তাহাতে তেউড়ি চূর্ণ ২পল বন্যওস চূর্ণ ২পল চিতামূল চূর্ণ ২পল এলাইচ বীজ চূর্ণ ৬ পল দারুচিনি চূর্ণ ৬ পল মরীচ চূর্ণ ৬ পল নাগেশ্বর চূর্ণ ৬ পল এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাড়ু দিয়া নাড়িতে২ সার গুড়ের মত হইলে প্রত্যেহ ১ তোলা অনুপান প্রাতঃকালে খাইবেন,

ইহাতে নানা প্রকার অর্শ এবং প্লীহা অগ্রমাস কড়া গুল্ম সামান্য শূল এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

ভেলা শোধন। গোময়ের জলে সিদ্ধ করিয়া নির্ম্মল জলে ধৌত করিবেন, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভেলা ভাঙ্গিয়া তাহার আঠা লইবেন।

কুটজাবলেহ। কুড়চিছাল ১৽৽ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮সের পুরাতন গুড় ৩০ পল ঘৃত ৮ পল প্রক্ষেপ বচ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ হরীতকী বয়ড়া আমলকী ইন্দ্রযব চিতামূল রসাঞ্জন ভেলা আতইচ বেলশুঠা এইসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রত্যেক ১ পল লইবেন, আর মধু ৮পল, পাকের প্রকার পাকপাত্রে ৪৬ সের জল দিয়া তাহাতে ১০০ পল কুড়চিছাল ছেঁচিয়া দিবেন পাক শেষ হইলে ৮ সের শেষ জল ছাঁকিয়া লইবেন ঐ ৮সের জল আর পুরাতন গুড় ৩০ পল এবং ৮ পল ঘৃত একত্রে পাক করিবেন, পরে যখন অবলেহ ন্যায় হইবে তখন বচ প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ তাহাতে দিয়া তাডুর দ্বারা নাড়িতে২ শীতল হইলে মধু ৮ পল তাহাতে দিয়া অবলেহ যোগ্য হইলে শুষ্ক না হয় এমত এক পাত্রে রাখিবেন প্রত্যহ ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন।

চন্দ্রপ্রভাব বটিকা। বিড়ঙ্গ চিতামূল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী দেবদারু চৈ চিরাতা পিপুল মূল মুথা শঠী বচ শুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক সৈন্ধব সচল যবক্ষার সাচিক্ষার হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ধন্যা গজপিপুল আতইচ, এষাংপ্রতি ২ তোলা শুদ্ধ গুগ্গুল ২ পল চিনি ৪ পল বংশলোচন তেউড়ি দন্তি দারুচিনি তেজপাতা এলাইচ বীজ, এষাংপ্রতি ১ পল এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৮ প্রহর জল দ্বারা খলে মর্দ্দন করিয়া ৪ গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান. পুরাতন গুড় ২০রতি এবং বন্যওল সুক্ষ্মচুর্ণ ২০রতি পথ্য সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মৎস্যের যুষ তক্র, এবং

কোন মতে এই ঔষধিতে কজ্জলী ১ পল দিতে হয় লিখিয়াছেন, ইহাতে অর্শরোগ নিবৃত্তি হয়।

দর্পণং।

পিত্ত দ্বারা রক্ত দুষ্ট হইয়া নাসিকা দন্ত গুহ্য নখ লিঙ্গ এই পঞ্চ স্থান হইতে নির্গত হইয়া পঞ্চ প্রকার অর্শ হয়।

ইহার মন্ত্র। শাকার কোরে শঙ্কর চরিতা যে জানন্তি ঈচহ চরিতা, তারক অঙ্গে না হয় আরিশা, হুত্তিহুতাং ইমাং বিদ্যাং চতুঃগ্রামে যোন প্রকাশন্তি রসা ব্রহ্মহত্যা পাতকা ভবন্তি, বিদ্যা ন সিদ্ধন্তি অগস্ত্যমুনি ব্রহ্মহত্যা পাতকী ভবন্তি অমুকার অঙ্গে হারিশা নাই, অকল কলিকা ২ ইহ কলিকা যে জানন্তি যে শুনন্তি তাকর অঙ্গে তাকর বংশে না হয় হারিশা লিঙ্গই রিমিবি সবি অমুকার অঙ্গে, নাসিকা হারিশা দন্ত হারিশা গুহ্য হারিশা শুক্র হারিশা লিঙ্গ হারিশা হুত্তিহুতাং বিদ্যাং চতুঃগ্রামে যোন প্রকাশন্তি সত্তা সত্য ব্রহ্মহত্যা পাতকাভবন্তি, কালি কালি কাত্যায়নী বতরুম হঃস্বহা পানিছন্দ পানিবন্দ পানি যে উপাজিল ধরল যোকন্ধ একনালে ঝরে সহস্র নালে পুরে কার আজ্ঞা শিঙ্গা যোগা গোরক্ষের আজ্ঞায় অমুকার অঙ্গে হারিশা নাই।

সমশর্করা চূর্ণ। শুণ্ঠী পিপুল ৫ তোলা মরীচ ৫ তোলা নাগেশ্বর ৪ তোলা তেজপাতা ৩ তোলা গুড়ত্বক ২ তোলা এলাইচ বীজ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত চিনি তত সকল একত্রে মর্দ্দিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে, ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণ জল, ইহাতে গুহ্য অর্শ কাস শ্বাস এই সকল নষ্ট করে।

প্রাণদাগুড়িকা। শুণ্ঠী চূর্ণ ৩ পল মরীচ ১ পল পিপুল ২ পল চব্রিঃ ১ পল তালিশপাতা ১ পল নাগেশ্বর ২ কর্ষ পিপুলমূল ২ পল পিপুলপাতা চূর্ণ ১ তোলা এলাইচ বীজ ১ কর্ষ গুড়ত্বক ১ তোলা বেণারমূল ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, পুরাতন গুড় ৩০ পল সকল একত্রে ম-

র্দ্দিত করিয়া বদরি পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান শুণ্ঠী হরীতকী ছেঁচিয়া জলে ভিজাইবে, সেই জলে এবং ভোজনান্তে ও ভোজনের পর ঐ জল পান করিবেন, পিত্ত অর্শে অনুপান চিনির জল এবং ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে চিনির জল পান করিবেন, এই ঔষধি সকল প্রকার অর্শ ও বাত পিত্ত কফ জন্য যে যে নানা প্রকার অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র বাতরোগ গলগ্রহ বিষমজ্বর মন্দাগ্নি পাণ্ডু কৃমি হৃদ্রোগ গুল্ম শূল ছর্দ্দি অতিসার কামলা কাস শ্বাস এই সকল রোগের নাশক হয়।

স্বল্প শূরণমোদক। মরীচ ২তোলা শুণ্ঠী ৪তোলা চিতামূল ৬তোলা বনযওল চূর্ণ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ অর্দ্ধসের পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৮ মাষা পরিমাণে মোদক করিবে অনুপান ওলসিদ্ধ জল এক সন্ধ্যা অথবা দ্বিসন্ধ্যা এই ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য ইহাতে নানা প্রকার অর্শ শূল গোদ গুল্ম শ্লীপদ এই সকল রোগ নষ্ট করে

বৃহৎ শূরণমোদক। বন্যওল চূর্ণ ৩২ তোলা চিতামূল ১৬ তোলা শুণ্ঠী ৮ তোলা ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ৩২তোলা গুড়ত্বক ৪ তোলা এলাইচ বীজ ৪ তোলা কর্পূর ১ তোলা এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন কারণ পুরাতন গুড় ৬ সের একত্রে মর্দ্দিত করিয়া ৮মাষা পরিমাণ মোদক করিবে অনুপান পুরাতন বিরিকলাইয়ের যুষ, ইহাতে অর্শ শ্লীপদ হিক্কা শ্বাস কাস ইত্যাদি রোগ সকল অপনয় হয়।

অর্শোবজ্রবটিকা। ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিজাতক ধুস্তূরাবীজ রাস্না লবঙ্গ জায়ফল জীরা সোহাগা শুল্‌ফা হালিম আফিঙ্গ কড়িভস্ম শঙ্খভস্ম কজ্জলী ইন্দ্রযব বিটলবণ সৈন্ধব, এসাং প্রতি সমভাগ চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবেন যথা কুড়চিমূল ছালের রস ৩দিবস দিবেন কুঁচিলামূল ছালের রস ২ দিন দিবেন পরে মর্দ্দন করিয়া ৫রতি পরিমাণে বটি বান্ধিবেন অনুপান কেশুরিয়ার রস, ইহাতে নানা প্রকার অর্শ গ্রহণী

গুল্ম শূল অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহ গ্রহিণী এই সকল রোগ নাশ হয়।

প্রলেপ। চিতারমূল হরিদ্রা, পেষণ করিয়া ৩ দিন প্রলেপ দিবেন।

মেদিমূল ছাল শুণ্ঠী পেষণ করিয়া ৪ দিন প্রলেপ দিবেন।

পাকার্থ প্রলেপ। তিল তণ্ডুল কাঁচা হরিদ্রা পচা কলা সদ্য দধি দ্বারায় পেষণ করিয়া ৪দিন প্রলেপ দিবেন, পাকিলে মুক্ত হইবে।

কুড়চি অবলেহ। কুড়চিছাল ১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের বস্ত্রে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার ঘন করিয়া পাক করিবে, পরে ভেলা শুঁঠ বিড়ঙ্গ ত্রিকটু ত্রিফলা রসাঞ্জন চিতামূল ইন্দ্রযব বচ আতইচ বেলশুঠা, এবাং প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ ইহাতে দিবে চিনি ৩।০ সের মধু ১ সের ঘৃত ১ সের একত্রে পাক করিবে ভক্ষণ ১ তোলা দুই সন্ধ্যা সেবন করিবে, অনুপান আমরক্তে ছাগদুগ্ধ অর্শে জল ইহাতে গুল্ম শূল আমরক্ত শোথ এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

মুষ্টিযোগ। সদ্যজাত নবনীত তিল তণ্ডুল, একত্র পেষণ করিয়া খাইবে।

মুষ্টিযোগ। নাগেশ্বর পুষ্প চুর্ণ সদ্য নবনীত চিনি একত্র মর্দ্দন করিয়া খাইবেন।

মুষ্টিযোগ। নাগেশ্বর চূর্ণ সদ্য নবনীত চিনি তিল তণ্ডুল পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত গুলিয়া খাইবেন।

পায়সাদি পাচন। বরাক্রান্তামূল সুঁদিমূল মোচরস মুথা লোধছাল তিল তণ্ডুল রক্তচন্দন এয়াংপ্রতি ৫মাষা এই সকল দ্রব্য ছেঁচিয়া বস্ত্রে পুঁটুলি করিয়া দোলা যন্ত্রে পাক করিবে পাকার্থ ছাগদুগ্ধ অর্দ্ধসের জল ১ সের শেষ ১:পোয়া প্রক্ষেপ চিনি।

অর্শহারি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের ছাগদুগ্ধ ১৬ সের তণ্ডুলো-

দক ৪ সের বেণামূল জল ৪ সের কেশুরিয়ার রস ৪ সের ভূ-ম্বুর জল ৪ সের কল্ক লৌহমণ্ডুর রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ না-গেশ্বর বয়ড়া বরাক্রান্তামূল মোচরস মুথা বালা বেলশুঠা পাঠামূল তালমূলী ধাতকীপুষ্প রসাঞ্জন এষাংপ্রতি ৮ তোলা চূর্ণ চিনি ১সের মধু ১ সের ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান দুগ্ধ ইহাতে অর্শ বিস্প দাহ ক্ষীণতা কটীশূল গুহ্যশূল এই সকল রোগ নষ্ট হয় আর অগ্নিবৃদ্ধি কান্তিপুষ্টি ও কামবৃদ্ধি হয়।

মুষ্টিযোগ।

বয়ড়ার শাঁশ শ্বেত পুনর্নবা মূল শুণ্ঠী চিনি এষাংপ্রতি ২ মাষা পেষণ করিয়া খাইবে।

অর্শাদিলোহ।। কাঁচা কদলীবৃক্ষের রস ৪ সের দাড়িম্ব পাতার রস ৪ সের কাঁচা পানীফল ৪ সের শিমুলছালের রস ৪ সের ছাগদুগ্ধ ২ সের চিনি ২ সের এই সকল দ্রব্য বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঘন করিয়া পাক করিবে পরে লৌহভস্ম তালমূলী ত্রিফলা শ্বেত পুনর্নবা মূল জায়ফল জয়ত্রী তালমাখনা এলাইচ বীজ এষাংপ্রতি ২ তোলা চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঔষধ করিবেন ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান কেশুরত্যের রস ও অশোক পত্র রস একত্র করিয়া লইবেন ইহাতে অর্শ প্রমেহ গুহ্যদাহ অতিসার এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিমান্দ্য চিকিৎসা।

হিঙ্গঅষ্টক। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ বনযমানী সৈন্ধব জীরা কৃষ্ণজীরা হিঙ্গ। এষাংপ্রতি সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সুক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাতিলেবুর রসে চারি প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪রতি পরিমাণ বটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে পাতিলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবেন। ইহাতে অজীর্ণ রোগ নাশ হয়, পথ্য পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ক্ষুদ্র মৎস্যের যূষ। কিন্তু হিঙ্গ শোধন করিয়া দিবেন, শোধন যথা, মূলতানি হিঙ্গ ঘৃতে ভাজিয়া লইবেন।

অগ্নিমুখ চূর্ণ। শুদ্ধ হিঙ্গ ১ তোলা বচ ২ তোলা পিপুল ৩ তোলা শুণ্ঠী ৪ তোলা যগানী ৫ তোলা হরীতকী ৬ তোলা চিতামূল ৭ তোলা কুড় ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচুর্ণ করিয়া ১০ রতি অনুমানে প্রত্যহ সেবন করিবেন সেবনের কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে নির্জ্জল তেঁতুলপাতার রস আদছটাক অনুপান পথ্য পাতিলেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া খাইবেন আর পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য। পাতিলেবুর রসে হিঙ্গ মর্দ্দন করিয়া লইবেন।

ধান্য শুণ্ঠী পাচন। ধন্যা ১ তোলা শুণ্ঠী ১ তোলা জল ৪ পল শেষ প্রক্ষেপ মধু মরীচ চুর্ণ ৪০ রতি।

মুষ্টিযোগ। যব সূক্ষ্মচূর্ণ ঘোলে পাক করিয়া সোরার চূর্ণ ২। ৪ রতি তাহাতে দিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ খাইলে অজীর্ণ ও জ্বর নাশ হয়।

মেথি মোদক। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বহেড়া আমলকী মুথা জীবক ঋষভক ধন্যা কটফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গি যমানী সৈন্ধব বচ নাগেশ্বরফুল তেজপাতা গুড়ত্বক এলাইচ অভ্র রক্তচন্দন মুর্ব্বা লবঙ্গ তালিশপাতা বিড়ঙ্গ কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ যত হইবে ঈষৎ ভাজা মেথিচূর্ণ তত পুনর্ব্বার মেথির সহিত যত হইবে তাহার দ্বিগুণ পুরাতনগুড় পাকের প্রকার, গুড়পাক পাত্রে চড়াইয়া মোদকের উপযুক্ত পাক হইলে চুলা হইতে নামাইবেন, পরে ঐ চূর্ণ সকল উহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ মোদক পাকাইবার মত হইলে ১ তোলা পরিমাণে লাডু পাকাইবেন সেবন প্রাতঃকালে ইহাতে অজীর্ণ নষ্ট হয়, এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয় পথ্যতক্র ক্ষুদ্র মৎস্যের যুষ সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন জলপানীয় চিনি মিছরির পানা মরীচ চুর্ণের সহিত অথবা পাতিলেবুর রস সহিত।

হুতাশন রস। শোধিত গন্ধক ১ তোলা শোধিত পারা ১ তোলা সোহাগার খই ১ তোলা শুদ্ধবিষ ৩ তোলা মরীচ

৮ তোলা। রস গন্ধকে কজ্জলী পাতিলেবুর রসে ৮ প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান চিনি ২০ রতি আর মরীচের গুঁড়া ২০ রতি পথ্য পূর্ব্ববৎ।

রামবান্ রস। রস গন্ধক বিষ লবঙ্গ এষাং প্রতি ১ তোলা মরীচ ২ তোলা জায়ফল অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ কাঁচাতেতুলের রসের সহিত খলে ৪ প্রহর মর্দ্দন করিবেন ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান পাতিলেবুর রস ও চিনি অথবা মুথার রস ও মরীচের গুঁড়া পথ্য পূর্ব্ববৎ।

অগ্নিকুমার রস। সোহাগার খই রস গন্ধক এষাং প্রতি ১ তোলা বিষ কড়িভস্ম শঙ্খভস্ম এষাং প্রতি ৩ তোলা মরীচ ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে পরে পাতিলেবুর রসে ৪ প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান পাতিলেবুর রস। ইহাতে অগ্নি প্রবল হইয়া অজীর্ণ দূর করে।

কড়িভস্ম প্রকার। শুক্লবর্ণ গেঠেকড়ি পাতিলেবুর রসের সহিত অনলে সিদ্ধ করিলেই শোধন হয়।

মহাশঙ্খ বটি। সৈন্ধবলবণ বিটলবণ সামরলবণ সচল লবণ পাঙ্গালবণ হিঙ্গ শঙ্খভস্ম তেঁতুলেরছাল ভস্ম শুণ্ঠী পিপুল মরীচ রসগন্ধক বিষ। এষাং প্রতি ১ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া আপাঙ্গপত্রের রসে এক ভাবনা দিয়া পরে চিতারমূলের রস দিয়া এক ভাবনা তৎপরে গোড়ালেবুররসে ভাবনা ৪ রতি প্রমাণ বটি অনুপান গোড়া লেবুর রস এই ঔষধ ভোজনের পর সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ নিঃশেষ হয় ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ জন্মে পথ্য পূর্ব্ববৎ।

বৃহন্মহৌষধি। লবঙ্গ চিতামূল শুণ্ঠী জয়পাল সোহাগার খই বীজ তাড়কমূল এষাং প্রতি ২ তোলা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া দন্তিরসে চতুর্দ্দশবার ভাবনা পরে গোড়ালের রসে ৩ ভাবনা বীজতাড়ক রসে পঞ্চ ভাবনা এই

সংকস ভাবনা দিয়া তাহার পর রসগন্ধক মিঠা বিষ এষাং প্রতি ২ তোলা কিন্তু রসগন্ধকে কজ্জলী করিয়া দিবেন আর বিষ শোধন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া দিবেন তৎপরে দন্তিরস এবং আদার রস দুই রস মিলিত করিয়া ভাবনা দিবেন অথবা চিতামূলের রসে ভাবনা দিবেন তদনন্তর খল করিয়া ১ গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান মুথাররস নির্জ্জল ও মরীচ চূর্ণ।

ক্লিব্যাদি রস।

পারা ১ পল গন্ধক ২ পল তাম্র ৪ তোলা এই তিন দ্রব্য কজ্জলীর মত করিয়া লৌহপাত্রে পর্পটির মত পাক করিয়া ১০০ পল পাতিলেবুর রসে লৌহপাত্রে পাক করিয়া পাতিলেবুর রস শুষ্ক হইলে পিপুল চৈ চিতামূল এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার ৮ গুণ জল দিয়া তার চতুর্থাংশের একাংশ থাকিলে সেই ক্কাথে ঐ পর্পটিবৎ ৫ বার ভাবনা দিবেন তাহার পরে বন্যওলের রসে ৫ ভাবনা দিবেন তৎপরে ৩৪ তোলা সোহাগার খই সূক্ষ্মচূর্ণ আর ১৭ তোলা বিটলবণ তাহাতে দিবেন ইহাতে যত হইবেক তাহার সমান মরীচের সূক্ষ্মচুর্ণ তাহাতে দিবেন তৎপরে তাহাতে কুলথ্য কালাইয়ের জলে ৭ বার ভাবনা দিবেন শেষে খলে মর্দ্দন করিবেন ১ রত্তি পরিমাণ বটি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে শিশিরে দেওয়া ছোলার জল অনুপান করিবেন।

স্বর্ণশঙ্খবটি। বিষ ২ তোলা কড়িভস্ম ৬ তোলা মরীচ ১ তোলা জল দিয়া ৪ প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান পাতিলেবুর রস এবং ঔষধ সেবনের পরে কিঞ্চিৎ লেবুররস পান করিবেন।

দর্পণং।

হিঙ্গু অষ্টক। ত্রিকটূ বনযমানী সৈন্ধব জীরা কৃষ্ণজীরা হিঙ্গ এষাংপ্রতি সমান চুর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণ ঘৃত ইহাতে মন্দাগ্নি অম্লশূল নষ্ট করে।

মুষ্টিযোগ। হরতকী ৬ মাষা শুণ্ঠী ৬ মাষা চিনি ৬ মাষা পেষণ করিয়া সেবন করিবেন ইহা কফ জন্য মন্দাগ্নিতে জানিবেন।

বাতাজীর্ণ। হরীতকী ৪ মাষা পুরাতন গুড় ৪ মাষা সৈন্ধবলবণ ৪ মাষা।

পিত্তাজীর্ণ। হরীতকী ৪ মাষা সৈন্ধব ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে।

সৈন্ধবাদি। সৈন্ধব হরীতকী পিপুল মুথা চিতামূল এষাংপ্রতি সমচুর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে অতিশয় অনল দীপ্তি হয়।

অনল মুখ চুর্ণ। হিঙ্গ ১ তোলা বচ ২ তোলা পিপুল ৩ তোলা শুণ্ঠী ৪ তোলা যমানী ৫ তোলা এই সকল চুর্ণ করিয়া ৮ মাষা পরিমান ভক্ষণ করিবে অনুপান বাতে উষ্ণ জল পিত্তে দধিরমাত ইহাতে অজীর্ণ প্লীহা উদরী অর্শশূল গুল্ম এই সকল রোগ নষ্ট হয় ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

বৈশানর চুর্ণ। ত্রিকটূ এলাইচ হিঙ্গ বামনহাটীমূল বিট লবণ যবক্ষার পাঠামূল যশিনী তেতুল কাচলিভস্ম কৃষ্ণ জীরা চঞি চিতামূল গজপিপুল গুড়ত্বক কটকী গাঠ্যালা শ্বেত বাট্যালামূল এষাংপ্রতি সমচুর্ণ করিবেক ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণ ঘৃত ইহাতে নানাপ্রকার অজীর্ণ নাশ হয় কিন্তু এই ঔষধ দ্বিসন্ধ্যা সেবন কর্ত্তব্য।

দাবানল চুর্ণ। জায়ফল জয়িত্রী শঙ্খভস্ম ফটকিরী সোহাগাভস্ম এষাংপ্রতি ১ তোলা যবক্ষার ৫ তোলা পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১ তোলা পঞ্চভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা এই সকল দ্রব্য চুর্ণ করিয়া সুক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া পরে মর্দ্দন করিয়া একত্রে রাখিবে অনুপান লেবুর রস ইহাতে আমবাত অম্লপিত্ত শূল মন্দাগ্নি গ্রহণী প্লীহা গুল্ম এই সকল রোগ নষ্ট করে।

অজীর্ণ কণ্টক।

শ্বেত আকন্দফুল কনকচাপাফুল ধাইফুল নাগেশ্বরফুল

গাঞ্জাফুল ত্রিফলা জায়ফল অম্লবেতস সাচিক্ষার যবক্ষার সোহাগা শঙ্খভস্ম কড়িভস্ম শুণ্ঠী ত্রিজাতক মরীচ জ্যেষ্ঠ-মধু এষাংপ্রতি সমচুর্ণ করিয়া ভাবনা বিজয়া পত্ররস ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে সকল প্রকার মন্দাগ্নি নষ্ট হয় আর শরীরের শোভা হয়।

ভুক্তবিপাক বটি। লবঙ্গ ত্রিফলা ত্রিকটু যমানী বিল যমানী জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক ত্রিমদ শোধিত হিঙ্গল জায়ফল সোহাগা অভ্রভস্ম নাগেশ্বর বঙ্গভস্ম কড়িভস্ম আ-কিঙ্গ এষাংপ্রতি সমচুর্ণ সিদ্ধিপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে জল অনুপানে সেবন করিবেন ইহাতে অম্লপিত্ত শূল অজীর্ণ গ্রাহণী গুল্ম এই সকল রোগ ভাল করে।

মহোষধি রস।

শোধিত পারা শোধিত গন্ধক শোধিত শৃঙ্গিবিষ লোহ ভস্ম অভ্রভস্ম সোহাগা জীরা ত্রিকটূ জায়ফল শঙ্খভস্ম ল-বঙ্গ কড়িভস্ম এষাংপ্রতি সমচুর্ণ করিবে পরে সেই চুর্ণ স-কল দধিতে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ পরিমাণ বটি করিবেন অনু পান অগ্নিমান্দ্যে পাণের রস গ্রহিণী রোগে লবঙ্গ জায়-ফল অম্লপিত্তে পানমৌরী কর্পূর জল ইহাতে অগ্নিমন্দা অম্ল অজীর্ণ গ্রহিণী নাশ হয়।

কামাগ্নিসান্দিপন মোদক। ত্রিকটু ত্রিফলা কুড় কর্কল কাঁকড়া শৃঙ্গ ইন্দ্রযব বিড়ঙ্গ ধন্যা মুথা পানমৌরি জীরা কৃষ্ণজীরা চিতা ত্বক কর্পূর বনযমানী লবঙ্গ চৈঞি নাগেশ্বর বচ বাকসমূল বেগুণামূল ছাল চিতামূল জায়ফল যমানী ফটিকিরী বামনহাটি মূল অভ্রভস্ম শঠি বালা সৈন্ধব বিট-লবণ হিঙ্গ,এষাংপ্রতি২ তোলা লোহভস্ম ৪ তোলা সকলের অর্দ্ধেক তেউড়ি চুর্ণ শুণ্ঠী ১ সের সকলের সমান চিনি ম-দক পাকার্থ দুগ্ধ ২ সের জল ২ সের ২ তোলা পরিমাণ মোদক পাকাইবেন অনুপান জল দুই সন্ধ্যা ঔষধ সেবন

করিবেন, ইহাতে চতুর্ব্বিধ শূল নষ্ট করে আর কাম ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

কামেশ্বর মোদক। বরাক্রান্তো মূল মরীচ অভ্রভস্ম কর্কট কৃষ্ণজীরা অশ্বগন্ধা মূল গুলঞ্চের পাল মেথি মোচরস ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ কেশুর গোক্ষুরী বীজ কুষ্মাণ্ড শস্য বিচাকলা শতমূলী বনযমানী পুরাতন বিরিকলাই তিল তণ্ডুল ধন্যা জ্যেষ্ঠমধু নাগেশ্বর বাট্যালামূল লৌহভস্ম চিতামূল জায়ফল সৈন্ধব বামনহাটিমূল রাখাল কাঁকুড়মূল কাঁকড়াশৃঙ্গি ত্রিকটু জীরা কৃষ্ণজীরা যমানী চতুঃজাত শ্বেত সেয়াকুলমূল গজপিপুল দ্রাক্ষা সোনাছাল বাসকমূল তালমূলি ত্রিফলা পানিফল, এষাংপ্রতি সমচূর্ণে যত শোধিত বিজয়াপাতা চূর্ণ তত এই সমুদায়ে যত তত চিনি মোদক পাক করিবে কর্ষ পরিমাণ বটি অনুপান দুগ্ধ, ইহাতে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য কাস শ্বাস অতিসার গ্রহিণী প্রমেহ অম্ল ইত্যাদি নানা রোগ নষ্ট করে আর বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয় ও বৃদ্ধের কাম বৃদ্ধি করে আর কৃশাঙ্গস্থূল হয়।

ইতি অগ্নিমান্দ্যাধিকার সমাপ্তঃ।

বিশুচিকা চিকিৎসা। যে রোগীর কেবল বমন হয় তাহার রোগ সাধ্য, যাহার কেবল রেচন হয় তাহার রোগ যাপ্য এবং যে রোগীর বমন ও ভেদ এক কালীন হয় তাহার রোগ অসাধ্য, আর যদি ইহাতে জ্বর তৃষ্ণা অরুচি ছর্দ্দি কাস শ্বাস কটিগ্রহ অঙ্গদাহ স্বেদ এই সকল থাকে জ্বরাতিসার করিয়া বলা যায়, আর এই বিশুচিকা পীড়াকে অত্যন্ত ভয়ানকা জানিবেন, ইনি যমের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী অতএব এই পীড়া যাহার পূর্ণরূপে হয় তাহার মৃত্যু হয়॥

যড়ঙ্গ চূর্ণ। পদ্মবীজ পদ্মকাষ্ঠ পদ্মমূল বেণামূল যবতণ্ডুল, এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল ইহাতে বিশুচিকা রোগ নষ্ট হয়॥

বৃহন্নবাঙ্গ চূর্ণ। ভূমিকুষ্মাণ্ড তালমূলি শুণ্ঠী বদরি অস্থি শস্য শতমূলি জায়ফল জীরা রক্তচন্দন চিনি, এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান লাজমণ্ড, বিশুচিকা নাশকোহয়ং চূর্ণঃ।

হেমামৃত চূর্ণ। কনকচাঁপা ফুল মুথা রক্তচন্দন ত্রিকুট ধাত্রী পিয়ালবীজ আলকুশি বদরি অস্থিশস্য ত্রিসুগন্ধ, এষাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান বাসিজল।

জীরকাদি বটি। সোহাগা শুণ্ঠী জায়ফল লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের সমান শোধিত আফিঙ্গ, দাড়িম্বপাতা রসে মর্দ্দন করিয়া বটি বান্ধিবে অনুপান ধাতুবিশেষ, ইহাতে সকল বিশুচিকা নষ্ট হয়।

অবিপাদিক চূর্ণ। ত্রিকটূ ত্রিফলা মূথা বিড়ঙ্গ এলাইচ তেজপত্র গুড়ত্বক যমানী, এষাংপ্রতি যত কাঁচালবঙ্গ তত এই সকলের তুল্য তেউড়ি চূর্ণ পুনর্ব্বার এই সকলের যত চিনি তত সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া এক ভাণ্ডে রাখিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান জল এই ঔষধ ভোজনাদি অথবা ভোজনান্তে সেবন করিবে পথ্য নারিকেলোদক এবং দধি ইহতে অম্লপিত্ত মলমূত্রের বদ্ধতা অগ্নিমান্দ্য সর্ব্ব প্রকার বিশুচিকা শূল এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং বল ও দেহ পুষ্টি করে।

ইতি বিশুচিকা চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ সালসার বিলম্বি চিকিৎসা।

বৃহৎশুণ্ঠী খণ্ড। শোধিত শুণ্ঠীচূর্ণ ১ সের চিনি ৪ সের গব্যঘৃত ১৬ তোলা দুগ্ধ ৮ সের, এই সকল দ্রব্য ঘনীভূত পাক হইলে, ধাত্রী ধন্যা মুথা বনযমানী পিপ্পুল বংশলোচন ত্রিজাবক কৃষ্ণজীরা হরীতকী অম্লবেতস মরীচ নাগেশ্বর, এষাংপ্রতি ৪।৹ তোলা সূক্ষ্মচূর্ণ ১ সের শুণ্ঠী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহাতে দিবে পরে ২৪ তোলা মধু-

দিয়া তাড়ু দ্বারায় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান প্রাতঃকালে দুগ্ধ সায়ংক্লে জল, ইহাতে অম্লপিত্ত শূল আমবাত হৃদ্দাহ কণ্ঠদাহ ছর্দ্দি দাহ নানা বর্ণ অতিসার অজীর্ণ গ্রহিনী এই সকল রোগ নষ্ট হয় আর ধাতু বৃদ্ধি ও কাশ বৃদ্ধি হয়।

মুষ্টিযোগ। তেলাকুচা মূল মরীচ ১ টি চিনি ১ তোলা কাঁচা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবেন। ইহাতে সালসার রোগ নষ্ট হয়।

অথবা লেবু লবণের সহিত যোগ করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে, সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে উক্ত রোগ নিবারণ হয়।

নারিকেল লবণ। নারিকেল জল ৪ তোলা সৈন্ধব ৪ তোলা খোরাশানি বচ ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য নারিকেল জলে পেষণ করিয়া নারিকেলের ভিতর পুরিয়া পরে মৃত্তিকা লেপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে এক প্রহর পাক করিলেই ঔষধ হইবে, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল, ইহাতে বিলম্বি রোগ নিবৃত্তি হয়।

ভাস্কর লবণ। ধন্যা বনযমানী খরাশানি যমানী ত্রিজাতক নাগেশ্বর লবঙ্গ মৌরি, এষাংপ্রতি ১তোলা অম্ল বেতস ত্রিফলা পিপুল কৃষ্ণজীরা মরীচ শুণ্ঠী জীরা শুল্‌ফা এষাংপ্রতি ২ তোলা বিটলবণ সৈন্ধবলবণ করকচলবণ সচললবণ সম্ভারিণী লবণ, এষাংপ্রতি ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া লেবুর রসে পেষণ করিয়া ঐ রসে সাতবার ভাবনা দিবে কিন্তু এক দিবসে নহে সপ্ত দিবসে দিবেন, ইহাতে সালসার বিলম্বি অম্লপিত্ত দুর্ণাম শূল হৃদ্দাহ কণ্ঠদাহ ধুমোদ্গার অরুচি অনলমান্দ্য ছর্দ্দি উদরাধ্মান, এই সকল রোগ নাশ হয়।

বলভদ্রঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধসের শুণ্ঠী চূর্ণ অর্দ্ধসের কল্‌কার্থ হরীতকীর ক্বাথ হরীতকী ১২॥০ পল জল ৬৪ সের শেষ ৪ সের ঘৃতেতে দিয়া মন্দাগ্নিতে পাক

করিবে নির্জ্জল হইলে পাকসিদ্ধি, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান দুগ্ধ, ইহাতে সালসার বিলম্ব গুল্ম শূল অম্লপিত্ত অরুচি অগ্নিমান্দ্য নষ্ট করে।

সৌভাগ্য শুণ্ঠী খণ্ড। শোধিত শুণ্ঠী চূর্ণ ১ সের চিনি ১ সের মধু ১ পোয়া ঘৃত ১ পোয়া দুগ্ধ ৪ সের শতমূলি রস ৪ সের ধাত্রিক্কাথ ৪ সের, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া ঘন হইলে তাহাতে মেথি মৌরি চৈ ধাতকীপুষ্প ধন্যা মুথা যমানী পিপুল ত্রিজাতক কৃষ্ণজীরা বনযমানী থারাশনি যমানী মরীচ নাগেশ্বর জায়ফল জয়িত্রী জ্যেষ্ঠমধু, এষাং প্রতি ২ তোলা দিবে, ভক্ষণ দ্বিসন্ধ্যা ৮ মাষা পরিমাণে অনুপান উষ্ণ জল অথবা দুগ্ধ, ইহাতে অম্লপিত্ত শূল পরিমাণশূল সালসার দোষের ধুমোদ্গার বিলম্বি অনল-মান্দ্য বমি মূর্চ্ছা অরুচি সংগ্রহ গ্রহণী সুতিকা এই সকল পীড়া নাশ হয়।

শতাবরি মোদক শতমূলি ৪ সের চিনি ২ সের গব্য দুগ্ধ ৪ সের ত্রিফলার ক্কাথ ৪ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পরে ধন্যা ত্রিকটু মুথা ত্রিজাতক সৈন্ধব জায়-ফল জয়ত্রী বালা জীরা কৃষ্ণজীরা কাঁকড়াশৃঙ্গ বিরুজা মুরামাংসী মৌরি হরীতকী শুলফা তালিশপাতা চৈ দেবদারু প্রিয়ঙ্গু লবঙ্গ শৈলজ রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ২ তোলা সূক্ষ্মচূর্ণ ইহাতে দিবেন পরে তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ মিশ্রিত হইলে ১ তোলা পরিমাণ মোদক করিবেন, অনু-পান শতমূলি রস কাঁচাদুগ্ধ, ইহাতে সকল শূল সংগ্রহ গ্রহণী নানাবর্ণ অতিসার অজির্ণ সূতিকা হৃদ্দাহ কণ্ঠদাহ শিরোদাহ সর্ব্বাঙ্গ দাহ জঠরদাহ অরুচি এই সকল রোগ নষ্ট হয় আর ধাতু বৃদ্ধি বল বৃদ্ধি ও অগ্নি হয়।

লবঙ্গাদি বটি। লবঙ্গ জীরা ত্রিকটু কর্পুর কৃষ্ণজীরা বনযমানী যমানী শুল্ফা শঠী হরীতকী বহেড়া ধাত্রি ধন্যা সৈন্ধব ফটকারী জায়ফল জয়ত্রী, এষাংপ্রতি সমভাগ

বিজয়া রসে মর্দ্দন করিয়া বদরাস্থি পরিমাণ বটি করিবে অনুপান জল।

শুণ্ঠামৃত চূর্ণ। ধন্যা ত্রিফলা ত্রিকটু যমানী বিলযমানী জীরা কৃষ্ণজীরা আমুকুষি যবক্ষার চিতামূল ফটকারি ইসর মূল শুল্‌ফা সোমরাজ পঞ্চলবণ, এষাংপ্রতি ২ তোলা শুণ্ঠী ১সের সকল চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহাতে সালসার বিলম্বি বা অম্লপিত্ত এবংশূল সংগ্রহ গ্রহিণী কৃমি অর্শ শোথ অনলমান্দ্য অজীর্ণ ছর্দ্দি তৃষ্ণা দাহ ইত্যাদি রোগ নাশ হয়।

সালসাচহারি মোদক। শুণ্ঠী মেথি জীরা যমানী এষাংপ্রতি ১৬ তোলা গব্যদুগ্ধ ১ সের, চিনি ১ সের শুলফা চিতামূল পিপুলমূল কৃষ্ণজীরা ধন্যা মৌরি জটামাংসী ত্রিফলা বিলযমানী যমানী কর্ফল কূড় কাঁকড়াশৃঙ্গি বিড়ঙ্গ ত্রিজাতক কর্পূর লবঙ্গ ত্রিকটু লৌহভস্ম অভ্রভস্ম গুলঞ্চের পাল বালা মুথা জায়ফল শঠি জয়িত্রী সৈন্ধব তালিশপাতা লোধছাল রক্তচন্দন, এষাংপ্রতি ৪ মাষা সকল চূর্ণ করিবে পাকার্থ শতমূলি রস ১সের দুগ্ধ ১ সের চিনির সহিত ২ তোলা পরিমাণ মোদক বান্ধিবে অনুপান দুগ্ধ কিম্বা উষ্ণোদক, ইহাতে সালসার বিলম্বি সংগ্রহ গ্রহিণী নানা প্রকার শূল অনলমান্দ্য এই সকল রোগ দূর হয়।

কামাগ্নিসন্দিপনমোদক। ত্রিকটু ত্রিফলা কুড় কর্ফল কাঁকড় শৃঙ্গ ইন্দ্রযব বিড়ঙ্গ ধন্যা মুথা মৌরি জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক বনযমানী লবঙ্গ চৈ নাগেশ্বর বচ বাকস মূল বেগুনামূল চিতামূল জায়ফল ফটকারি বামনহাটিমূল বরাক্রান্তামূল যমানী অভ্রভস্ম শঠি বালা সৈন্ধব বিটলবণ হিঙ্গ, এষাংপ্রতি ২ তোলা লৌহভস্ম ৪ তোলা তেউড়ি চূর্ণ সকলের অর্দ্ধেক শুণ্ঠী চূর্ণ ১ সের এই সকলের দ্বিগুণ চিনি পাক করিয়া ২ তোলা পরিমাণ মোদক করিবেন অনুপান দুগ্ধ জল ভক্ষণ দ্বিসন্ধ্যা, ইহাতে চতুর্ব্বিধ অজীর্ণ

অষ্টবিধ শূল সালসার বিলম্বি কোষ্ঠবদ্ধ গুল্মজ আধ্মান পাণ্ডু অম্লপিত্ত এই সকল রোগ নাশ হয়, আর দেহকান্তি ও বল বৃদ্ধি হয়, এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে ঘৃত মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করাইবেন।

বৃহৎপিপুল খণ্ড। ধন্যা ত্রিফলা ত্রিকটু কুলত্থ কলাই জীরা কৃষ্ণজীরা ত্রিজাতক বিমদ এষাংপ্রতি ২ তোলা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সূক্ষ্মচূর্ণ, পিপুল চূর্ণ, ১ সের গব্য ঘৃত ৪ সের চিনি ৪ সের শতমূলির রস ২ সের গব্যদুগ্ধ ২ সের ঘৃতাদি দ্রব্য ঘনীভূত পাক হইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ সকল ইহাতে দিয়া তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে২ ঔষধের মত হইলে উহাতে ১ সের মধু দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে ঔষধ রাখিবেন ভক্ষণ ১ তোলা অনুপান কর্পূর জল অথবা দুগ্ধ কিম্বা কেবল জল, ইহাতে সালসার বিলম্বি কৃমি কণ্ডু ত্রিদোষ শূলঅম্লপিত্ত অরুচি বমি কাস শ্বাস এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

স্মরাপি খণ্ড। সালিশুবাক ১ সের শুণ্ঠী ১ সের পাকার্থ জল ৪ সের পাকের দ্বারায় জল শুষ্ক হইলে এই দ্রব্য চূর্ণ করিবে পরে ত্রিকটু ত্রিফলা ধন্যা চতুঃজাত শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন পেয়ালবীজ রাস্না জীরা জায়ফল জয়ত্রী বংশলোচন লৌহভস্ম জটামাংসী লবঙ্গ মৌরি বঙ্গভস্ম কফেল অভ্রভস্ম পদ্মকাষ্ঠ পানিফল মুথা লোধছাল জ্যৈষ্ঠমধু শতমূলি এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ চিনি সকলের দ্বিগুণ চিনি আর দুগ্ধ ইক্ষুরস জল প্রত্যেকে ১ সের পাকশেষ হইলে ২ তোলা পরিমাণ মোদক বান্ধিবেন অনুপান প্রাতঃকালে কাঁচাদুগ্ধ সায়ন্থে নারিকেল জল ইহাতে সালসার বিলম্বি আমবাত অম্লপিত্ত অম্লশূল এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং এই ঔষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি বল ও দেহপুষ্টি হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং সালসার বিলম্বি চিকিৎসা

। সমাপ্তঃ।

ক্রিমি চিকিৎসা।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী গুলঞ্চ বাসকছাল কটকী চিরাতা নিম্বছাল এষাংপ্রতি ২ মাষা ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২০ রতি মধু ২০ রতি দিয়া সেবন করিবেন ইহাতে ক্রিমি রোগ নাশ হয়।

মুষ্টিযোগ। পালিতাপত্র রস ২ তোলা তাহাতে মধূ ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন ক্রিমি নাশ হয়।

মুষ্টিযোগ। কেঁউয়্যের রস ২ তোলায় মধু ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবেন।

মুষ্টিযোগ। শাঞ্চিরস ২ তোলা উষ্ণ করিয়া তাহাতে মধূ ৪০ রতি অনুপান খাইবেন।

বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ তোলা মধুতে গুলিয়া খাইবেন।

মুষ্টিযোগ। তিতলাউ বীজ ২ তোলা তক্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিবেন।

বিড়ঙ্গঘৃত। হরীতকী আমলকী বয়ড়া বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ১৬ পল পিপুল মূল চঞি চিতামূল শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ৩ পল ২ তোলা ৬ মাষা বেলছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড়। এষাংপ্রতি ১তোলা ৬ মাষা জল ৬৪সের শেষ ১৬ সের ঘৃত ৩২ পল কল্কার্থ সৈন্ধব ১৬ পল পাক সিদ্ধি হইলে ৮ পল চিনি প্রক্ষেপ। ঘৃত পাকের প্রকার ঐ শেষ ক্বাথ বস্ত্রে ছাকিয়া পাক পাত্রে চড়াইবেন তাহাতে উক্ত পরিমাণ ঘৃত ও সৈন্ধব দিবেন, পরে ঘৃত নির্জ্জল হ-ইলে তাহাতে ৮ পল চিনি দিয়া পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎকাল পাকের দ্বারায় ঘৃত নির্ম্মল হইলেই পাক সিদ্ধি জানিবেন সেবন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ ভোজনের পূর্ব্ব ইহাতে শরীরে ক্রিমি থাকিতে পারে না।

ইতি সারকৌমুদ্যাং ক্রিমি অধিকার সমাপ্তঃ।

দর্পণ৭। মুষ্টিযোগ। খর্জ্জূর পত্ররস লবণ প্রক্ষেপ দিয়া খাইবেন। মস্তকাদি পাচন।

মুথা মূষিকপত্র ত্রিফলা দেবদারু সজিনামূল এষাং প্রতি ৩ মাষা পাকার্থ জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ বিড়ঙ্গবীজ পলাশবীজ চূর্ণ উভয়োঃ প্রতি পরিমাণ ৪ মাষা ইহাতে চিরজাত ক্রমি নাশ হয়॥

লাক্ষাদি চূর্ণ। লাহা ভেলা বেলশুঠা শ্বেত অপরাজিতা মূল ঝিনুকভস্ম অর্জ্জুনফল ও অর্জ্জুনফুল বিড়ঙ্গ ধূনা গুগ্গুল এষাং প্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান উষ্ণজল। ইহাতে ক্রমি নাশ করে।

বিড়ঙ্গাদি অষ্টক। পলাশবীজ যমানী বনযমানী ত্রিফলা এষাং সমভাগে যত তাহার অর্দ্ধেক বিড়ঙ্গ বীজ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে সেবন করিবেন।

পিপুলাদি চূর্ণ। পিপুল পিপুলমূল সৈন্ধব কৃষ্ণজীরা বচ চিতামূল তালিশপত্র নাগেশ্বর এষাংপ্রতি ১৬ তোলা সচল লবণ ৫ তোলা মরীচ সোমরাজ শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ৮ তোলা দাড়িম্বছাল চূর্ণ অর্দ্ধসের অম্লবেতস চূর্ণ ১ পোয়া এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া এক পাত্রে রাখিবেন ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান উষ্ণজল ইহাতে ক্রমি অর্শ গুল্ম গ্রহণী ভগন্দর আমশূল পাণ্ডু এই সকল নাশ হয়।

বিড়ঙ্গ ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের ত্রিফলা ১২ সের দশমূল ২ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের এই সকল ক্কাথ ঘৃতে দিয়া এবং ১ সের সৈন্ধব দিয়া পাক করিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান চিনি ৪ মাষা ইহাতে ক্রমি শূল নষ্ট করে।

ধুস্তূরাদি তৈল। শার্ষপ তৈল ৪ সের ধুস্তূরাপত্র রস ১৬ সের কল্ক ধুস্তূরবীজ চূর্ণ ১ সের তৈলের সহিত একত্রে পাক করিবে নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়। কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিবেন এই তৈল মর্দ্দন মাত্রেই ক্রমিনাশ হয়।

ইতি দর্পণে ক্রমি অধিকার সমাপ্তঃ।

পাণ্ডু কামলা হলীমকাধিকার।

ফলত্রিকাদি পাচন। হরীতকী আমলকী বয়ড়া গুলঞ্চ বাসকছাল। এষাংপ্রতি ২০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা।

নবাস লৌহ। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুথা বিড়ঙ্গ চিতামূল এষাংপ্রতি ১ তোলা লৌহ জীরা ১ তোলা গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনুপান মধু।

অঞ্জন। ঘমঘসিয়ার পাতার রস অঞ্জন করিয়া চক্ষে দিবেন ইহাতে পাণ্ডুরোগ জন্য চক্ষের বৈবর্ণতা নষ্ট করে

অঞ্জন হরিদ্রা গৌরী আমলকী এই তিন দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া অঙ্গন করিবেন, ইহাতে চক্ষের বৈবর্ণতা নষ্ট হয়

নস্য। কাকরোলমূলের রস নস্য করিবেন, অথবা ঘোষাল ফলের ঘ্রাণ লইবেন।

পাণ্ডু কামলা হলীমক এই তিন রোগের বিশেষ নিদান নিরূপণ বৃহৎ গ্রন্থে আছে কিন্তু এই তিন রোগের প্রতিকার ভিন্ন২ চিকিৎসা না জানিলেও এক প্রকার চিকিৎসায় তিন প্রকার রোগেই শান্তি হয়, কারণ তিনেতেই এক একেতেই তিন অতএব পরস্পরের ঔষধ পরস্পরে যোগ করিলেই পরস্পর রোগ নিবৃত্তি হয়।

পুনর্নবা মণ্ডুর। পুনর্নবা মূল তেউড়িমূল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ দেবদারু চিতামূল কুড় হরীতকী বয়ড়া আমলকী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা দন্তিমূল চঞি ইন্দ্রযব কটকী পিপুল মূল মুথা এষাংপ্রতি ২ তোলা মণ্ডুর ৮ তোলা গোমুত্র ১০ সের পাকের প্রকার। এক পাত্রে গোমূত্র চড়াইয়া তাহাতে পুনর্নবাদি দ্রব্য সকল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ও বস্ত্রে ছাঁকিয়া দিবেন এবং মণ্ডুরও তাহাতে দিবেন পরে পাক করিতে২ যখন তাল পাকিয়া উঠিবে তখন চুলা হইতে নামাইবেন, ঔষধ ধুনার মত হইলে মন্দ হয় জানিবেন ১

তোলা অথবা অর্দ্ধতোলা ইহাতে পাণ্ডু উদরী শোথ শূল অর্শ গুল্ম ইত্যাদি রোগ নাশ হয়।

বজ্রবট মণ্ডুর। পিপুলমূল ও চঞি চিতা শুণ্ঠী মরীচ দেবদারু হরীতকী বয়ড়া আমলকী বিড়ঙ্গ মুথা এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে ৩০ তোলা মণ্ডুর ৬০ তোলা পুনর্নবা মণ্ডুরের ন্যায় পাক করিবেন সেবনাদি পূর্ব্ববৎ।

ত্রিকত্রয়াদি লৌহ। শুদ্ধ মণ্ডুর ১ পল গব্যঘৃত ১ পল চিনি ১ পল মধু ১ পল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী আমলকী বয়ড়া মুথা বিড়ঙ্গ চিতামূল কান্তিলৌহ, এষাংপ্রতি ১ তোলা পাকের প্রকার ঘৃতচিনি মণ্ডুর লৌহ পাকপাত্রে চড়াইয়া চিনির পাক কিঞ্চিৎ শক্ত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া শুণ্ঠ্যাদি দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ তাহাতে দিবে পরে মধু দিবেন তৎপরে তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ সন্দেশের পাকের ন্যায় কিঞ্চিৎ শক্ত হইলেই ঔষধ সিদ্ধি হয় সেবন ১০ রতি অনুপান মধু ৪০ রতি পথ্য লঘুপাক দ্রব্য।

শোথ শার্দ্দূল তৈল। তৈল ১৬ সের বিলুছাল সোণা-ছাল গাম্ভারছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্টকারী গোক্ষুরী ব্যাকুড়ী পিপুলমূল পুনর্নবা মূল এষাংপ্রতি ২৭ তোলা পাকার্থ জল ৩২ সের শেষ ক্কাথ ৮ সের গোমুত্র ১৬ সের শুষ্কমূলা গুলঞ্চ শুণ্ঠী পটোলপত্র পুনর্নবা নিম্বমূল বহুলামূল বেণামূল সজিনামূল হরীতকী পিপুল শঠি বয়ড়া কুড় মুথা রাস্না বিড়ঙ্গ চঞি হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ধন্যা যবক্ষার সাচিক্ষার সমুদ্রফেণা তেজপত্র দেবদারু কৃষ্ণজীরা গজপিপুল বেলশুঠা এষাং-প্রতি ৪ তোলা তৈল পাকের প্রকার। পাকপাত্রে তৈল চড়াইয়া তাহাতে উক্ত কএক প্রকার ক্কাথ এবং গোমুত্র ১৬ সের আর শুষ্কমূলাদি দ্রব্য সকল ছেকিয়া দিয়া পাক করিবেন।

পাণ্ডুসূদন রস।

রসজ্জক জয়পালবীজ গুগ্গুল এষাংপ্রতি ১ তোলা

জল দিয়া চারি প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান নিম্বছালের রস মধু।

পুনর্নবা তৈল। পুনর্নবা ১০ পল কটু তৈল ৪ সের জল ৬৪ সের হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী দেবদারু রেণুকা কুড় পুনর্নবা যমানী কৃষ্ণজীরা এলাইচ দারুচিনি পদ্মকাষ্ঠ তেজপত্র নাগেশ্বর শুল্‌ফা শুঙ্কমূলা মঞ্জিষ্ঠা লোধ রাস্না মুথা চৈ বালা পিপুলমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পাকের প্রকার তৈল মূর্চ্ছনা করিয়া পুনর্নবার ক্বাথ এবং উক্ত দ্রব্যাদি দিয়া পাক করিবেন নির্জ্জল হইলেই পাক সিদ্ধি ইহাতে পাণ্ডু কামলা ঘটিত শোথ নষ্ট হয়।

প্রাণবল্লভ রস। রসগন্ধক কড়িভস্ম লৌহ তুঁতে হিঙ্গ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মনসাসিজের মূল যবক্ষার তাম্র জয়পাল সোহাগার খই তেউড়িমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে জয়পালবীজ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে শোধন করিবেন পরে সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ দিয়া খলে অষ্ট প্রহর মর্দ্দন করিবেন ২ রতি পরিমাণ বটি অনুপান মধু প্রাতঃকালে সেবন কর্ত্তব্য ইহাতে পাণ্ডু কামলা হলীমক কামলা ঘটিত প্লীহা উদরি এই সকল রোগ নাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং পাণ্ডু কামলা হলীমকাদি সমাপ্তঃ।

দর্পণং।

পুনর্নবা পাচন। শ্বেত পুনর্নবা নিম্বছাল পটোলপত্র শুণ্ঠী চিরাতা গুলঞ্চ দেবদারু হরীতকী এষাং প্রতি ২মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ছটাক প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা ইহাতে শোথ উদরি কাস শূল শ্বাস পাণ্ডুজ্বর এই সকল রোগ নষ্ট করে।

পালুবজ্র বটি।

লৌহমণ্ডুর ৯ সের চূর্ণ করিবে পাকার্থ গোমূত্র ৭সের ঘণীভুত হইলে পঞ্চকোল মরীচ দেবদারু ত্রিফলা বিড়ঙ্গ

মুথা এবাংপ্রতি ২৪ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া উহাতে দিয়া মর্দ্দন করিয়া ৮ মাষা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান কেশুত্ত্যেররস পথ্য ঘোল। ইহাতে পাণ্ডু মন্দাগ্নি অরুচি অর্শ কামলা শোথ উরুস্তম্ভ হলীমক ক্রিমি প্লীহা উদরী গল রোল, এই সকল রোগ উপসম হয়।

নবাস লৌহ। ত্রিকটু ত্রিফলা মুথা চিড়ঙ্গ চিতামূল এবাংপ্রতি সমভাগে যত লৌহ মণ্ডুরভস্ম তত সকল একত্র চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ঘৃত মধু লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন ইহাতে ক্রিমি অর্শজ্বর মন্দাগ্নি অরুচি পাণ্ডু কামলা এই সকল রোগ নষ্ট করে।

শোথারি মণ্ডুর। পুনর্নবা হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ বিড়ঙ্গ দেবদারু চিতামূল হরিদ্রা দারু হরিদ্রা দন্তীমূল চাঞি ইন্দ্রযব পিপুলমুল মুথা এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত তাহার দ্বিগুণ লৌহমণ্ডুর সকলের অষ্ট গুণ গোমূত্র দ্বারা পাক করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে। অনু-পান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে পাণ্ডুর শোথ উদরাধ্মান শূল অর্শ ক্রিমি গুল্ম কামলা কাস জ্বর অরুচি এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত পর্পটী। শোধিত পারা শোধিত গন্ধক তাম্র ভস্ম অভ্রভস্ম গুগগুল এবাংপ্রতি ১ তোলা জয়পাল বীজ ৫ মাষা সকল মর্দ্দন করিয়া ঘৃত দ্বারা পর্পটী করিবেন ৫ রতি পরিমাণ সেবন অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে শোথ পাণ্ডু জীর্ণ জ্বর প্লীহা অপনয় হয়।

ত্রিকত্রাদি লৌহ। লৌহমণ্ডুর ভস্ম গব্য ঘৃত চিনি মধু এবাংপ্রতি ৮ তোলা কান্তিলৌহ ভস্ম ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদ এবাংপ্রতি ১ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দন রৌদ্রে ও শিশিরে এক দিবস রাখিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান দুগ্ধ ভোজনের সহিত ঔষধ তিনবার সেবন করি-বেন ইহাতে কামলা পাণ্ডু হলীমক অম্লপিত্ত শূল পরি-

গ্রামাশূল পঞ্চবিধ কাস জ্বর প্লীহা অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ শোথ এই সকল নাশ হয়।

পুনর্নবা তৈল। পুনর্নবা ১২॥০ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের কটু তৈল ৪ সের কল্ক মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা ত্রিকটু কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গি ধন্যা কর্কট শঠী দেবদারু প্রিয়ঙ্গু কৃষ্ণজীরা যমানী লোধছাল ত্রিজাতক নাগেশ্বর বচ চৈ চিতামূল পিপুলমূল শুল্‌ফা মুথা পুরাতন মূলা মুরামাংসী রাস্না পিছুটিপোক্ত গজপিপুল বীজ তাড়কমূল সালপানী মূল চিরাতা বালা রক্তচন্দন কটকী এষাংপ্রতি ২ তোলা সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবে, ইহাতে সকল প্রকার শোথ কামলা পাণ্ডু হলীমক জ্বর কাস শ্বাস এই সকল নষ্ট করে এবং ধাতু ও বল বৃদ্ধি করে।

উদরারি বটি। যমানী বিলযমানী কৃষ্ণজীরা জয়পাল এষাংপ্রতি সমভাগ মনসাক্ষীরে মর্দ্দন করিয়া ৫রতি পরিমাণ বটি বান্ধিবেন অনুপান উষ্ণজল, ইহাতে সকল উদরি রোগ নাশ হয়।

ধাতু উদরারি। তাম্রভস্ম কাংস্য ভস্ম কজ্জলী জয়পাল এষাংপ্রতি সমচূর্ণ তেউড়িমূল রসে ৩ দিবসে ৩বার ভাবনা ২ রতি পরিমাণ বটি অনুপান ত্রিফলার জল, ইহাতে কোষ্ঠোদরি নাশ হয়।

ইতি দর্পণে পাণ্ডু কমলাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ হলীমক চিকিৎসা।

হলীমক রোগে তক্র পথ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

অগ্নি মুখ মণ্ডুর। লৌহমণ্ডুর ভস্ম ১সের পাকার্থ গোমূত্র ৮সের, পঞ্চকোল দেবদারু সৈন্ধব সাচিক্ষার সোহাগা ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদ বালা এষাংপ্রতি ৪ তোলা চূর্ণ করিবে, পাকের প্রকার গোমূত্রের সহিত মণ্ডুর পাক করিয়া ঘন হইতে তাহাতে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন ক-

রিয়া ৮ মাষা পরিমাণ বটি অনুপান কুলেখাড়ার রস ঔষধ সেবন দুই সন্ধ্যা করিবে।

অমৃতার্ণব মণ্ডুর। গুলঞ্চের পাল দন্তিমূল চূর্ণ তেউড়িমূল চূর্ণ তাম্রভস্ম শোধিত স্বর্ণমাক্ষি কান্তিলৌহভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগ যত তাহার দ্বিগুণ মণ্ডুর, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কেশুত্যের রসে ভাবনা ৭দিন দিবেন ৪মাষা পরিমাণ বটি অনুপান পুরাতন গুড় পুনর্নবা ক্বাথ দশমূল ক্বাথ, ইহাতে হলীমক শোথ কামলা পাণ্ডু জ্বর এই সকল রোগ নাশ হয়।

শুষ্কমূল্যাদি তৈল।

তিলতৈল ৪ সের মূর্চ্ছার্থ ৮ তোলা মঞ্জিষ্ঠা পুরাতন শুষ্কমূলা নির্বিষ্কা এষাংপ্রতি ১ পোয়া পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬সের কল্ক পুরাতনমূলা ত্রিকটু শ্বেতপুনর্নবামূল কুড়চিছাল রাস্না সজিনাছাল চিরাতা বালকমূল ধুস্তূরী বীজ রক্তচন্দন মুথা শ্বেতসরিষা লোধছাল শ্যামালতা কুড় কফল ধন্যা প্রিয়ঙ্গু হবুষ বচ এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ তৈলে দিয়া পাক করিবে, এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু শোথ কামলা হলীমক কফ কাস জ্বর দাহ এই সকল পীড়া নাশ হয়, এবং বল ও দেহ পুষ্টি হয়।

পঞ্চামৃতাদি লৌহ। লৌহভস্ম অভ্রভস্ম তাম্রভস্ম স্বর্ণভস্ম শোধিত গন্ধক পারা ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদী যাতক নাগেশ্বর জীরা কৃষ্ণজীরা শঠী দেবদারু যমানী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা পিপুলমূল বংশলোচন লবঙ্গ জয়িত্রী জায়ফল পলাশ বীজ কুড় কফল জ্যেষ্ঠমধু দারুচিনি বেণামূল শ্বেতচন্দন জটামাংসী শুল্‌ফা সৈন্ধব চৈ কাঁকড়াশৃঙ্গী চিঙ্গুড়মূল বামনহাটিমূল এষাংপ্রতি সমভাগে যত লৌহ মণ্ডুর ভস্ম তত সকল চূর্ণ করিবে মণ্ডুর পাকার্থ গোমূত্র ৪ সের শ্বেত পুনর্নবা ২ সের পাকার্থ জল ১৬সের শেষ ৪ সর পরে ক্বাথ ঘনীভূত হইলে তাহাতে চূর্ণ সকল এবং মধুঘৃত দিয়া মর্দ্দন করিবে ভক্ষণ৪মাষা অনুপান কুলিথাড়ার রস ইহাতে

শোথ পাণ্ডু উদরি কামলা প্লীহা গুল্ম হলীমক কফ জীর্ণ-জ্বর মন্দাগ্নি এই সকল রোগ নষ্ট করে, এবং বল বর্ণ ও দেহ পুষ্টি হয়।

তক্রামৃত। শুষ্ক শ্বেত পুনর্ণবা যত যবক্ষার চূর্ণ তত, এই দুই দ্রব্য ভস্ম করিবে ভস্মতুল্য ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদ সর্ব্ব তুল্য লৌহ মণ্ডুর এই সকল একত্র করিয়া কেশুত্যের রসে ভাবনা দিবে, ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান তক্র, পথ্যতক্র সূক্ষ্ম পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন মৎস্যের যূষ, এই ঔষধ সেবন করিলে ৪৫ দিন স্নান করিবেন না, এবং লবণ জল খাইবে না হরিদ্রা তৈল মাখিবে;ইহাতে পাণ্ডু শোথ হলীমক কা-মলা এই সকল রোগ নিবারণ করে।

বারিশোষিক চূর্ণ। ত্রিকটু ত্রিফলা বরাকান্তা মূল এলা-ইচ গুড়ত্বক তেজপত্র নাগেশ্বর সৈন্ধব,এষাংপ্রতি সমভাগে তত মরীচ যবক্ষার তত সকল চূর্ণ করিয়া ৪ মাষা ভক্ষণ করিবে অনুপান শুষ্ক মূলা পুনর্ণবা ক্বাথ, ইহাতে উদরি শোথ কামলা পাণ্ডু প্লীহা গুল্ম জ্বর দাহ হলীমক এই স-কল রোগ নষ্ট করে॥

তক্র মণ্ডুর। লবঙ্গ কাঁকড়াশৃঙ্গি দেবদারু চিরাতা চব্রি চিতামূল ত্রিকটু ত্রিফলা মুথা কুড়কফল কালমেঘ, এষাং-প্রতি ২ মাষা আফিঙ্গ ৬ মাষা সকলের তুল্য লৌহ মণ্ডুর ভস্ম লৌহ তুল্য ভাঙ্গ বীজ, সকল চূর্ণ করিয়া কেশুত্যের রসে মর্দ্দন করিবে বদারাস্থি পরিমাণ বটি,অনুপান কেশু-ত্যের রস ও যবক্ষার ২ মাষা গুলিয়া খাইবে,পথ্য নির্জ্জল তক্র লবণ জল খাইতে নিষেধ ক্রমে ৪২দিন এই রূপ ব্যব-হার করিবে, এবং তৈল হরিদ্রা মাখিবে আর দশ দিবস অন্তরে এক এক দিবস স্নান করিবে, ইহাতে পাণ্ডু কফ কাস অজীর্ণ অতিসার গ্রহিণী বিকার কামলা এই সকল রোগ নাশ হয়।

বৈদ্যনাথ রস। শোধিত পারা ১তোলা গন্ধক পঞ্চপঃ

৫টী হরিদ্রা চূর্ণ গৃহধুম ইষ্টক চূর্ণ এষাংপ্রতি ১ তোলা ভা-
বনা, ভীমরাজরস জয়ন্তী রস শ্বেত অপরাজিতা রস বেগুণ
পত্র রস এষাংপ্রত্যেকে ১ বার শোধিত হরিতাল বঙ্গভস্ম
শোধিত শৃঙ্গিবিষ থাপুর ভস্ম শোধিত স্বর্ণমাক্ষি কান্তি-
লৌহ ভস্ম শোধিত শিলাজতু শোধিত আফিঙ্গ এষাংপ্রতি
৪ মাষা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবে, ধুস্তুরার
মূল রস আদার রস উভয় প্রতি তিন বার একত্রে পিণ্ড ক-
রিয়া মহাষ্টমীতে জাগাইবে বিজয়াদশমীতে সর্ষপ পরি-
মাণ বটি বান্ধিবে সেবন এক সন্ধ্যা একবিংশতি বটি অনু-
পান কজ্জলি ৪মাষাপিপুলচূর্ণ৪মাষা উষ্ণোদক অর্দ্ধপোয়া
পথ্য জীবিত মৎস্যের যূষ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন নির্জ্জল
দধি স্নান দ্বিসন্ধ্যা কাঁচা জল ও লবণ বারণ এই প্রকার ক্রম
এক মাস করিবে, ইহাতে সকল প্রকার শোথ গ্রাহণী পাণ্ডু
কামলা নানা প্রকার বিষম জ্বর সমস্ত হলীমক মন্দাগ্নি
রোগ নিবারণ করে।

কল্পতরু রসায়ণ। পারা গন্ধক হিঙ্গুল শঙ্খবিষ শিলা-
জতু আফিঙ্গ পিপুল গরল লৌহভস্ম অভ্রভস্ম বঙ্গবস্ম তাম্র
ভস্ম স্বর্ণভস্ম রৌপ্যভস্ম কাংশ্যভস্ম হরিতালভস্ম গোদন্তা
সে হাগা থাপর ভস্ম, এষাৎপ্রতি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভা-
বনা বেগুণমূল রস ধুস্তুরামূল রস শ্বেতআকন্দ রস এষাং-
প্রতি ৩ দিবস খলে শুষ্ক করিয়া মহাষ্টমীতে জাগাইবে
বিজয়া দশমীতে সর্ষপ পরিমাণ বটি বান্ধিবে সেবন এক-
বিংশতি বটি অনুপান কজ্জলি পিপুল চূর্ণ উভয়োঃপ্রতি ৪
মাষা উষ্ণজল অর্দ্ধপোয়া পথ্য এক সন্ধ্যা, স্নান দ্বিসন্ধ্যা
এক মাস কাঁচাজল ও লবণ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে
শোথ উদরি পাণ্ডু কামলা হলীমক অষ্টবিধ জ্বর পঞ্চবিধ
কাস ইত্যাদি রোগ নাশ হয়।

বিজয়াদি চূর্ণ। শুণ্ঠী ১ পোয়া সিদ্ধিপত্র ১পোয়া শো-

নার্থে গোদুগ্ধ ১ সের মরীচ মুথা শুল্‌ফা মৌরি, এষাং প্রতি ১তোলা সকল চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান জল।

ইতি দর্পণে হলীমূক চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

রক্তপিত্ত রোগে রোগীকে অবশ্যং ভাবনা দিবেন এবং ভেদক ঔষধ দ্বারায় ভেদ করাইবেন ইহা না করাইলে দুষ্ট রক্ত বদ্ধ হইয়া কুষ্ঠ রোগ প্রকাশ হইতে পারে।

ভাবনা। নিম্বপত্র একটা হাঁড়িতে দিয়া তাহাতে অর্দ্ধ হাঁড়ি জল দিবেন, পরে ঐ হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া বজ্র লেপ দিবেন এবং ঐ সরাতে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ হয় এমত ছিদ্র করিবেন আর ঐ ছিদ্রে শোলার ছিপি দিবেন, পরে এক প্রহর কাল জাল দিবেন জাল সমাপ্ত হইলে রোগীকে উচ্চ স্থানে বসাইয়া তাহার নিম্নে ঐ হাঁড়ি বসাইবেন, পরে বস্ত্র দ্বারা রোগীকে বেষ্টন করিয়া সরার মুখের শোলা খুলিয়া দিলেন তাহাতে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইবে ঐ ঘর্ম্ম গাত্রে শুষ্ক না হয় এমত করিয়া বস্ত্র দ্বারায় পুঁছাইয়া দিবেন।

ভেদ করাইবার প্রকার। চিরাতা ২ তোলা জল ৪পল শেষ ১ পল অতি সূক্ষ্ম চিরাতা চুর্ণ ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া উষ্ণ থাকিতে রোগীকে পান করাইবেন ইহাতে যদি ভেদ না হয় তবে তেউড়িমূল ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল তাহাতে তেউড়ি সূক্ষ্ম চুর্ণ ৪০ রতি প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে পান করাইবেন, অথবা তেউড়িমূল ১ তোলা চিরাতা ১ তোলা জল ৪পল শেষ ১পল প্রক্ষেপ বিটলবণ চুর্ণ ৪০ রতি উষ্ণ থাকিতে সেবন করাইবেন।

পারা ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা কাঁচা চিনের সোহাগা ১ তোলা জয়পালবীজ ১ তোলা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধন করিয়া দন্তিমূলের ক্বাথে ৪ প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া ৪ গুঞ্জা

পরিমাণ বটি করিবে অনুপান নির্জ্জল আদাররস ২তোলা যদি অত্যন্ত মল বদ্ধ থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত চিরাতাদির ক্কাথের যে কোন ক্কাথ ঔষধ সেবনের পর রোগীকে পান করাইবেন। তাহাতে আমঘটিত অথবা কেবল শুষ্ক মল যদি উদরে বদ্ধ থাকে তবে তাহাও নির্গত হইবে।

রক্তপিত্ত রোগের পথ্য। রক্তবর্ণ সালিধান্যের খই চুর্ণ করিয়া মধু এবং ঘৃত দ্বারায় লাড়ুবৎ করিয়া খাইবেন আর মুগ মসুর ইহার যুষ ছোলার দাউলের যূষ আর উড়িধান্যের তণ্ডুলের অন্ন এবং রক্তবর্ণ ধান্যের চাউলের অন্ন বন্য মুগ যব তণ্ডুলের অন্ন এবং কোঁদোর চাউলের অন্ন ঘুঘু পক্ষির মাংস কপোত মাংস শশারু মাংস হরিণ মাংস।

মুষ্টিযোগ। বাকসপত্র রস ২তোলা চিনি দিয়া খাইবেন যদি শ্লেষ্মা বৃদ্ধি থাকে তবে ঐ রস মধুর সহিত খাইবেন এবং পক্ক ডুম্বুর চুর্ণ করিয়া ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ করিয়া খাইবেন।

গাম্ভারি চুর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ সেবন করিবেন।

হরীতকী চুর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ খাইবেন।

পক্ব খর্জ্জূর চুর্ণ ২ তোলা মধু ৪০ রতির সহিত অবলেহ মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইলে এই সকল মুষ্টিযোগ উপকারী হইবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণের মুষ্টিযোগ।

ঘৃত দিয়া আমলকী ভাজিয়া ব্রহ্মতালুতে প্রলেপ দিবেন আর চিনির জলে চন্দন মিশ্রিত করিয়া নাসিকার দ্বারা পান করিবেন।

এবং দ্রাক্ষারস দুগ্ধ ঘৃত ইক্ষুরস দাড়িম্ব পুষ্পের রস অথবা দুর্ব্বার রস এই প্রত্যেক রস সকলের নশ্য করিবেন।

এবং দুর্ব্বার রস ও ঘৃত এই দুই দ্রব মিশ্রিত করিয়

গাত্রে মর্দ্দন করিবেন অথবা ঘৃত শতবার ধৌত করিয়া গাত্রে লেপন করিবেন,এবং সুশীতল বায়ু সেবন করিবেন।

এলাদি বটিকা। এলাইচ বীজ তেজপত্র দারুচিনি এই তিন দ্রব্য ৩ তোলা পিপুল ৪ তোলা চিনি ৮ তোলা যষ্টিমধু ৮ তোলা পিণ্ডখর্জ্জুর ৮ তোলা দ্রাক্ষা ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ বটী করিবেন অনুপান মধু।

বাসাঘৃত। ঘৃত ৪ সের বাসকমূল ও পত্র এবং শাখা আর পুষ্প এবাংপ্রতি ১ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কনক বাসকমূল চূর্ণ ৪ পল সকল একত্রে পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধি। এক তোলা কিম্বা দুই তোলা পরিমানে সেবন করিবেন।

কুষ্মাণ্ড খণ্ড। চিনি ১০০ পল শুণ্ঠী ১ পল পিপুল ১ পল জীরা তেজপত্র দারুচিনি এলাইচ মরীচ ধন্যা এষাং প্রতি ৪ পল বীজ রহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য ১০০ পল পুরাতন কুষ্মাণ্ড জল ১৬ সের ঘৃত ৪ সের পাকের প্রকার কুষ্মাণ্ড শস্য কুরুণি দ্বারা কুরিয়া বস্ত্রের দ্বারা জল নিঙ্গড়াইয়া লইবেক পরে নূতন পাকপাত্রের ঘৃত চড়াইয়া ঘৃত মধুর বর্ণের মত হইলে কুষ্মাণ্ড শস্য ও জল এবং উক্ত চিনি ইহাতে পাক করিবেন পাক ঘন হইলে অগ্নি হইতে নামাইবেন পরে শুণ্ঠ্যাদি দ্রব্যের চূর্ণ উহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ শীতল হইলে ২ সের মধু দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে যত্নপূর্ব্বক রাখিবেন সেবন ১ তোলা অথবা ২ তোলা বল্কা দুগ্ধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিবেন অনুপান মধু।

দর্পণং।

মুখ হইতে রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ।

শুভাবলেহ। ফুল হরীতকী চূর্ণ করিয়া বাসকপত্র রসে

সপ্তবার ভাবনা দিবেন পরে শুষ্ক করিয়া ৪ মাষা পরিমাণ সেবন করিবেন অনুপান মধু।

নীলোৎপলাদি চূর্ণ। সুগন্ধি সালুকফুল পঙ্ক পর্পটি প্রিয়ঙ্গু লোধছাল অর্জ্জুনছাল রসাঞ্জন পদ্মকেশর এষাংপ্রতি সমচূর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান মধু ২ মাষা চিনি ২ মাষা বাসকমূল ছাল ২ তোলা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক সকল একত্রে গুলিয়া সেবন করিবেন।

বাসাতালিশ। বাসকপত্র রস ৪ তোলা তালিশ চূর্ণ ৪ মাষা মধু ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহাতে কফ পিত্ত কাস স্বরভেদ অরুচি নষ্ট করে।

বাসাদি। বাসকপত্র মুষ্টভার ন্যায় দগ্ধ করিয়া তাহার রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা একত্রে পান করিবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবের মুষ্টিযোগ।

দাড়িম্ব ফুলের রস শ্বেত দুর্ব্বার রস নস্য দিবে।

অথ মুখ হইতে রক্ত নিবারণ ঔষধ।

শৃঙ্গারভ্র বটি। কর্ফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গি কর্পূর বংশোলোচন লবঙ্গ ত্রিকটু জটামাংসী তালিশপত্র নাগেশ্বর এলাইচ গুড়ত্বক তেজপত্র ধাতকীপুষ্প ত্রিফলা বচ জায়ফল জয়িত্রী জ্যেষ্ঠমধু মুথা এষাংপ্রতি সমচূর্ণ করিবে সকলের অর্দ্ধেক অভ্রভস্ম অভ্রের অর্দ্ধেক কজ্জলি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভাবনা দিবে যথা, বেগুণপত্রের রস সজিনারস বামনহাটি মূল রস জয়পাল পত্র রস। এষাংপ্রত্যেকে এক দিবস পরে শুষ্ক করিয়া ৫ রতি পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান সাচিপাণ রস মধু ইহাতে রক্তপিত্ত কাস জ্বর যক্ষ্মা শ্বাস কাস উরুক্ষত জ্বর দাহ মন্দাগ্নি অরুচি দ্বন্দজ কাস নিবারণ ও রক্তস্রাব নাশ হয়।

তালিশাদি চূর্ণ। তালিশপত্র চিতামূল ত্রিকটু কর্ফল কুড় বচ কাঁকড়াশৃঙ্গি যমানী দ্রাক্ষা হরীতকী বাসকমূল ক-

িণ্টকারিমূল চিমুরমূল বংশলোচন কৃষ্ণজীরা কর্পূর চতুঃ-জাত এষাংপ্রতি সমভাগ চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনু-পান মধু আদার রস ইহাতে রক্তপিত্ত কাস জ্বর দাহ অগ্নি মান্দ্য ক্ষয়কাস এই সকল রোগ নিবারণ করে।

তালিশাদিমোদক। তালিশপত্র ১ তোলা মরীচ ২ তোলা শুণ্ঠী ৩ তোলা পিপুল ৪ তোলা গুড়ত্বক ৪ মাষা এলাইচ ৮ মাষা বংশলোচন ১২ মাষা বচ ২ তোলা চিনি অর্দ্ধসের এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে মধু দ্বারায় মোদক বা-ন্ধিবে ৪ মাষা পরিমাণ ভক্ষণ প্রাতে এবং সায়াংকালে অনুপান পঞ্চকোল ক্কাথ। ইহাতে কাস শ্বাস অরুচি অগ্নি-মান্দ্য পাণ্ডু গ্রহিণী জ্বর ছর্দ্দি শূল এই সকল রোগ নষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডখণ্ড।

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের শস্য শুষ্ক করিয়া চূর্ণ ১০ পল ৪ সের ঘৃতে ভর্জন করিয়া তাহাতে চিনি ১০ পল কুষ্মাণ্ড রস ১৬ সের। পিপুল পিপুলমূল জীরা শুণ্ঠী এলাইচ গুড়ত্বক তে জপত্র ধন্যা মরীচ এষাংপ্রতি ২ পল চূর্ণ কুষ্মাণ্ড জলের সহিত পাক কুষ্মাণ্ড ও চিনি ইহাতে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে নিষ্কেণ হইলে তা-হাতে মধু ১৬ পল পিপুল ত্রিকটু গুড়ত্বক তেজপত্র এলা-ইচ। এষাংপ্রতি ৪ তোলা চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন করিবে। সেবন দ্বিসন্ধ্যা ৮ মাষা পরিমাণ অনুপান খাঁড় ১ তোলা ধাত্রী-ফল ৪ মাষা কুষ্মাণ্ড জল ১ পোয়াতে পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে এই যে অনুপান লিখিলাম ইহা প্রাতঃকালে জানি বেন সায়াহ্নে ক্ষীর ইক্ষুরস পঞ্চকোল ক্কাথ ও মরীচ চূর্ণ এই সকলের সমান ইহাতে রক্তপিত্ত জ্বর দাহ হৃচ্ছুল কাস শ্বাস ছর্দ্দি ইত্যাদি পীড়া নাশ হয়।

ইতি দর্পণে রক্ত চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

যক্ষ্মাধিকার।

বাসকলৌহ। বাসকছাল ১৬ পল চিনি ৮ পল ঘৃত ২ পল পিপুল ২ পল মধু ৮ পল পাকের প্রকার, পাকপাত্রে চিনি চড়াইয়া অবলেহের উপযুক্ত হইলে বাসক ছাল চূর্ণ ও ঘৃত তাহাতে দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ শীতল হইলে তাহাতে উক্ত মধু দিয়া অবলেহ করিবেন সেবন ১ তোলা পরিমাণ।

চন্দনাদি তৈল।

তিল তৈল ৪ সের দধিরমাত ১৬ সের মুঙ্গিলাহা ১৬ পল জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্‌ক রক্তচন্দন বালা লখী তেজপত্র কুড় জ্যৈষ্ঠমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা সরল দেবদারু শঠি এলাইচ খাটাশী নাগেশ্বর শিলারস মুরা-মাংসী জটামাংসী কাঁকলা প্রিয়ঙ্গু মুথা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল শ্যামালতা কটকী লবঙ্গ অগুরু কুঙ্কুম গুড়ত্বক দারুচিনি লালুক। এষাংপ্রতি ২ তোলা তৈল পাকের প্রকার প্রথমত তৈল মূর্চ্ছা করিয়া কল্‌ক দ্রব্য দিবেন পরে লাহার ক্কাথের সহিত পাক করিবেন কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে দধিরমাত দিবেন পরে নির্জ্জল হইলেই পাকসিদ্ধি খাটাসি দিবার প্রকার দোলা যন্ত্র করিয়া তৈল খাটাসি পাক করিবেন চন্দন কুঙ্কুম একাঙ্গী শিলারস লখী কর্পূর কস্তূরী লতাকস্তূরী এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তৈলে দিবেন আর এই রোগে চতুর্ম্মুখ সেবন করাইবেন।

বৃহদ্বাসাবলেহ। বাসক ছাল ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের চিনি ২ সের নাগেশ্বর পিপুল মরীচ বচ মুথা তেজপত্র এলাইচ দারুচিনি সৈন্ধব। এষাংপ্রতি ২ তোলা মধু অর্দ্ধসের পাকের প্রকার ১৬ সের জলে বাসকছাল ২ সের সিদ্ধ করিয়া শেষ ৪ সের থাকিতে উক্তপরিমান চিনি পাক করিয়া অবলেহের উপযুক্ত হইলে নাগেশ্বর প্রভৃতি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ পাক নামাইয়া দিবেন তাড়ূদ্বারায় নাড়িতে২ শী-

তল হইলে অর্দ্ধসের মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধপান করিবেন।

রাস্নাদি লোহ। রাস্না তালিশপত্র কর্পূর থুলকুড়ি শুদ্ধ মনছাল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী চিতামূল বিড়ঙ্গ মুথা এই সকল দ্রব্যের সমভাগে যত লৌহ তত জলের দ্বারা চারি প্রহর খলে মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ বটি করিবেন অনুপান মধু ও ত্রিকটূ চূর্ণ।

শৃঙ্গারাভ্র। কৃষ্ণাভ্র ১৬ তোলা কর্পূর জয়িত্রী বালা গজপিপুল তেজপত্র লবঙ্গ জটামাংসী তালিশ-পত্র দারুচিনি নাগেশ্বর কুড় ধাইফুল শুদ্ধগন্ধক এষাংপ্রতি ১ তোলা পারা ৪ মাষা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া জ-লের দ্বারা খলে মর্দ্দন করিবেন ২ গুঞ্জা পরিমাণ বটি অনু-পান আস্তপাণ ও আদার সহিত চর্ব্বণ করিয়া খাইবেন পরে কিঞ্চিৎ জলপান করিবেন অথবা আদা ও পানের রসে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবেন পথ্য মাংসের যূষ গব্য ঘৃত ইত্যাদি।

মৃদাঙ্গ রস। পারা ১ তোলা কজ্জলী দ্বারা জীর্ণ স্বর্ণ ১ তোলা শুদ্ধ মুক্তা ২ তোলা গন্ধক ২ তোলা সোহাগা ২ তোলা এই সকল দ্রব্য কাঞ্জি দিয়া খলে অষ্ট প্রহর মর্দ্দন করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবেন, অথবা রৌদ্রে শুষ্ক করিবেন, পরে এক হাঁড়ির অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া এক মৃত্তিকার কৌটার ভিতরে ঐ ঔষধ পুরিয়া কৌটার মুখ অতি শক্ত করিয়া লেপন করিবেন, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিবেন, তৎপরে ঐ ঔষধের কৌটা হাড়ির লবণের উপর রাখিয়া ঐ হাঁড়ির মুখে সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপন করিবেন, তদনন্তর সাবধান হইয়া চারি প্রহর জাল দিবেন, পরে হাঁড়ি নামাইয়া শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিবেন, এই ঔষধ চূর্ণ হইবে জানিবেন পরিমাণ ৪ রতি

অনুপান মরীচ চূর্ণ ১০ রতি ঔষধ সেবন করিয়া এক গু-
ডিকা মুখে রাখিবেন।

গুড়িকা প্রকার। পক্কপাণ ১০ তোলা অর্দ্ধ ছেঁচা করিয়া
এক সের জলে পাক করিয়া দশ পল থাকিতে সেই জলে
২৬৫ রতি শুণ্ঠী চূর্ণ আর ২৬৫ রতি পিপুলচূর্ণ এবং ঐ
পরিমাণ মরীচ চূর্ণ আর বামনহাটিরপত্র চূর্ণ ১০ তোলা নি
র্জ্জল মধু ১০ তোলা সকল একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া ১০
রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবেন পরে ছায়াতে শুষ্ক করি-
বেন, পথ্য গব্যঘৃত দুগ্ধ তক্র ছাগমাংস কুষ্মাণ্ড ডুম্বুর
পটোল ওল মানকচু।

ইতি সারকৌমুদ্যাং যক্ষ্মাধিকার সমাপ্তঃ।

দর্পণং।

ত্রয়োদশাঙ্গ পাচন। ধন্যা পিপুল শুণ্ঠী দশমূল এষাং
প্রতি ২ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১ ছটাক প্রক্ষেপ
মধু ৪ মাষা।

পঞ্চদশাঙ্গ পাচন। দশমূল বাট্যালামূল রাস্না কুষ্ঠ
দেবদারু শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ২মাষা পাকার্থ জল ১সের শেষ
১ ছটাক প্রক্ষেপ মধু।

অবলেহ। পিপুলরোয়া দ্রাক্ষা চিনি এই তিন দ্রব্য অব
লেহ করিবে।

ষডাঙ্গাবলেহ। বাসকমূল অশ্বগন্ধামূল পিপুলমূল চিনি
মধু ঘৃত এই সকল দ্রব্য সমভাগে অবলেহ করিবে।

বাসাবলেহ। বাসকপত্র রস ৪ সের চিনি ১ সের পি-
পুল রোয়া চূর্ণ ১৬ তোলা গব্যঘৃত ১৬ তোলা এই কয় দ্রব্য
ঘন করিয়া পাক করিবে তদনন্তর তাহাতে এক সের মধু
একত্র করিয়া অবলেহ, ভাণ্ডে রাখিবে ভক্ষণ ৮ মাষা অনু-
পান বাসকমূল ছাল ২ তোলা পাকার্থ জল ১ সের শেষ ১

ছটাক ইহাতে বাত যক্ষ্মা কাস শ্বাস পার্শ্ব শূল হৃচ্ছূলরক্ত পিত্তজ্বর এই সকল নষ্ট করে।

ছাগলাদ্যঘৃত। নপুংসক ছাগমাংস ১২।।০ সের পাকার্থ জল ৬৩ সের শেষ ১৬ সের গব্যঘৃত ৪ সের কল্ক জিবনীয়গণ ১০ খান প্রতি ১৭।।০ মাষা চূর্ণ করিয়া ঘৃত দিয়া পাক করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ ভক্ষণ ১ তোলা ইহাতে কাস শ্বাস যক্ষ্মা পার্শ্ব শূল হৃচ্ছূল রক্তপিত্ত জ্বর অতিসার শোথ এই সকল পীড়া শান্ত হয়।

চন্দনাদি তৈল। তিলতৈল ১৬সের দধিরমাত ৬৪ সের কাঁচালাহা ৮ সের জল ৬৪ সের পাক শেষ জল ১৬ সের কক্ল রক্তচন্দন বালা লখী জ্যেষ্ঠমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা সলকাষ্ঠ দেবদারু শঠী এলাইচখোলা নাগেশ্বর তেজপত্র শিলাজতু মুরামাংসী কাকুলি প্রিয়ঙ্গু মুথা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মালতা চিরাতা কটকী লতা কস্তুরি বিমূচমূল লবঙ্গ পিপুল কুঙ্কুম গুড়ত্বক বেণুক লালুকা এষাংপ্রতি ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিবে। ইহাতে অপস্মার জ্বর যক্ষ্মা রক্তপিত্ত উরক্ষত এই সকল নষ্ট করে আর ধাতু ও বল বৃদ্ধি করে।

ইতি দর্পণে যক্ষ্মাধিকার সমাপ্তঃ।

কাস মাত্রের চিকিৎসা।

কণ্টকারি পাচন। কণ্টকারী ২ তোলা জল ৩২ তোলা পাক শেষ ৮তোলা প্রক্ষেপ সৈন্ধব চূর্ণ ২মাষা হিঙ্গ ৫রতি কিন্তু হিঙ্গ ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া চূর্ণ দিবেন।

মুষ্টিযোগ। বাসকপত্র রস ২ তোলা মধু ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া খাইবেন।

হরীতকী মোদক। হরীতকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এই চারি দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সমভাগে যত হইবে পুরাতন

গুড় তাহার দ্বিগুণ লইয়া পাক করিবেন যখন মোদকের উপযুক্ত পাক হইবে তখন ঐ সকল চূর্ণ ইহাতে দিয়া চুলা হইতে নামাইবেন পরে তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে২ শীতল হইলে ১তোলা পরিমাণ বটি বান্ধিবেন প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিবেন।

সামান্য কাস। কিঞ্চিৎঅসাধ্য হইলেতাহার মুষ্টিযোগ মনছাল হরিতাল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া কুলের পক্কপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে সেই পত্র সকল চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া ১০ রতি অনুপান চূর্ণ সেবন করিয়া তদনন্তর দুই বলকের দুগ্ধ এক পোয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া খাইবেন, তাহাতে ঘৃত দুগ্ধ মাংসাদি গুরুপাক দ্রব্য খাইতে পারিবেন কাঁচাজল পান কর্ত্তব্য নহে, এই ঔষধ অতি বালক ও বৃদ্ধের সেবন নহে।

সমশর্করাচূর্ণ। লবঙ্গ ২ তোলা জায়ফল ২ তোলা পিপুল ২ তোলা মরীচ ৪ তোলা শুণ্ঠী ৪ তোলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণে যত হইবে তাহার সমান চিনি সকল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া এক কাঁচেরপাত্রে অথবা বাঁসের চোঙ্গায় রাখিবে, সেবন ১০ রতি পরিমাণ পরে শুণ্ঠী সূক্ষ্ম চূর্ণ ঈষৎ তপ্ত দুগ্ধের একত্র করিয়া খাইবে।

ব্যাঘ্রী হরীতকী। কণ্টকারি ১০পল জল ৬৪সের হরীতকী ১০০পল প্রক্ষেপ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এবাংপ্রতি ১৬ তোলা দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর, এষাংপ্রতি ২ তোলা মধু ৬ পল, পাকের প্রকার বৃহৎ পাকপাত্রে ৬৪ সের জল দিয়া তাহাতে কণ্টকারি কিঞ্চিৎ ছেচিয়া পুটলি করিয়া দিবেন আর হরীতকীর বীজ ত্যাগ করিয়া ১০০পল তাহা এক পুটুলি বদ্ধ করিয়া পাক করিবেন শেষ ১৬ সের থাকিবে ঐ জলে ১০০ পল পুরাতন গুড় পাক করিয়া অবলেহের উপযুক্ত হইলে পাক পাত্র চুলা হইতে নামাইবেন পরে উক্ত শুণ্ঠ্যাদি দ্রব্যের চূর্ণ ইহাতে দিয়া উত্তমরূপে

মিশ্রিত করিবেন। সেবন ১ তোলা পরিমাণ পরে শুণ্ঠী চূর্ণের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।

স্বল্পরসেন্দ্র গুড়িকা। শোধিত রস ২ তোলা তাহাতে জয়ন্তী পত্র রস ১তোলা নির্জ্জল আদার রস ১তোলা দিয়া মর্দ্দন করিতে করিতে ঘন হইলে তাহাতে জলস্থ কাঁকড়ার রস ১ তোলা গুড়কামায়েরপাতার রস ১ তোলা দিয়া ৪ প্রহর রৌদ্রে ও ৪ প্রহর শিশিরে রাখিবেন, শোধিত গন্ধক ১ পল ইহাতে ভাবনা ভৃঙ্গরাজের রস ১ তোলা পরে খলে মর্দ্দন করিতে করিতে ভৃঙ্গরাজের রস শুষ্ক হইলে এবং পারা অতি পরিষ্কার হইলে কজ্জলী করিবে সেই কজ্জলীতে ১ পল ছাগদুগ্ধ দিয়া খল করিতে২ বটি পাক হইবার মতহইলে ২রতি পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান ছাগ দুগ্ধ ঔষধ পান করিয়া খাইতে হইবে তদনন্তর শুণ্ঠী চূর্ণের সহিত উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, পথ্য ঘৃত মাংসাদি।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কাসাধিকার সমাপ্তঃ।

দর্পণং। উরুক্ষত চিকিৎসা।

কানড়াদিচূর্ণ। কানড়মূল মরীচ মুথা বচ দ্রাক্ষা শতমূলি তালিশপত্র ত্রিকটু চিনি, এষাংপ্রতি সমচুর্ণ ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ত্রিকটু জল।

বৃহত্তালিশাদি মোদক। তালিশপত্র ২ তোলা অভ্রভস্ম ৪ তোলা মরীচ ৬তোলা শুণ্ঠী ৮ তোলা পিপুল ১০ তোলা বচ কুড় ত্রিজাতক ত্রিমদ এষাংপ্রতি প্রত্যেকে ১ তোলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চুর্ন করিয়া সকলের সমান চিনি এবং মধু দিয়া মর্দ্দন করিবেন সুন্দর রূপে মর্দ্দিত হইলে ৮ মাষা পরিমাণ মোদক করিবেন অনুপান জল এই ঔষধ সেবন দ্বিসন্ধ্যা করিবেন, ইহাতে পঞ্চ প্রকার কাস শ্বাস রাজযক্ষা উরুক্ষত জ্বর দাহ তৃষ্ণা ভ্রম ছর্দ্দি অরুচি অম্লপিত্ত অগ্নিমান্দ্য সংগ্রহগৃহিণী এই সকল রোগ নাশ হয়।

অশ্বগন্ধাদি অবলেহ। নাগরী অশ্বগন্ধা ত্রিকটু বংশলোচন ত্রিজাতক পিণ্ড খর্জ্জূর তালিশপত্র নাগেশ্বর জায়ফল লবঙ্গ জয়ত্রী পিপুলমূল পদ্মবীজ জীরা কৃষ্ণজীরা বেলশুঠা ধাতকীপুষ্প ত্রিফলা খদিরকাষ্ঠ মসুরি মহাবরি বচ বালা অভ্রভস্ম জটামাংসী বঙ্গভস্ম জ্যেষ্ঠমধু শতমূলি ব্যাকুড়বীজ আলকুষি বীজ ত্রিমদ শঠী কর্পূর কজ্জলী স্বর্ণ ভস্ম কড়ি ভস্ম এষাংপ্রতি সমভাগে চুর্ণ করিবে সকলের দ্বিগুণ চিনি পাকার্থ মহিষদুগ্ধ ৪ সের গব্যঘৃত ।|০ সের পাক সমাপ্ত হইলে ।০ সের মধু দিয়া উত্তম রূপে তাড়ু দ্বারা নাড়িতে নাড়িতে মিশ্রিত হইলে ঔষধ ভাল হইবে ৮ মাষা পরিমাণে মোদক বাণ্ডিবে অনুপান ছাগদুগ্ধ পথ্য ছাগমাংস ইহাতে উরুক্ষত রাজযক্ষ্মা জ্বর দাহ কামলা রক্তপিত্ত অর্শ অগ্নিমান্দ্য গৃহিণী অতিসার রক্তাতিসার রক্ত কাস কফকাশ এই সকল রোগ নাশ হয়।

বাসাখণ্ড। বাসকমূল ১২।|০ সের পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের চিনি এক সের এই ক্কাথে চিনি পাক করিয়া ঘন হইলে পরে পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য চুর্ণ একসের ঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া লইবেন এবং রক্তচন্দন তালিষপত্র বচ কুড় ফুল্ল হরীতকী ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিমদ ত্রিজাতক দ্রাক্ষা জ্যেষ্ঠমধু পিণ্ডখর্জ্জূর এষাংপ্রতি ২ তোলা চুর্ণ ইহাতে দিয়া পাক করিবেন পরে দেড়পোয়া মধু দিয়া তাড়ু দ্বারায় নাড়িতে নাড়িতে মিশ্রিত হইলে ঘৃতভাণ্ডে রাখিবেন ভক্ষণ ৮ মাষা অনুপান কুষ্মাণ্ড জল, এই ঔষধ অগ্নি বলহীন ব্যক্তি ও শুক্র হীন ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে ইহাতে রাজযক্ষ্মা বিকার রক্তপিত্ত উরুক্ষত সকল প্রকার কাস সর্ব্ব প্রকার শোথ জ্বর নানা প্রকার অতিসার গৃহিণী এই সকল রোগ নাশ করে।

ইতি দর্পণে উরুক্ষত চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

কাস চিকিৎসা।

পঞ্চমূলাদি পাচন। শালপানি চাকুল্যা ব্যাকুড় কণ্টকারি গোক্ষুরি, এষাং প্রতি ৪ মাষা পাকার্থ জল ১ সের শেষ এক ছটাক প্রক্ষেপ মধু ২ রতি।

শঠ্যাদিচূর্ণ। গন্ধশঠী কাঁকড়াশৃঙ্গি পিপুল বামনহাটী মূল পুরাতন গুড় বাসক ছাল এষাংপ্রতি সমভাগে চূর্ণ করিবে ভক্ষণ ৪মাষা অনুপান তিল তৈলে গুলিয়া খাইবে, ইহাতে বাত কাস নষ্ট করে।

বলাদিপাচন। বাট্যামাষ্‌ল কণ্টকারী ব্যাকুড় বাসক মূল দ্রাক্ষ এষাংপ্রতি ৪ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা চিনি ৪ মাষা, ইহাতে পিত্তকাস নষ্ট করে।

দ্রাক্ষাদ্যবলেহ। দ্রাক্ষা কামলা পিণ্ডখর্জ্জুর পিপুল মরীচ, এষাংপ্রতি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধু দ্বারায় অবলেহ করিবে, ইহাতে পিত্তকাস নষ্ট করে।

পুষ্করাদি। কুড় কর্কট ভাগীমূল শুণ্ঠী পিপুল, এষাংপ্রতি ৫ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ উষ্ণদ্রব্য সকলের চূর্ণ করিয়া ৪ মাষা দিবেন, ইহাতে কফ কাস নষ্ট করে।

দশমূলাদি।

দশমূলের পাচন পরিমাণ ক্বাথে পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা দিয়া সেবন করিবেন ইহাতে কফ কাস নষ্ট করে।

কটফলাদি পাচন। কর্ফল কুশা কেশুর থাকড়া শরবরাটি বামনহাটী মূল মুথা ধন্যা বচ হরীতকী কাঁকড়াশৃঙ্গী যব পর্পটী শুণ্ঠী দেবদারু ঘৃত, এষাংপ্রতি ১৷৹ মাষা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা হিঙ্গু ১ রতি, ইহাতে বাত কফ জন্য কাস কণ্ঠরোগ শূল শ্বাস হিক্কা জ্বর এই সকল পীড়া নাশ করে।

দশমূলাদি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের পাকার্থ দশমূল প্রতি ৩ পোয়া পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, কল্ক কুড় বামনহাটী মূল শঠী বেলশুট দেবদারু ত্রিকটু হিঙ্গু, এষাং

প্রতি ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত একত্র করিবে অনু-পান দুগ্ধ।

কণ্টকারি ঘৃত ৪ সের কণ্টকারি রস ১৬ সের দশমূল পত্র শাখা একত্রে ৮ সের জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের রুকল বাট্যালামূল ত্রিকটু বিড়ঙ্গ শঠী চিতামূল সচল লবণ যব-ক্ষার বেলশুঠা আমলা কুড় বিছুটিমূল ব্যাকুড়মূল হরীতকী যমানী দাড়িম্বফল দ্রাক্ষা শ্বেতপুনর্ণবা মূল চঞি দুরালভা অম্লবেতস কাঁকড়াশৃঙ্গী তালিশপত্র বামনহাটী মূল রাস্না গোক্ষুরি, এষাংপ্রতি ২ তোলা চূর্ণ করিবে ঔষধ সেবন দ্বিসন্ধ্যা পরিমাণ এক তোলা, ইহাতে সকল কাস শ্বাস হিক্কা নাশ হয়।

রাস্নাদি লৌহ রাস্না তালিশপত্র কর্পূর খুলকুড়িমূল শিলাজতু ত্রিকটূ ত্রিফলা ত্রিমদ, এষাংপ্রতি ৪ মাষা সর্ব্ব তুল্য লৌহভস্ম মধুতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণ বটি বান্ধিবে অনুপান মধু। ইহাতে সকল উপদ্রব সংযুক্ত কাস স্বরভঙ্গ ক্ষয়কাস ইত্যাদি সকল নাশ হয়।

বাসাদি চুর্ণ। বাসকমূল ছাল বালা মুথা গুলঞ্চেরছাল শুণ্ঠী ধাতকীপুষ্প আতইচ বেলশুঠা অভ্রভস্ম কৃষ্ণজীরা ক-র্কল কুড় জায়ফল হিঙ্গ লবঙ্গ সোহাগা বচ গুড়ত্বক এলাইচ বীজ মরীচ বামনহাটীমূল, এষাংপ্রতি ১ তোলা সকল চুর্ণ করিয়া একত্রে পেষণ করিবে ভক্ষণ ৪ মাষা অনুপান ছাগ দুগ্ধ কুষ্মাণ্ডজল মধু, ইহাতে শ্বাস কাস বিষম জ্বর পঞ্চ-কাস ইত্যাদি রোগ নষ্ট করে এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয় ও বল আর দেহ পুষ্টি করে।

কফকেশরি রস। কর্কল কুড কাঁকডাশৃঙ্গী রস তালি-পত্র কজ্জলী এ সকলের সমান ত্রিকটূ চুর্ণ সকল চুর্ণ একত্র করিয়া স্বর্ণ পত্র সরে ৩ দিবস ভাবনা দিবে মটরাকৃতি বটি অনুপান আদার রস মধু।

কাসসংহার বটি। স্বর্ণমাক্ষি পারা গন্ধক জয়পাল রসা-

ঞ্জন সোহাগা আকিঙ্গ শৃঙ্গি কুঁচিলা, এই সকল দ্রব্য শো-
ধন করিবে, বচ চিতামূল তালিশপত্র নিম্ববীজ ত্রিকটূ ত্রি-
ফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চুর্ণ করিয়া বেগুণা পত্র
রসে ভাবনা দিয়া গুঞ্জাকৃতি বটি করিবেন অনুপান আদা
ও পানের রস, ইহাতে সকল প্রকার কাস বিকার সর্ব্ব
প্রকার শূল সকল বাত নানা প্রকার অতিসার অম্ল পিত্ত
সকল সর্ব্ব প্রকার শোথ এই সকল রোগ নষ্ট হয় এবং দেহ
পুষ্টি অগ্নি বৃদ্ধি ও উত্তম রূপ অরুচি নষ্ট হয়।

রসেন্দ্রবটিকা। পারা গন্ধক অভ্র ভস্ম লৌহভস্ম তম্র ভস্ম
হরিতাল শৃঙ্গ মর্নঃশিলা ধুস্তূরবীজ এই সকল শোধিত
করিয়া সকল ভস্ম প্রতি ২ তোলাতে যত হইবে তাহার
সমান মরীচচুর্ণ, ভাবনা জায়ফল ক্বাথ জয়ন্তীপত্র রস চি-
তামূল রস মানদগু রস ঘঁটু পাতার রস নিদিগ্ধিকা রস
ঘোড়াসিজ পত্র রস দন্তিমুল বেগুণাপত্র রস আদার রস
সাচিপানের রস, এষাং প্রতি এক দিবস, সার্ষপ পরিমান
বটি অনুপান, মধু, ইহাতে সকল প্রকার কাস শ্বাস কাস
পৃথক দ্বন্দ্বজ কাস ঘোরজ্বর তন্দ্রা অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদির
রোগ নাশ হয়।

ইতি দর্পণে কাস চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

হিক্কা চিকিৎসা।

চন্দনাদি তৈল প্রভৃতি কাস রোগ উক্ত যে যে তৈল
আছে তাহা শরীরে মর্দ্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ ক-
রিলে এবং লবণের পুটলি করিয়া ব্রহ্মতালুতে তাপ দিলে
আর নিশ্বাস কিঞ্চিৎ কাল রোধ করিলে এবং কোন রূপে
রোগীকে চিন্তাযুক্ত করাইলে ও শীতল জল পান করাইলে
এবং মনোহর বাক্য কহিলে আর যাহাতে শোকোৎপত্তি
হয়, কিম্বা প্রস্রাব অধিক হয় এমত কোন ঔষধাদি দিবেন

অর্থাৎ বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া হিক্কা হয়, অধোবায়ু হইলে প্রস্রাব হয়, তাহাতে হিক্কা নষ্ট হয়, আর জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ মধু সং-যোগ করিয়া নস্য দিবেন, এবং শ্বেত সর্ষপ পিপুল চূর্ণ করিয়া নস্য দিবেন, আর পিপুল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত নস্য দিবেন।

মুষ্টিযোগ। পিপুল আমলকী শুণ্ঠী চূর্ণ সমভাগ এবং ঘৃত মধু চিনি সমভাগ এই ছয় দ্রব্য মিলিত করিয়া মুখে রাখিলে হিক্কা নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং হিক্কাধিকার সমাপ্তঃ।

শ্বাস রোগের চিকিৎসা।

চন্দনাদি তৈল মর্দ্দন করিয়া বড় লৌহ একখান অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া উভয় কক্ষে উভয় হস্তে এবং করের উভয় পৃষ্ঠে তাপ দিবেন, আর কণ্ঠ কূপে লৌহ পালা উত্তপ্ত করিয়া পুনঃ২ তাপ দিবেন।

মুষ্টিযোগ। পুরাতন গুড় সর্ষপ তৈল সমভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়।

পাচন। বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল শালপানি চাকুল্যা কণ্টিকারি গোক্ষুরী ব্যাকুড়, এযাৎপ্রতি ১৬ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল কাপড়ে ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া ঈষউষ্ণ সেবন করাইবেন, আর কুলত্থ কলাই অগুরু কণ্টকারি এযাৎপ্রতি জল ৪পল শেষ ১পল কাপড়ে ছাঁকিয়া কুড় সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৪রতি প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবেন, ইহাতে শ্বাস হিক্কা নিবারণ হয়।

পুচ্ছাবলেহ। ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ৪০ রতি মধু ৪০ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয় কিন্তু বালকের প্রতি বিশেষ উপকার হয়।

শিখিপুচ্ছ ভস্ম করিবার বিধি, মৃত্তিকা পাত্রের মধ্যে দিয়া তাহার মুখ রুদ্ধ করিয়া জাল দিবেন, সেই পাত্র অগ্নি তুল্য হইলেই ভস্ম হয়।

ভার্গীগুড়। বামনহাটির মূল ১০০ পল বিল্বছাল সোণার ছাল গাম্ভারির ছাল পারুলপাদ গণিয়ারিছাল শালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারি গোক্ষুরী ব্যাকুড়, এবাংপ্রতি ১০ পল আস্ত হরীতকী ১০০ পল জল ১৪৪ সের শেষ ৩৬ সের পুরাতন গুড় ১০০ পল গুড় অবলেহের উপযুক্ত পাক হইলে শুণ্ঠী পিপুল মরিচ দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ এই সকল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া এবাংপ্রতি ১ পল যবক্ষার ৪ তোলা গুড় ৪ তোলা সেবন করিবেন কিন্তু হরীতকীচূর্ণ সম্ভব পরে সেবন করিয়া পশ্চাৎ গুড় ৪ তোলা ভক্ষণ করিতে হয়।

গুড় পাক করিবার বিধি। বৃহৎ এক পাত্রে ১৪৪ সের জল দিয়া বামনহাটির মূল ১০০পল ছেঁচিয়া এবং বিল্ব ছালাদি ১০ দ্রব্য ১০ পল করিয়া ছেঁচিয়া তাহাতে দিবেন আর আস্ত হরীতকী বস্ত্রের পুটল করিয়া তাহাতে দিবেন, পরে জাল দিয়া ৩৬ সের জল থাকিতে বস্ত্রে ছাকিয়া জল পুনর্ব্বার জালে চড়াইয়া ঐ শত পল গুড় তাহাতে দিয়া অবলেহের ন্যায় পাক হইলে নামাইয়া শুণ্ঠী আদিচূর্ণ সকল তাহাতে দিবেন এবং যবক্ষার চারি তোলা দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতে২ শীতল হইলে মধু ১৬ পল দিবেন, পথ্য দুগ্ধ মাংসাদি মৎস্যের যূষ ঈষউষ্ণ থাকিতে সেবন করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত রস। পারা ২ তোলা গন্ধক ৪ তোলা ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর খলে মাড়িয়া তাম্রপাত্রে ঐ ২ তোলা পারা গন্ধক ঘৃতকুমারীর রসে মাখিয়া শুষ্ক হইলে মৃত্তিকার কৌটাতে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া কৌটা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া বালির হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ বদ্ধ করিয়া চারি প্রহর জাল দিয়া পরে হাঁড়ি শীতল হইলে কৌটা বাহির করিয়া সেই তাম্রপাত্রে চূর্ণ দিয়া ২ রতি মধুদিয়া মাড়িয়া

তাহাতে বাসকপত্রের রস সম্ভব পর দিয়া সেবন করিবেন পরে রাখালসশারমুল দেবদারু শুণ্ঠী পিপুল মরীচ চূর্ণ সমভাগ এবং চিনি মিলিত করিয়া সাধ্যানুরূপ সেবন করিবেন। পথ্য স্থৃত দুগ্ধ মাংসাদি এবং অতিশয় স্নিগ্ধ বা রুক্ষ দ্রবা গ্রহণ করিবেন না।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শ্বাসাধিকার সমাপ্তঃ।

স্বরভঙ্গ চিকিৎসা।

স্বরভঙ্গ তিন প্রকার হয় বাতজ পিত্তজ কফজ।

বাতজে মুষ্টিযোগ। সৈন্ধব চূর্ণ সংযুক্ত তিল তৈল হিতকারী হয়, পিত্তজ মধু যুক্ত ঘৃত উপকারী হয়, কফজে তেঁতুল ছালাদি ক্ষার শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিবেন।

কল্যাণ ঘৃত। হরিদ্রা কুড় বচ পিপুল শুণ্ঠী কৃষ্ণজীরা বনযমানী জ্যেষ্ঠমধু সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সুক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমভাগে একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত অবলেহ করিয়া খাইবেন, স্বরভঙ্গে তপ্তজল কিঞ্চিদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন আর হিমজলে স্নান ও তাহা পান কর্ত্তব্য নহে।

ব্রহ্মীঘৃত। ঘৃত ৪ সের ব্রহ্মীরস ১৬ সের কল্কার্থ হরিদ্রা জাতিপুষ্প কুড় বৃহতী হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল পিপুল বিড়ঙ্গ সৈন্ধব চিনি বচ এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃত পাকের প্রকার, উত্তম পাকপাত্রে ব্রহ্মীরস ১৬ সের দিয়া তাহাতে হরিদ্রাদি চারি দ্রব্য ছেঁচিয়া এবং জাতিপুষ্প না ছেচিয়া একত্রে এক পুটলি বান্ধিয়া পাক করিলে ৪ সের ব্রহ্মীরস থাকিতে পুটলি নিঙ্গড়িয়া রস লইবেক পরে ঘৃতের সহিত পাক করিবেন যখন রস নিঃশেষ প্রায় হইবে তখন পিপুলাদি দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ ও সৈন্ধব এবং চিনি এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃতে দিয়া নাড়িতে২ যখন শীতল হইবে তখন অন্য পাত্রে

রাখিবেন। সেবন ১ তোলা অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ এবং স্বরভঙ্গে ক্ষয়ান্তক লৌহ সেবন বিধি আছে এই ঔষধ স্থানান্তরে পাইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং স্বরভঙ্গ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অরুচি চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। দারুচিনি মুথা এলাইচ ধন্যা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া মুখে রাখিলে অরুচি নষ্ট হয় এবং মুথা আমলকী দারুচিনি সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া সর্ব্বদা মুখে রাখিবে আর, দারুচিনি দেবদারু আমলকী পিপুল চঞি এই কয়েক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে মুখে রাখিবে কফের ক্রুরতা ব্যতিরেকে অরুচি হয় না আর যদি চিকিৎসার দোষে নানা প্রকার বিরস সামগ্রী ভোজনদ্বারা অরুচি জন্মে তবে রোগীকে শীতল সামগ্রী ভোজন করাইবেন কিন্তু কফ জন্য অরুচিতে শীতল দ্রব্য ভোজন নিষেধ, কফ স্বত্বে নানা প্রকার তিক্ত কষায় ঔষধ দ্বারা যদ্যপি হয় তবে কাট খোলায় রক্তবর্ণ ধান্যের থই করিয়া তাহাকে চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণ মিছরির রসে পাক করিয়া তাহাতে মরীচ ধন্যার চাউল এলাইচ কুঙ্কুম নাগেশ্বর পুষ্প এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দিয়া সদ্যজাত গব্যঘৃত দ্বারায় লাড়ু বান্ধিবেন পরে রোগীকে খাওয়াইবেন। কষায়ন অরুচিতে গৃহজাত উত্তম তক্র জীরার ফোড়নে সন্তলন করিয়া খাইবে আর মৌরলা মাছের যূষে আদার রস এবং আমরুলের রস দিয়া খাইবে ভোজনান্তর কর্পূরবাসিত জল পান করিবে।

মোদক। যবের সূক্ষ্ম চূর্ণ চিনি কিম্বা মিছরির রসে পাক করিয়া তাহাতে লবঙ্গ জায়ফল জয়িত্রী দারুচিনি কর্পূর শুণ্ঠী পিপুল মরীচ যমানী মহুরি ধন্যা এলাইচ অল্প ভাজা মেথি জীরা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মোদক করিবেন মোদক পাকের প্রকার, শুভ্রবর্ণ চিনি কিম্বা মি-

ছরি তাহাতে সম্ভব মত জল দিয়া নূতন পাত্রে পাক করিয়া জলের চতুর্থাংশের একাংশ থাকিতে তাহাতে যব চূর্ণ দিয়া মোদক পাকের মত হইলে পাক নামাইয়া উক্ত দ্রব্য সকলের চূর্ণ তাহাতে দিবেন চিনি কিম্বা মিছরি ১ সের কাঁচা যব চূর্ণ আধসের লবঙ্গাদি দ্রব্যের প্রত্যেক ৫৷৹ রতি দিয়া তাডুর দ্বারা নাড়িতে২ লাডু বান্ধিবারমত হইলে বান্ধিবেন সুখসেব্য মত রোগীকে ভোজন করিতে দিবেন।

আমলকী চূর্ণ। মটকা তেতুল চুর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া খাইবেন অথবা ঐ দুই চুর্ণের সহিত সৈন্ধব চুর্ণ মিলিত করিয়া সেবন করিবেন কিম্বা মিছরি চুর্ণ দিবেন।

ইতি অরুচি চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ ছর্দ্দি চিকিৎসা।

শ্বেতচন্দন জল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া ২ তোলা আমলকীর রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা মিলিত করিয়া খাইবেন শ্বেতচন্দন বেণামূল বালা শুণ্ঠী বাসকছাল এই সকল দ্রব্যের সুক্ষ্মচুর্ণ সমভাগে চালুয়ানি এবং মধু দিয়া খাইবেন অথবা ঐ সকল দ্রব্য চালুয়ানি দিয়া বাটিয়া মধুর সহিত সেবন করিবেন, ভাজামুগ ২ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল খই চুর্ণ ৪ মাষা দারুচিনি ৪ মাষা দিয়া খাইবে হরীতকী চুর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা ৪ পল জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে ৪ মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া উষ্ণ থাকিতে খাইবে আমশুঠা বেলশুঠা উভয়োঃ প্রতি ১ তোলা জল৪ পল শেষ ১ পল মধু৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া খাইবেন।

এলাচাদি চূর্ণ। এলাইচ লবঙ্গ নাগেশ্বর ফুল কুলআঁটির শস্য খই প্রিয়ঙ্গু মুথা রক্তচন্দন পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগ সুক্ষ্মচূর্ণ একত্রে করিয়া মধু এবং চিনি তাহাতে

দিয়া মাতগুড়ের মত চাটিয়া খাইবেন। সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং ছর্দ্দি চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ তৃষ্ণা চিকিৎসা।

পদ্মকাষ্ঠাবলেহ। ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ পদ্মকাষ্ঠ গুলঞ্চ নিম্বছাল ধন্যা রক্তচন্দন এই পাঁচ দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল ৩ মাষা ২ রতি জল ১৬সের শেষ কল্কার্থ পদ্মকাষ্ঠ ১পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি গুলঞ্চ ১ পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি নিম্বছাল ১ পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি ধন্যা ১ পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি রক্তচন্দন ১ পল ২ তোলা ২ মাষা ২ রতি পাকের প্রকার ক্কাথ দ্রব্য ১৬ সের জল শেষ ৪ সের কল্ক দ্রব্য সকল শেষ ৪ সের ক্কাথে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১ সের থাকিবে তাহা ৪সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে আর তৃষ্ণা বিশেষে সুশীতল জল দ্বারা খইমণ্ড করিয়া মধুর সহিত খাইবে খই সিদ্ধ করিয়া মণ্ড খাইবে না আর তৃষ্ণাতে মধু গণ্ডূষ ধারণ করিবে অর্থাৎ স্বহস্তে মধু আর সমান শীতল জল একত্রে লইয়া খাইবে। খই চূর্ণ ২ তোলা মধু ৪ মাষা পক্ক গাম্ভারি ছাল চূর্ণ ২ তোলা ৪ মাষা মধুর সহিত খাইলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়। দাড়িম্ব রস কিম্বা আমলকীর রস অথবা আমরুলের রস মুখের উপরে লেপন করিলে পিপাসা দূর হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং তৃষ্ণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ মূর্চ্ছাধিকার।

মূর্চ্ছা হইলে অগ্রে নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বোধ করিবেন যদি বায়ু প্রবল থাকে তবে বায়ু নিবারক বিষ্ণু তৈলাদি সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবেন তাঁহা করাইলে যদি শীঘ্র

মূর্চ্ছা না যায় তবে সর্ব্বাঙ্গে শীতল জল দিবেন তাহাতে বায়ু দমন হইয়া মূর্চ্ছা দূর হয়।

মূর্চ্ছাতে পিত্ত প্রকোপ বোধ হইলে পিত্ত নিবারক গুড়চ্যাদি তৈল মর্দ্দন করাইবেন অথবা গুলঞ্চের রস মর্দ্দন কিম্বা পটোলপত্র রস সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবেন অথবা রক্তচন্দন ঘর্ষণ করিয়া মর্দ্দন করাইবেন মূর্চ্ছা কিঞ্চিত দূর হইলে ঘন চন্দনাদির ক্বাথ খাইতে দিবেন এবং পটোলপত্রের রস সেবন করাইবেন এই সকল প্রকরণ করিলে পিত্ত জন্য মূর্চ্ছা দূর হয়।

আর মূর্চ্ছাতে যদি কফের প্রবলতা বোধ হয় তবে কফ নিবারক দশমূলাদি তৈল মর্দ্দন ও সিদ্ধিরপত্র ভাজিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ অথবা ভাজা শঠির সূক্ষ্ম চূর্ণ কিম্বা ভাজা হরিদ্রা সূক্ষ্মচূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ এই সকল প্রকার করাইলে রোগীর কফ জন্য মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

ধুস্তুর ভক্ষকের মূর্চ্ছাতে। দুগ্ধ কাঁঠাল আদা আমরুলের রস এই সকল হিতকারী হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং মূর্চ্ছাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

অথ দাহ চিকিৎসা।

দাহ হইলে পিত্তজ্বরের যে সকল পাচনাদি আছে তাহা পান করাইবেন এবং রাঙ্গা নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার ভিতরে ইক্ষু গুড় পূর্ণ করিয়া খাইতে দিবেন এবং চিনির পানাতে ধন্যার চাউল বাটিয়া দিবেন আর গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা ক্ষেত্রপাবড়ার ক্বাথ মধু দিয়া পান করিবেন আর মুগের দাল ভিজা বাতাস্যার সহিত খাইবেন এই সকল প্রকার ক্রিয়াতে দাহ নিবারণ হয় রোগে অত্যন্ত শীতক্রিয়া উচিত নহে।

ইতি সারকৌমুদ্যাং দাহাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ উন্মাদাধিকার।

উন্মাদ হইলে শীতল দ্রব্য ভোজন ও ভেদক ঔষধ দ্বারায় ভেদ করাইবেন পথ্য যব চুর্ণ ও গোধুম চুর্ণ সিদ্ধ করিয়া দিবেন আর গাভী দোহন করিবা মাত্র সেই দুগ্ধ ঈষ দুষ্ণ থাকিতে পান, শত ধৌত ঘৃত এবং পুরাতন ঘৃত শরীরে মর্দ্দন, ছাগমাংস কচ্ছপমাংস পটোল পুরাতন কুষ্মাণ্ড বাস্তুকশাক পল্‌তা হিঞ্চাশাক শুশুনি কলম্বী চাঁপানটিয়া বৃষ্টি জল উটের মূত্র এবং গর্দ্দভ মূত্র শীতল নারিকেল জল শতমূলি রস মিছরির সহিত এই সকল দ্রব্য পথ্য করাইবেন ঔষধ. সোনাজারা চতুর্মুখ প্রভৃতি আতা আনারস কত্‌বেল দাড়িম্ব কাঁঠাল এই সকল দ্রব্য ভোজন এবং কটু তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইয়া বন্ধন করিয়া রৌদ্রে শয়ন করাইয়া কটু তৈলের নস্য দিবেন, শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হিঙ্গ সৈন্ধব কটকি শিরীষবীজ দরকরঞ্জবীজ শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গোমূত্রে পেষণ করিয়া শরীরে মর্দ্দন, আর দশবৎসরের ঘৃত মর্দ্দন করাইয়া এবং ভোজন করাইয়া নির্জ্জন স্থানে শয়ন করাইবেন কিম্বা কোকিলের মাংস.ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে শয়ন করাইবেন, মধু শ্বেত বাট্যালার রস সমভাগ একত্র করিয়া খাইবে, ব্রহ্মীরস ৪ মাষা কুড় চুর্ণ ২ মাষা মধু দুই মাষা একত্র করিয়া পান করিবে, কুষ্মাণ্ডরস চিনি কিম্বা মিছরির সহিত একত্র করিয়া সেবন, বচের ক্বাথ অথবা বালার ক্বাথ খাইবে এবাং কল্যাণ.ঘৃত মহাকল্যাণ ঘৃত চৈতস ঘৃত নারায়ণ তৈল মহা নারায়ণ তৈল আর ভূতাদি.সঙ্গ হেতু যে উন্মাদ হয় তাহা নিবারণকরা ভুত বিদ্যাবিদ্ব্যক্তি দ্বারায় কর্ত্তব্য এবং পিপুল মরীচ সৈন্ধব মধু গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু দিবেন।

কল্যাণ ঘৃত। রাখালসার মূল হরীতকী আমলকী বয়ড়া রেণুকা দেবদারু এলবালুক সালপানী মুথা তুরগ

পাদুকা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল এলাইচ দন্তিমূল মঞ্জিষ্ঠা দাড়িম্ববীজ নাগেশ্বর ফুল তালিশপত্র-বৃহতী মালতীফুল বিড়ঙ্গ চাকুল্যা কুড় রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল কল্‌ক দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা ঘৃত ৩২ পল জল ১৬ সের, ঘৃত পাকপ্রকার কল্‌ক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া ১৬ সের জলে পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, এই ঘৃত খাইবে এবং শরীরে মর্দ্দন করিবে।

ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত। কল্যাণ ঘৃতের কল্‌ক দ্রব্য সকলে ১৬ সের জল দিয়া শেষ ৪ সের থাকে ইহাতে ৮ সের জল দিয়া ৪ সের ক্বাথ থাকিবে এবং ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিয়া ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিবেন, এই বিশেষ।

মহাকল্যাণ ঘৃত। ক্বাথার্থ শালপানি তুরগ পাদুকা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল এলাইচ মঞ্জিষ্ঠা দন্তি দাড়িম্ব নাগেশ্বর তালিশপত্র বৃহতী জাতিপুষ্প বিড়ঙ্গ চাকুল্যা কুড় রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ এই সকল প্রত্যেকে ৩ পল ৬ মাষা ৯ রতি জল ৬৪ সের ঘৃত ৩২ পল আর একবার প্রসব হইয়াছে এমত সবৎসা গাভীর দুগ্ধ ১৬সের কল্‌কার্থ চাকুল্যা বনমাষকলাই বনমুগ কাকোলী আলবুশীমূল ঋষিবক ঋদ্ধিভেদ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১পল লইবেন পাকের প্রকার। বৃহৎ পাকপাত্রে ৬৪ সের জল দিয়া কাথ দ্রব্য সিদ্ধ হইলে ১৬ সের থাকিবে ঐ১৬সের ক্বাথে কল্‌ক দ্রব্য সকল সিদ্ধ করিয়া শেষ৪ সের থাকিতে ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয় ঘৃত রোগীকে খাইতে এবং মর্দ্দন করিতে দিবেন।

চৈতস ঘৃত। ক্বাথার্থ কণ্টিকারি বৃহতি শালপানি চাকুল্যা গোক্ষুর শ্রীফলছাল সোনাছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল রাস্না এরণ্ডমূল তেউড়ি বাট্যালা মূর্ব্বা শতমূলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের

ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ রাখালসসা বৃহতী বয়ড়া আমলকী রেণুকা দেবদারু এলবালুকা সালপানী তুরগ পাদুকা হ-রিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্তমূল শ্যামালতা প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল এলাইচ মঞ্জিষ্ঠা দন্তি দাড়িম্ব নাগেশ্বর তালিশ পত্র বৃহতী জাতিফুল বিড়ঙ্গ চাকুল্যা কুল রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ এই স-কল দ্রব্য ২ তোলা ২ মাষা ৪ রতি, ঘৃত পাকের প্রকার, ১৬ সের ক্কাথে কল্ক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া দিয়া মধ্যম জ্বালে জাল দিয়া শেষ ৪ সের থাকিবে তাহার সহিত ঘৃত পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

শিব ঘৃত। ঘৃত ৪ সের দুগ্ধ ৮ সের সালপানী চাকুল্যা কণ্টিকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বেলছাল সোনাছাল গাম্ভারি ছাল পারুলি ছাল গণিয়ারি ছাল, এযাংপ্রতি ৫ পল ক্কাথার্থ জল ৬৪সের শেষ ১৬ সের নপুংসক শৃগালের মাংস ৫০ পল জল ৬৪ সেরের সহিত ২২ দিনে ২২বার পাক ক-রিয়া ১৬ সের ক্কাথ থাকিবে এই দুই ক্কাথ একত্র ঘৃতের স-হিত পাক হইবে এবং দুগ্ধ ও ক্কাথের সহিত পাক হইবে জল নিঃশেষ হইলে পাক সিদ্ধ হয় এই ঘৃত খাইতে এবং মর্দ্দন করিতে হয়।

শিবাঘৃত পাকের অন্য প্রকার। দশমূল এবং কল্ক দ্রব্য চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া শেষ ১৬ সের এবং মাংসের ক্বাথ ১৬ সের একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিতে হয়, কল্ক দ্রব্য জ্যেষ্ঠমধু মঞ্জিষ্ঠা কুড় রক্তচন্দন পদ্মকাষ্ঠ হরীতকী বয়ড়া আমলকী বৃহতী তুরগ পাদুকা বিড়ঙ্গ দাড়িম্ব ফল দন্তি দেবদারু রেণুকা তালিশপত্র না-গেশ্বর শ্যামালতা রাখালসসারমূল সালপানী প্রিয়ঙ্গু মা-লতী পুষ্প বিকলা নীলোৎপল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা অনন্ত মূল মেদ এলাইচ এলবালুকা চাকুল্যা এই সকল দ্রব্য প্র-ত্যেকে ২ তোলা পাকের অন্য প্রকার যথা উক্ত মসলায়

১৬ সের ক্বাথে মাংস পাক করিয়া ৪সের যে ক্বাথ থাকিবে তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উন্মাদাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ অপাস্মর চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। গোমূত্র রাইসরষা সজিনা ছাল এই তিন দ্রব্যের ধুম দিবেন, বচচূর্ণ ১ তোলা ৪০ রতি মধুর সহিত খাইবে।

পুরাতন কুষ্মাণ্ড রস ৮ তোলা জ্যেষ্ঠমধু ২ তোলা ব্রহ্মী-রস ২ তোলা মধু ২তোলার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবে ব্রহ্মীঘৃত, পুরাতন ঘৃত ৪ সের ব্রহ্মীর রস ১ সের কল্কার্থ বচ ২পল ৫ তোলা ২ মাষা ৭ রতি কুড ও বালা উক্ত পরিমাণে লইবেন, পাকের প্রকার সকল একত্রে পাক করিয়া ব্রহ্মীর রস নিঃশেষ হইলে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং অপস্মার চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ ছর্দ্দিত বায়ু চিকিৎসা।

বাট্যালা যূষ। সালপানি চাকুল্যা কণ্ঠীকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাট্যালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ মাষা ৭ রতি পাক প্রকার সালপান্যাদি ৬ দ্রব্য কুচা করিয়া ১পল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া চড়চড়ির ন্যায় হইলে তাহাতে ৫সের জল দিয়া পাক করিবেন সুখসেব্য মত জল থাকিতে নামাইয়া সেবন করিবেন এবং ঐ ৬দ্রব্য বাটিয়া খাইবেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে নবনীতের সহিত মাষকলাই বাটিয়া লাড়ুর মত করিয়া খাইবেন।

মুষ্টিযোগ। বিল্বছাল সোনাছাল গাম্ভারি ছাল পারুল ছাল গণিয়ারি ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্ঠীকারি গো-ক্ষুরি ব্যাকুড়, এই সকল দ্রব্যের রস প্রত্যেকে ১০ তোলা দুগ্ধ

১০০তোলা এই ২০ তোলা একত্রে পাক করিয়া ১৫ তোলা থাকিতে সেবন করিবেন।

পাচন। সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মিছরি কিম্বা চিনি ৪০ রতি বেলছাল সোনাছাল গাম্ভারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারি ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১৬ রতি জল ২পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ চিনি কিম্বা মিছরি ৪০ রতি।

অথ গৃধ্রসি বায়ুর চিকিৎসা।

মাষকলাই বাট্যালা। আমলকী মূল রাস্না এরণ্ড মূল অশ্বগন্ধা এরণ্ডতৈল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ মাষা ৩ রতি জল ৪পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ হিঙ্গু চূর্ণ এবং সৈন্ধব চূর্ণ ৪০ রতি এই ঔষধ পক্ষাঘাতেও দেওয়া যায়।

বেলছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল গণিয়ারিছাল পারুলছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১০রতি জল ৪পল শেষ ১পল ঈষদুষ্ণ থাকিতে ৪০ রতি এরণ্ডতৈল দিয়া খাইবেন।

হরীতকী বচ রাস্না সৈন্ধব দন্যওল, এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ ঘৃত ৪০ রতি অল্প উষ্ণ থাকিতে খাইবেন।

এই হরীতক্যাদি পঞ্চ দ্রব্যের ঔষধ গৃধ্রসীবায়ু রোগে লিখিত হইয়াও অপতালক বায়ু রোগেও যোগ করিবেন।

বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাট্যালা রাস্না গুলঞ্চ, এষাংপ্রতি ১।০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৪০ রতি অল্প তপ্ত থাকিতে খাইবেন।

বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল গণিয়ারি ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুর ব্যাকুড়, এষাং প্রতি ১৬ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল, অনুপান নির্জ্জল সেফালিকা পত্ররস ২ তোলা ঈষদুষ্ণ থাকিতে খাইবেন, যদি কটিদেশ বেদনা থাকে তবে শুণ্ঠী ২তোলা জল ৪পল শেষ ১ পল ইহাতে এরণ্ড তৈল ৪ মাষা দিয়া অল্প তপ্ত থাকিতে খাইবে।

ত্রিদোষঘ্নী গুগ্গুল। আতইচ অশ্বগন্ধা হবুষ গুলঞ্চ শতমূলি গোক্ষুরিবীজ বীরতাক বীজ রাস্না সলুড়া শণ্ঠী যমানী শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ১ তোলা মহিষাক্ষি গুগ্গুল সকলের সমান ঘৃত ৬ পল।

অথ গুগ্গুল পাকের প্রকার।

গুগ্গুল ২তোলা সিদ্ধ করিয়া পরে ধৌত করিয়া লইবে তদনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এই রূপে শোধন করিয়া পরে লৌহ কড়াতে ঘৃতের সহিত পাক করিতে করিতে মোহনভোগের ন্যায় হইলে শীঘ্র নামাইয়া ঐ সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ তাহাতে দিয়া যে পর্য্যন্ত উত্তম রূপে মিশ্রিত না হয় সেই পর্য্যন্ত তাড়ু দিয়া নাড়িবে, সেবন ১০ রতি পরিমাণ কিঞ্চিৎকাল পরে অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবে, পথ্য দুগ্ধ ঘৃত মাংস পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন রুটি ছোলার দাউল মানকচু পটোল ডুম্বুর ইত্যাদি, ইহাতে সকল বাত নষ্ট হয়।

ছাগলাদি ঘৃত।

নপুংসক ছাগমাংস বেলছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল গণিয়ারিছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় বাট্যালা, এষাংপ্রতি ১০ পল এই সকল প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ক্বাথার্থ জল ৬৪সের শেষ ১৬ সের ঘৃত ১৬ সের দুগ্ধ ১৬ সের শতমূলিরস ১৬ সের কল্কার্থ জীবন্তি জ্যেষ্ঠমধু দ্রাক্ষা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী নীলোৎপল মুথা রক্তচন্দন রাস্না সালপানি চাকুল্যা শ্যামালতা অনন্তমূল

মেদ মহামেদ কুড় জীবক ঋষিবক শঠী দারুহরিদ্রা প্রি-
য়ঙ্গু হরীতকী বয়ড়া আমলকী তগর পাদুকা তালিশপত্র
পদ্মকাষ্ঠ এলাইচ তেজপত্র শতমূলী নাগেশ্বর জাতিপুষ্প
ধন্যা মঞ্জিষ্ঠা দাড়িম্ব দেবদারু এলবালুকা রেণুকা বিড়ঙ্গ
জীরা এষাংপ্রতি ৪ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ১৬ পল পাকের
প্রকার, প্রথমত, মাংসের ক্কাথ করিয়া বেলছালের ক্কাথ ক
রিবে পরে ঐ মাংসের ক্কাথের সহিত একত্রে পাক করিয়া
কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে সোণা ছালের ক্কাথ এইরূপ পর
পর ক্রমে দশমূলাদি ক্কাথ করিয়া মাংস ক্কাথের সহিত ক্রমে
ক্রমে পাক করিয়া মাংস ক্কাথ ১৬ সেরের কিঞ্চিৎ অধিক
থাকিতে উক্ত পরিমাণ ঘৃত দুগ্ধ ও শতমূলি রস এই চারি
দ্রব্য এক বৃহৎ পাকপাত্রে লইয়া পাক করাতে সকল রস
নিঃশেষ হইলে ঘৃত নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে পরে জীবন্তি
প্রভৃতি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ঘৃতে দিয়া তাড়ুদ্বারায় নাড়িতে
নাড়িতে শীতল প্রাপ্ত হইলে ১৬ পল চিনি প্রক্ষেপ দিয়া
ঘৃত যত্ন পূর্ব্বক রাখিবেন সেবন ৫ তোলা পরিমাণ এবং
শরীরে মর্দ্দন করিবেন, পথ্য পূর্ব্ববৎ কিন্তু গৃহিণী বাত
ভিন্ন বায়ু রোগে যবচূর্ণ প্রকার ভেদ করিয়া পথ্য দিবেন
আর পঙ্গু বাত ভিন্ন অন্য বায়ু রোগে রুক্ষ দ্রব্য পথ্য বিধি
নহে, বাহুস্তম্ভ বাতে ঐ স্তম্ভিত হস্তে রুক্ষ স্বেদ করিবেন
এবং রুক্ষ নস্য দিবেন আর কল্যাণ চূর্ণ খাইতে দিবেন
এই ঘৃত পূর্ণ মাত্রা করিতে অশক্ত হইলে অর্দ্ধ কিম্বা পাদ
কি অষ্টভাগের একভাগ করিলেও গুণের ন্যূনতা হইবে না।

নকুলাদি ঘৃত। নকুল মাংস ১৬ সের ক্কাথার্থ জল ৬৪
সের শেষ ৪ সের বেলছাল সোনাছাল গাম্ভারিছাল গণিয়ারি
ছাল পারুল ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্ঠীকারি গোক্ষুরি
ব্যাকুড়, এষাংপ্রতি ১ লপ ৪ তোলা ৭।৷০ মাষা মাষকলাই
১৬ পল বাট্যালা ১৬ পল পাকার্থ জল প্রত্যেকে ১৬ সের
শেষ ৪ সের ঘৃত ৪ সের দুগ্ধ ৪ সের শতমূলি রস ৪ সের ক-

ল্কার্থ জীবক ঋষিবক মেদ মহামেদ ঋদ্ধিবৃদ্ধি বন্য কলাই বন্যমুগ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবান্ত জ্যেষ্ঠমধু এলাইচ দারুচিনি তেজপত্র শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুথা অনন্তমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত পাকের প্রকার, প্রথমতঃ ৬৪ সের জলে নকুলমাংসসিদ্ধ করিয়া ৬৪সের শেষ থাকিতে নামাইবে পরে দশমূলাদির ক্বাথ করিবে পরে মাংসের ক্বাথের সহিত সিদ্ধ করিয়া মাংসের ক্বাথে দশমূলাদির ক্বাথ কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে মাষকলাই ও বাট্যালার ক্বাথ ক্রমে ক্রমে মাংসের ক্বাথের সহিত পাক করিয়া মাংসের ক্বাথ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক থাকিতে ঘৃত দুগ্ধ ও শতমূলির রস একত্রে পাক করিয়া সমুদায় রস নিঃশেষ হইলে ঘৃত নামাইবে তদনন্তর জীবক আদি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ ইহাতে দিয়া নাড়িতে নাড়িতে শীতল হইলে উত্তম পাত্রে যত্ন পূর্ব্বক রাখিবে পথ্য পূর্ব্ববৎ।

স্বল্পবিষ্ণু তৈল। তিল তৈল ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ সালপানি চাকুল্যা বাট্যালা গোক্ষুরি এরণ্ডামূল বৃহতী কণ্ঠীকারি নাটা করঞ্জ শতমূলী শঠী, এযাংপ্রতি ১ পল এবং প্রাচীন বৈদ্যের মতে শতমূলীর রস সমান দেওয়া বিধি।

অথ পাকের প্রকার।

তৈল মূর্চ্ছা করিয়া পরে কল্ক দ্রব্য তদনন্তর দুগ্ধ দিয়া পাক করিবেন। এই তৈল রোগীকে মাখাইবে এবং উষ্ণ দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে, এই তৈলে শতমূলীর রস প্রমাণ মত দিবে ইহা প্রাচীন মতে কথিত আছে।

মহাবিষ্ণু তৈল। তিল তৈল ১৬ সের শতমূলীর রস ১৬ সের গব্য দুগ্ধ ১৬সের কল্কার্থ,মুথা অশ্বগন্ধা জীবক ঋষবক শঠী কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তি জ্যেষ্ঠমধু মঞ্জুরি দেবদারু পদ্মকাষ্ঠ সৈন্ধব শৈলজ জটামাংসী এলা-

ইচ দারুচিনি কুড় রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা কস্তুরী চন্দন কুমকুম সালপাণি কুন্দরু শঠী গাটালা নখী, এষাংপ্রতি ১ পল খাট্টাসি কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য সকল দিবে, তৈল পাকের প্রকার পুর্ব্বমত সাবধান হইয়া পাক করিবেন, এই তৈল মর্দ্দন এবং উক্ত দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিতে হয়,ইহাতে সকল বায়ু রোগ এবং নানা প্রকার শূল নিবারণ হয়।

মধ্যম নারায়ণ তৈল। তিল তৈল ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ অথবা ছাগদুগ্ধ ১৬ সের শতমূলীরস ১৬ সের, ক্বাথার্থ বেল ছাল গাণরারি ছাল সোণাছাল পারুল ছাল তেপালতে ছাল গন্ধভাদালী অশ্বগন্ধা বৃহতী কণ্ঠীকারি বাট্যালা গোরক্ষ চাকুল্যা গোক্ষুরি, পুনর্নবা,এষাংপ্রতি ১০ পল ২৫৬ সের শেষ ৬৪ সের কল্কার্থ সুলুফা দেবদারু জটামাংসী শৈলজ রক্তচন্দন পুরগপাদুকা ইহার অভাবে সেফালিকা ছাল কুড় এলাইচ সালপানি চাকুল্যা বন্যমুগ বন্যকলাই অশ্বগন্ধা রাস্না সৈন্ধব পুনর্নবা, এষাংপ্রতি ২ পল, যথা শক্তি গন্ধ দ্রব্য দিবেন।

কুব্জপ্রসারণী তৈল। তিল তৈল ১৬ সের দুগ্ধ ৩২ সের দধিরমাত ১৬সের কাঁজি ১৬ সের,ক্বাথার্থ গন্ধভাদালী ১০০ পল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ক্বাথার্থ চিতামূল পিপুল জ্যেষ্ঠমধু সৈন্ধব বচ সলুফা দেবদারু রাস্না গজপিপুল গন্ধভাদালীমূল জটামাংসী রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ২ পল গন্ধ দ্রব্য দিবেন।

তৈল পাকের প্রকার। প্রথমতঃ মূর্চ্ছা করিয়া পরে গন্ধভাদালীর ক্বাথ তৈলের সহিত পাক করিয়া কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে দুগ্ধ দিবেন এইরূপ স্নেহ দ্রব্য সকল পর পর ক্রমে কিঞ্চিৎশেষ থাকিতে দেওয়া বিধি তদনন্তর কল্‌ক দ্রব্যের সহিত পাক সমাপ্তি করিবেন,এই তৈল সকল বাতে উপকারী হয় কিন্তু বাত দ্বারায়হস্ত পদাদির বক্রতা-

হইলে বিশেষ উপকারী হয়, তৈল মর্দ্দন করিয়া অগ্নি উ-
ত্তাপ লইলে বিশেষ গুণ বোধ হয়।

স্বল্পমাষ তৈল। পরিষ্কৃত মাষকলাই ১৬ পল জল ১৬
সের শেষ ৪ সের তিল তৈল ৪ সের দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ
জীবক ঋষিবক মেদ মহামেদ ঋদ্ধি বৃদ্ধি কাকোলী ক্ষীর-
কাকোলী সলুফা সৈন্ধব রাস্না আলকুষিরবীজ জ্যেষ্ঠমধু
বাট্যালা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ গোক্ষুরীবীজ। এষাংপ্রতি ২
তোলা পাকের প্রকার। তৈল মূর্চ্ছা করিয়া কলাইয়ের
ক্কাথ এবং দুগ্ধ তৈলের সহিত পাক করিয়া কিঞ্চিৎ শেষ
থাকিতে কল্ক দ্রব্য সকলের সূক্ষ্মচূর্ণ তৈলে দিয়া চুলা হ-
ইতে নামাইয়া তাড়ুর্দ্ধারায় নাড়িতে২ জুড়াইলে পাক
সিদ্ধি হয় পরে গন্ধদ্রব্য দিবেন।

বৃহৎমাষ তৈল। মাষকলাই ৪সের বেলছাল সোণাছাল
গাম্ভারি ছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানি ছাল
চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড়। এষাংপ্রতি ৫ পল
ছাগমাংস ৩০ পল এই দ্বাদশ দ্রব্যে জল ৬৪ সের শেষ ১৬
সের তিল তৈল ৪সের দুগ্ধ ১৬ সের কল্কার্থ আলকুসি এর-
ণ্ডমূল সলুফা সৈন্ধব বিটলবর্ণ সচল লবণ মেদ মহামেদ
ঋদ্ধি বৃদ্ধি জীবক ঋষিবক কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বন্য-
কলাই বন্যমুগ জীবন্তী জ্যেষ্ঠমধু মাঞ্জিষ্ঠা চৈ চিতামূল
কটফল শুণ্ঠী পিপুলমরীচ পিপুলমূল রাস্না দেবদারুগুলঞ্চ
কুড় অশ্বগন্ধা বচ শঠী। এষাংপ্রতি ২তোলা ইহার মধ্যে
জ্যেষ্ঠমধু এবং সৈন্ধব প্রতি ৪ তোলা প্রাচীন বৈদ্যেরমতে,
যথা লাভ সুগন্ধি দ্রব্য, তৈল পাকের প্রকার প্রথমত তৈল
মূর্চ্ছা করিয়া ক্কাথ এবং দুগ্ধ তৈলের সহিত পাক করিবে
পরে তৈল নির্জ্জল হইলে তাহাতে কল্ক দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ
বস্ত্রে ছাঁকিয়া দিবামাত্রে চুলা হইতে নামাইয়া তাড়ুদ্বারা
নাড়িতে নাড়িতে শীতলহইলে পাক সিদ্ধি হয়, এই তৈল
মর্দ্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ হইলে গুণাধিক্য হয়।

সপ্তপ্রস্থমাষ তৈল। তিল তৈল ৪ সের ক্বাথার্থ মাষকলাই বাট্যালা রাস্না দশমূল কুলথকলাই ছাগমাংস এবং প্রত্যেকে ৬ পল এবং ক্বাথের জল প্রত্যেকে ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ রাস্না আলকুষমূল সৈন্ধব সলুফা এরণ্ডমূল মুথা জীবক ঋষিবক মেদ মহামেদ ঋদ্ধিবৃদ্ধি কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এবংপ্রতি ২ তোলা যথালাভ গন্ধদ্রব্য।

পাকের প্রকার। তৈলমূর্চ্ছা করিয়া পর পর ক্রমে সকল ক্বাথের সহিত সম্বন্ধ এই রূপে ক্বাথ খাওয়াইবে নির্জ্জল হইলে তৈল নামাইয়া কল্ক দ্রব্যের কাপড় ছাঁকা সূক্ষ্মচূর্ণ তৈলে দিয়া নাড়িতে২ শীতল হইলে পাক সিদ্ধি হয়। এই তৈলে সকল বাত নাশ হয়, পথ্য দুগ্ধ ঘৃত মাংস প্রভৃতি।

বাত রক্ত চিকিৎসা।

নানা প্রকার মুষ্টিযোগ। বাত রক্তের বেদনাতে গম চূর্ণ এবং ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে বেদনা নিবৃত্তি হয় এবং শত ধৌত গব্যঘৃত মর্দ্দনে উপকার হয় আর কৃষ্ণতিল জলেতে পেষণ করিয়া প্রলেপ উপকারি, কিন্তু তিল ভাজিয়া লইবেন।

স্বল্পগুড়চী তৈল। তিল তৈল ৪ সের পদ্ম গুলঞ্চ ৪সের ক্বাথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ঐ গুলঞ্চ ৪ সের ক্বাথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ঐ গুলঞ্চ ১ সের পাকের প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মূর্চ্ছা করিয়া কল্কার্থ গুলঞ্চ এবং ক্বাথ এই দুই একত্রে তৈলের সহিত পাক করিবেন গন্ধদ্রব্য যথালাভ ইহাতে বাতরক্ত জন্য শরীরে চুলকানির মত হইলে এবং কাটা হইয়া যে বিবর্ণ হয় ও স্থানে২ ফুলিয়া উঠে পুনর্ব্বার মিলিয়া যায় এই সকল প্রকার রোগ নাশ হয়।

বৃহৎ গুড়চী তৈল। তিল তৈল ৮ সের ক্বাথার্থ গুলঞ্চ

১০০ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের কল্কার্থ স-লুফা হরীতকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ রাস্না মুথা বনযমানী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কুড় ধন্যা পদ্মকাষ্ঠ বিড়ঙ্গ তেজপত্র জটামাংসী রক্তচন্দন এষাংপ্রতি ৪ তোলা পাকের প্রকার মূর্চ্ছিত তৈলে কল্ক দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া দিয়া ক্কাথের স-হিত একত্রে পাক করিবে পরে গন্ধ দ্রব্য দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত জন্য এবং পিত্তজন্য শরীরের নানাপ্রকার চুলকানি ও জ্বালা এবং ডুমা২ বিবর্ণতা সকল দূর হয়।

কৈশোর গুগ্গুল। মাহিষাক্ষ গুগ্গুল ১৬ পল গুলঞ্চ ৩২ পল হরীতকী ১৬ পল আমলকী ১৬ পল পাকার্থ জল ৯৬ সের শেষ ৪৮ সের ইহা গুড়ের ন্যায় পাক হইলে প্র-ক্ষেপ সিদ্ধিচূর্ণ হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল ম-রীচ বিড়ঙ্গ এষাংপ্রতি ৪ তোলা গুলঞ্চ ৮ তোলা তেউড়ি ২ তোলা দান্তি ২ তোলা ঘৃত ১৬ পল পাকের প্রকার পা-রিষ্কৃত মহিষাক্ষি গুগ্গুল দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে পরে ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে পরে গুলঞ্চাদি তিন দ্রব্য কি-ঞ্চিৎ ছেঁচিয়া ৯৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪৮ সের ক্কাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া গুড়ের মত হইলে সিদ্ধি প্রভৃতি দ্র-ব্যের চূর্ণ এবং ঘৃত ১৬ পল তাহাতে দিবেন সেবন অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ কেবল সেবন করিলে পরে কিঞ্চিৎ বাসিজল পান করিবেন।

বজ্রগুগ্গুল। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আম লকী দন্তী চিতামূল তেউড়ি শঠি বিড়ঙ্গ মুথা বাগুচি বীজ ইন্দ্রযব বচ আকন্দমূল কুড় সোন্দালি। এষাংপ্রতি ১ পল সকলের সমান গুগ্গুল ভেলার আটা ৬৪ সের শুদ্ধ হরিতাল ১ পল তাম্র ১ পল এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত পেষণ ক-রিয়া পিণ্ড ৎ করিবে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন পথ্য দুগ্ধ ঘৃত মাংস ইহাতে বাত রক্ত মাত্রেই নাশ হয়।

গুড়ুচ্যাদি লৌহ। গুলঞ্চের পাল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ

হরীতকী বয়ড়া আমলকী বিড়ঙ্গ চিতামূল মুথা এষাংপ্রতি ১ তোলা লৌহ ১০ তোলা এই সকল দ্রব্যের বস্ত্রে ছাকা সুক্ষ্মচূর্ণ এবং লৌহ একত্রে খলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটি করিবেন, সেবন ঘৃতের সহিত। পথ্য পূর্ব্বমত।

তালক। শুদ্ধ হরিতাল ৮ তোলা শুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা তাম্র ১৬ তোলা এই তিন দ্রব্য বালুকা যন্ত্রে একদিন পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণ ঔষধ গুলঞ্চের পালোর সহিত অথবা নিম্বপত্রের ক্কাথের সহিত সেবন করিবেন ইহাতে উক্ত রোগ নাশ করে এবং কুষ্ঠ রোগেরও নাশ হয়।

হরিতাল শোধন। লখনাহরিতাল দোয়াতের মধ্যে পুরিয়া এক হাঁড়িতে কুমুড়ার জল দিয়া দোলা যন্ত্রে পাক করিবেন পুনর্ব্বার চুণের জলে দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া পরে দধির সহিত কিঞ্চিৎকাল মর্দ্দন করিবেন তদনন্তর পরিষ্কার ক্ষারজলে দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ঘন হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ দধি দিয়া রাখিবে শুষ্ক প্রায় হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারের জলে মর্দ্দন করিয়া হরিতাল শুষ্ক করিয়া শক্ত হইলে চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চুণের জলে দোলাযন্ত্র করিয়া এক প্রহর পাক করিবে আর কুষ্মাণ্ড জলে এক প্রহর এবং তিল তৈল এক প্রহর পরে শুষ্ক হইলে অল্প দধিতে হরিতাল গুলিয়া খলে ১ প্রহর মর্দ্দন করিতে২ শুষ্ক প্রায় হইলে তাহাতে দধি এবং পুনর্নবা ক্ষারের জলে পূর্ব্বমত দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই শোধন হয়। দোয়াতের মধ্যে পুরিয়া যে দোলাযন্ত্রে পাক লিখিত হইল তাহাতে দোয়াতের মুখ খোলা রাখিবেন আর ভীমরাজের রসে গন্ধক শোধক।

এই ঔষধ পাকের প্রকার। উক্ত প্রমাণ গন্ধক তাম্র হরীতাল একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকার মুচির ভিতর পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিবে তদনন্তর তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দিয়া তালের ন্যায় করিয়া শুষ্ক করিবে পরে বালু-

কাতে অর্দ্ধ পুরিত হাড়ির মধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিবে তদনন্তর ঐ হাড়ির বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ সরা দিয়া হাঁড়ি আটিবে পরে এক দিবস জাল দিবে তদনন্তর শীতল হইলে ঔষধ হইবে।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বাতরক্তাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ উরুস্তম্ভাধিকার।

দশমূল পাচনে ৪ মাষা শিলাজতু চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং ঐ পাচনে ৪ মাষা গুগ্‌গুল চূর্ণ আর ৪ মাষা শুণ্ঠী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

প্রলেপ। হরীতকী বয়ড়া আমলকী চিতা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ পিপুলমূল সরিষা উইমাটী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া উরুক্ষতে প্রলেপ দিবে।

আর সৈন্ধবাদি তৈল এবং গুগ্‌গুল উরুস্তম্ভে প্রয়োগ করিবেন।

ইতি উরুস্তম্ভাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ আমবাতাধিকারঃ।

রাস্নাসপ্তক। রাস্না সোন্ধালি গুলঞ্চ দেবদারু গোক্ষুরি এরণ্ড তৈল পুনর্নবা। এষাং প্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ এরণ্ডতৈল ৪ মাষা শুণ্ঠী ১ তোলা গোক্ষুরি ১ তোলা পাক শেষ পূর্ব্ববৎ প্রক্ষেপ এরণ্ডতৈল ৪ মাষা ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবেন।

প্রক্ষেপ। কাঁচাগুড়কামাই কেঁউ সজিনাছাল উইমাটি এই চারি দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। বার্ত্তাকু ব্যাকুড়ি ফল সমভাগে কাঞ্জির সহিত পেষণ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে বাস্তুকশাক ভূমিকুষ্মাণ্ডশাক এবং পুনর্নবাশাক এই রোগে খাইবে।

যোগরাজ গুগ্‌গুল। চিতামূল পিপুল যমানী কৃষ্ণজীরা

বিড়ঙ্গ বনযমানী জীরা দেবদারু চঞি এলাইচ সৈন্ধব কুড় রাস্না গোক্ষুর বীজ ধন্যা হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুথা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি বেণামূল যবক্ষার তালিশ পত্র তেজপাত্র এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত গুগ্‌গুল তত উপযুক্তমত ঘৃত দ্বারায় এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া পিণ্ড বৎ করিবে তদনন্তর পূরাতন জলের হাড়ি কিম্বা কলসীর মধ্যে এক দিন রাখিয়া আপনার সাধ্যমত ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া খাইবেন।

অলম্বুষাদি চূর্ণ। কুঁচুই আদতোলা গোক্ষুরি ১ তোলা হরীতকী ২ তোলা বয়ড়া ৪ তোলা আমলকী ৮ তোলা শুণ্ঠী ১৬ তোলা গুলঞ্চ ৩২ তোলা প্রিয়ঙ্গু ৬৪ তোলা এই সকল দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাকিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবেন, সেবন সুরাপা ব্যক্তির সুরার সহিত অন্য ব্যক্তির কাঞ্জি অথবা উষ্ণজলের সহিত।

বাতশার্দ্দূল গুগ্‌গুল। হরীতকী ৮ পল বয়ডা ৮ পল আমলকী ৮ পল গুগ্‌গুল ২ পল কটু তৈল ২ পল জল ২৪ সের শেষ ৬ সের পাক সিদ্ধে প্রক্ষেপ শুণ্ঠী মরীচ হরীতকী বয়ডা আমলকী মুথা বিডঙ্গ চিতামূল গুলঞ্চ বিছাডি মূল তেউড়ি দন্তি চঞি বন্যওল মানরস গন্ধক এষাৎপ্রাত ১ তোলা শুদ্ধ জয়পালবীজ ২৫০ টা, পাকের প্রকার, পূর্ব্বোক্ত প্রকার গুগ্‌গুল শোধন করিয়া ২৪ পল ত্রিফলা ক্কাথ করিবার সময় জয়পাল তাহাতে দিয়া সিদ্ধ করিবে তদনন্দন ২ পল তৈলে গুগ্‌গুল সিদ্ধ করিয়া ঐ ক্কাথে পাক করিতে২ গুড়বৎ হইলে শুণ্ঠী প্রভৃতি দ্রব্যের কাপড় ছাকা সুক্ষ্মচূর্ণ পাক নামাইয়া তাহাতে দিয়া নাড়িতে২ শীতল হইলে পাক সিদ্ধি সেবন অর্দ্ধতোলা পরিমাণ। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ ইহাতে আমবাত মাত্রেই ভাল হয় এবং পায়ের গাটি যদি ফুলে তাহাও ভাল হয়।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল। এরণ্ডতৈল ৪ সের দধির মাত

৮ সের সলুফা ১৬ সের ক্কথার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ সৈন্ধব হরিতকী বয়ড়া আমলকী রাস্না পিপুল সাচিক্ষার গজপিপুল মরীচ কুড় শুণ্ঠী সচললবণ বিটলবণ যমানী বনযমানী কৃষ্ণজীরা জ্যেষ্ঠমধু সলুফা এষাংপ্রতি ৪ তোলা পাকের প্রকার তৈল মূচ্ছা করিয়া কল্ক দ্রব্য সকল তাহাতে ছেচিয়া দিয়া পরে দধির মাত এবং সলুফা ক্কাথ দিয়া পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

আমবাতারি গুড়িকা। পারা গন্ধক লৌহ তাম্র তুতিয়া সোহাগার খই সৈন্ধব এষাংপ্রতি ১ তোলা গুগ্গুল ১৪ তোলা হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাংপ্রতি ৩।০ তোলা চিতামূল চূর্ণ ৩ তোলা এই সকল দ্রব্য ঘৃত মর্দ্দন করিয়া ২০ রতি পরিমাণ বটি করিবে অনুপান ঘৃত কিঞ্চিৎ পরে সমভাগ ত্রিফলাজল তপ্ত করিয়া খাইবেন এই ঔষধ যত সেবন করিবেন তত দিন দধি মৎস্য গুড় ভোজন করিবেন না।

ইতি সারকৌমুদ্যাং আমবাতাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ শূলচিকিৎসা।

লঙ্ঘন বমন স্বেদক্রিয়া শূলরোগে নিষেধ কারণ শূলরোগে বায়ু প্রধান হেতু উগ্রক্রিয়া কর্ত্তব্য নহে।

মুষ্টিযোগ। তেঁতুলছালের ক্ষার অপাঙ্গ ক্ষার জল দিয়া খাইবেন।

পাচন। শুণ্ঠী ভেরেণ্ডামূল উভয়োঃপ্রতি ১ তোলা জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ হিঙ্গ চূর্ণ ২ রতি সচললবণ ৪ মাযা ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে খাইবে।

প্রলেপ। মওলার ফল কাঁজির দ্বারা পেষণ করিয়া নাভিতে পুনঃ২ প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়।

পাচন। শুণ্ঠী এরণ্ডমূল যবের চাউল এষাংপ্রতি ৫৩।০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ সৈন্ধব চূর্ণ ৪০ রতি।

শতমূলী রস ৪ তোলা মধু ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া খাইলে বেদনা নিবারণ হয়।

যমানী সৈন্ধব হরীতকী শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ৪০ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি কিঞ্চিৎ তপ্ত থাকিতে খাইবেন। গোমূত্র শুদ্ধ মণ্ডুর হরীতকী বয়ড়া আমলকী। এই সকল দ্রব্য একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে ত্রিদোষজ শূল নষ্ট হয়।

চতুঃসম লৌহ। অভ্র তাম্র কলজ্জী লৌহ এষাং প্রত্যেকে ১ পল ঘৃত ১২ পল দুগ্ধ ১২ পল ইহার সহিত পাক করিয়া সমাপ্তি হইলে বিড়ঙ্গ হরীতকী বয়ড়া আমলকী চিতামূল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ। এষাং প্রত্যেকে সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ পল ঘৃত ৪ মাষা ও মধু ৪ মাষা অনুপানে সেবন ১ মাষা পরিমাণ। ঔষধ পাকের প্রকার অভ্র তাম্র লৌহ এই তিন দ্রব্য ২৪ পল ঘৃত দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া বিড়ঙ্গাদির সূক্ষ্মচূর্ণ এবং কর্জ্জলী তাহাতে দিয়া তাডুরদ্বারা নাড়িতে২ বটি বান্ধিবার মত হইলে ঔষধ হয়।

ঔষধ সেবনের পর উষ্ণ দুগ্ধ অথবা ঝুনা নারিকেল জল পান করিবে। শূলরোগে দ্রুতবেগ গমন স্ত্রীসঙ্গ মদ্যপান কাঁচা লবণ লঙ্কা মরীচ দাউল এই সকল অহিতকারী হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শূলাধিকার সমাপ্তঃ।

পরিণাম শূল চিকিৎসা।

পরিণাম শূলে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং তিক্ত মধু দ্রব্য পথ্য আর রক্তমোক্ষণ ও ভেদ করাইবেন, যব গম কেদো এবং সরস চাউলের অন্ন পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও ভক্ষণ বাস্তুক ভূমি কুষ্মাণ্ড পুনর্নবা পাঁচ অঙ্গুলে কাকমাছি এই সকল শাক খাইবে শুণ্ঠী ১ তোলা গুড় ২ তোলা তিল ৪ তোলা দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া খাইবেন।

বেদনা নিবারক মুষ্টিযোগ। সামুক ভস্ম ৪০ রতি আদ পোয়া জলের সহিত উষ্ণ করিয়া খাইবে জল থাকে এমত ঝুন নারিকেলের ভিতরে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ পুরিয়া তাহার মুখ ঐ মুখীর দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাতে মৃত্তিকা লেপ দিয়া বিলঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই লবণ কিঞ্চিৎ২ খাইবে পরে কিঞ্চিৎ বাসিজল পান করিবে এই ঔষধ পিত্তশূলে বিশেষ উপকারী হয়।

নারিকেল খণ্ড। ঝুনা নারিকেল শস্য ৮পল ঘৃত ১ পল চিনি ৮ পল ডাব নারিকেলের জল ৪ সের পাক নিক্ষেপ প্রক্ষেপ ধন্যা পিপুল মুথা বংশলোচন জীরা কৃষ্ণজীরা দারুচিনি তেজপাত্র এলাইচ নাগের এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা ঔষধ পাকের প্রকার নারিকেল কোরা ধৌত উত্তমরূপে করিয়া শুষ্ক করিবে পরে ঘৃতভর্জ্জন তদনন্তর শিলে পেষণ করিয়া পিণ্ডবৎ হইলে এক পাত্রে চিনি নারিকেলজল এবং ঐ পিণ্ডবৎ নারিকেল মন্দ জল দ্বারা পাক করিতে২ সন্দেশ পাকের ন্যায় হইলে চুলা হইতে নামাইয়া ধন্যা প্রভৃতি দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ উহাতে দিয়া নাড়িতে২ জুড়াইলে উত্তম পাত্রে রাখিবে সেবন ১ তোলা অনুমান, অনুপান উষ্ণদুগ্ধ অথবা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণদুগ্ধ পান ইহাতে অম্ল দ্রব্য খাইবে না।

আমলকী। পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য ৫০ পল,ঘৃত ২ সের চিনি ৫০ পল আমলকী ৪ সের তাহার অপ্রাপ্তি হইলে শুষ্ক আমলকী ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কুষ্মাণ্ড রস ৪ সের পাক হইবার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে পিপুল ২ পল কৃষ্ণজীরা ২ পল শুণ্ঠী ২ পল মরীচ ১ পল তালিশপত্র ধন্যা দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ নাগেশ্বর মুথা এষাংপ্রতি ২ তোলা পাক শেষ মধু ১ সের; পাকের প্রকার, পুরাতন কুষ্মাণ্ড ছুরিয়া শস্য ধৌত এবং শুষ্ক করিয়া লইবে ঘৃতে পাক করিয়া চিনির সহিত এবং আমলকীর রসে এবং কু-

মাণ্ড জলের সহিত একত্রে পাক করিবেন মৃদুজালে পাক করিয়া তাড়ুর দ্বারা নাড়িতে২ এইরূপ সন্দেশের ন্যায় হ-ইলে মরীচাদি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ তাহাতে দিয়া তৎক্ষণে না-মাইয়া তাড়ুর দ্বারা নাড়িতে২ তালের ন্যায় হইলে তাহাতে মধু দিয়া পুনর্ব্বার নাড়িতে২ মিশ্রিত হইলে পাক সিদ্ধি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া শাক আম্বল ত্যাগ করিবে।

শতাবরী মণ্ডুর। গোমূত্র ১৩ তোলা ৫৩।॰ রতি দুগ্ধ এবং শতমূলীর রস ঐ পরিমাণ দুগ্ধ ঘৃত দধি এষাংপ্রতি ৮ পল শুদ্ধ মণ্ডুর ১৬ পল যব ৪ পল পাকার্থ জল ১।।॰ সের ।।॰ সের ঔষধ পাকের প্রকার যবের ক্বাথ ।।॰ সের লইয়া ঘৃত তপ্ত করিয়া শুদ্ধ মণ্ডুর ৬ পল ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া পাক করিবেন তদনন্তর জীরকাদি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ পাক নামাইয়া দিবেন তদনন্তর নাড়িতে২ বটিকার ন্যায় পাক হইলে পাক সিদ্ধি সেবন অর্দ্ধ তোলা অনুমান, অনু পান উষ্ণ দুগ্ধ কিম্বা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণ দুগ্ধ পান করি বেন।

শুণ্ঠী খণ্ড।

শুণ্ঠী ৪ পল চিনি ১৬ পল ঘৃত ৪ পল দুগ্ধ ৮ পল পাক সিদ্ধে প্রক্ষেপ। আমলকী ধন্যা মুথা কৃষ্ণজীরা পি-পুল বংশলোচন দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ শতমূলী হরী তকী এষাংপ্রতি ১।॰ তোলা মরীচ নাগেশ্বর এষাংপ্রতি ৬ মাষা ৩ পল। পাক করিবার প্রকার, শুণ্ঠী ৪ পল চিনি ১৬ পল আর ঘৃত ৪ পল এবং দুগ্ধ ৮ পলের সহিত পাক করিয়া গুড়বৎ হইলে তদনন্তর আমলকী প্রভৃতি দ্রব্যের সূক্ষ্মচূর্ণ পাক নামাইয়া তাহাতে দিয়া তাড়ুরদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে পিণ্ডবৎ হইলে সেই পিণ্ড শীতল হইলে তাহাতে মধু তিন পল মিলিত করিলেই পাক সিদ্ধি হয় ঔষধ সে-বন ১ তোলা পরিমাণ তপ্ত দুগ্ধ অথবা ঔষধ সেবনের পর উষ্ণদুগ্ধ পান করিবেন শাক অম্বল খাইবে না।

বৃহৎ জীরকাদি মোদক। জীরা কৃষ্ণজীরা কুড় শুণ্ঠী

পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী দারুচিনি তেজ-পত্র এলাইচ নাগেশ্বর বংশলোচন লবঙ্গ শৈলজ রক্তচন্দন কাঁকোলা ক্ষীরকাঁকোলা জয়ত্রি জায়ফল জ্যেষ্ঠমধু মহুরী জটামাংসী গাট্যালা লখী ধন্যা দেবদারু মুরামাংসী দ্রাক্ষা মুলফা পদ্মকাষ্ঠ মেথি দেতাড়া বালা লালুকা সৈন্ধব সো-হাগার খই কন্দরুকুট প্রিয়ঙ্গু কর্পূর এষাংপ্রতি সমভাগে যত জীরা তত এবং জীরার সহিত ঐ কল্ক দ্রব্য যত চিনি তত আর চিনির সহিত যত দুগ্ধ তত, পাকের প্রকার। জীরকাদি কর্পূর পর্য্যন্ত দ্রব্যের সুক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাকিয়া সম ভাগে লইয়া তদনন্তর চিনি এবং দুই দ্রব্য একত্রে পাক করিলে সন্দেশ পাকের ন্যায় হইলে তাহাতে ঐ চূর্ণ সকল দিয়া শীঘ্র পাক নামাইয়া তাডুর দ্বারা নাড়িতে২ শীতল হইলে লাডু করিয়া রাখিবেন।

বিদ্যাধরাভ্র। মুথা হরীতকী বয়ড়া আমলকী গুলঞ্চ দন্তী তেউড়ি চিতা শুণ্ঠী পিপুলমরীচ এষাংপ্রতি ২ তোলা মণ্ডুর অথবা লৌহ ৪ পল চট্কা ৪ পল তাম্রজারা ১ পল পারা শোধন ১৷৷০ তোলা গন্ধক ২ তোলা এই সকল দ্র-ব্যের সমভাগ যত এবং মধু দিয়া চারি প্রহর মর্দ্দন করি-বেন ঔষধ সেবনের বিধি, রোগন্যূনাতিরিক্ত বুঝিয়া ১ মাষা কিম্বা ৩ মাষা অনুপান উষ্ণদুগ্ধ।

মুষ্টিযোগ। তেউড়ি ২ তোলা পিপুল ২ তোলা হরী তকী ৫ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ইহার সমভাগ গুড় তাহাতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূল নষ্ট হয়।

তেউড়ি ২ তোলা পিপুল ২ তোলা চূর্ণ করিয়া ভাল চিনি ২ পল মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে শূল নিবারণ হয়।

ময়নাফল ঝুল বিটলবণ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এই ছয় দ্রব্যের সমভাগ পুরাতন গুড় গোমূত্রের সহিত বাটিয়া উষ্ণ করিয়া খণ্ড বস্ত্রে মাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দীপ করিয়া

ঈষদুষ্ণ থাকিতে মলদ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে শূল কটিশূল মলদ্বারে বেদনা তিনের নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শূলচিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ গুল্ম চিকিৎসা।

দন্তী হরীতকী। হরীতকী দন্তিমূল চিতামূল এবাংপ্রতি ২৫ পল জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের পুরাতন গুড় ২৫ পল পাক হইলে প্রক্ষেপ তেউড়ি ৪ পল পিপুল ১ পল শুণ্ঠী ১ পল তিল তৈল ৪ পল ঔষধি শীতল হইলে মধু ৪ পল দারুচিনি তেজপাত্র এলাইচ নাগেশ্বর এবাংপ্রতি ৮তোলা হরীতকী ৪০ রতি প্রমাণ চূর্ণ দিয়া সেবন করিবেন, পরে উষ্ণদুগ্ধ পান করিবেন ইহাতে গুল্ম রোগ নিবারণ হয়।

পাক করিবার ক্রম। অখণ্ড হরীতকী দন্তিমূল চিতামূল এবাংপ্রতি ২৫ পল লইয়া বস্ত্রে বন্ধন করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে ঐ দ্রব্য সকল নির্জ্জল করিবেন। ঐ অবশিষ্ট জলে পুরাতন গুড় ২৫ পল তিল তৈল ৪ পল দিয়া পাক করিবেন আর তেউড়ি আদি সকল দ্রব্য চূর্ণ প্রমাণ মত দিয়া পাক নামাইবেন।

বিদ্যাধর রস। শুদ্ধ গন্ধক শুদ্ধ হরিতাল স্বর্ণমাক্ষিক মণ্ডুর তাম্র শুদ্ধরস এবাংপ্রতি ২ তোলা ৮ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবেন ইহাতে গুল্ম রোগ নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গুল্মাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা।

হৃদ্রোগে রক্ত মোক্ষণ ক্ষার দ্রব্য ভোজ দাঁতন করা নদী জলে স্নানাদি করা এই সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ আছে।

মুষ্টিযোগ। ময়দা অর্জ্জুন গাছের ছাল চূর্ণ ছাগ দুগ্ধ ঘৃত মধু চিনি এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে হৃদ্রোগ নিবারণ হয় এবং গোরক্ষ চাকুল্যার মূল চূর্ণ ২ তোলা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইবেন।

অর্জ্জুন ঘৃত।

গব্য ঘৃত ৪ সের অর্জ্জুন গাছের ছালের রস ৪ সের। কলকার্থ অর্জ্জুন গাছের ছাল ১ সের আর ঐ গাছের ছালের রস ৪ সের একত্রে পাক করিয়া নিরস হইলে ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা পরিমাণ সেবন করিবেন ইহাতে হৃদ্রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং হৃদ্রোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ উরগ্রহ চিকিৎসা।

উরগ্রহরোগের লক্ষণ। কুক্কুরের জিহ্বা যে প্রকার মুখ মধ্যে সর্ব্বদা থাকে না তদ্বৎ জিহ্বা হয়। এবং এই রোগে জ্বর এবং অরুচি থাকে আর শোথ হয়।

মুষ্টিযোগ। জিয়াপুতার ফল শাখা পল্লব সজিনাছাল হুড়হুড়িয়ার পাতা এই সকলের রস প্রত্যেকে ২ তোলা হিঙ্গু পাঁচ রতি অথবা পঞ্চলবণ ৪ মাষা এই সকল মিলিত করিয়া সেবন করিলে উরগ্রহ রোগ নষ্ট হয়।

তেউরি চূর্ণ।.. ২ তোলা পুরাতন গুড় ৪ মাষা একত্র করিয়া খাইবেন আর প্লীহাধিকারের ঔষধি সকল প্রয়োগ করিলে উরগ্রহ রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উরগ্রহাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। হরীতকী গোক্ষুরি সোন্দালি কুলত্থকলাই বিল্বছাল দুরালভা এষাংপ্রতি ২৭ রতি এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৪ পল জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ১ পল শেষ থাকিতে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে ৪০ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবেন।

অথবা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস ২তোলা যবক্ষার ২মাষা চিনি ১তোলা মিলিত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ হয়, কিম্বা যবক্ষার চিনি সমভাগে শীতল জলের সহিত পান করিলে উক্ত রোগের উপশম হয়।

ত্রিকণ্টাদি ঘৃত। শতমূলির রস ১৩ পল ২তোলা ৫ মাষা ৩ রতি, কাঁকুড়ের রস ১৩ পল ২ তোলা ৫ মাষা ৩ রতি ঘৃত ৪ সের পাক সমাপন হইলে প্রক্ষেপ পুরাতন গুড় ২ সের, গোক্ষুরি এরগুমূল কুশারমূল উলুরমূল কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুরমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১৪ পল ১৫ তোলা ৭ রতি জল ৪৪ সের শেষ ১১ সের।

পাকের ক্রমঃ। ৪৪ সের জলে উক্ত তিন দ্রব্যের রস দিয়া পাক করিবেন ১১সের থাকিতে গোক্ষুরি আদি ৭দ্রব্য আর ঘৃত নির্জ্জল হইলে দুই সের পুরাতন গুড়ের সহিত মিলিত করিলে পাক সিদ্ধ হয়।

ঘৃত পানের প্রকার। এক তোলা প্রমাণ, এবং এই রোগে চন্দ্রপ্রভা বটিকা সেবন করাইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ মূত্রাঘাত চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। শসাবীজ ২ তোলা সৈন্ধব ৪ মাষা কাঁজি দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

গোক্ষুরি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের কল্কার্থ ধন্যা ২ সের গোক্ষুরি ২ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কলকার্থ ধন্যা ৪ পল

গোক্ষুরি ১৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃতের সহিত পাক নির্জ্জল হইলে ৪ পল ধন্যা ৪ পল গোক্ষুরি সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে দিয়া শীঘ্র নামাইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং মূত্রঘাতাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বহুমূত্র চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। সুপক্ক চাটিমরম্ভা ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ শতাবরী চূর্ণ পাক করা দুগ্ধ সমভাগে লইয়া মিলিত করিয়া খাইলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়।

কৃষ্ণ তিল ভাজা এবং পুরাতন গুড় এই দুই দ্রব্য প্রতি দিন ভোজন করিলে বহুমূত্র ভাল হয়।

ধাত্রীঘৃত। আমলকীর রস ঘৃত ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস এষাংপ্রতি ৪ সের মধু ৮ পল শতমূলীর রস ২ সের দুগ্ধ ৪ সের কুশারমূল কেশেরমূল সবেরমূল উলারমূল কৃষ্ণ ইক্ষুর মূল এষাংপ্রতি ৬পল ৩ তোলা ৩ মাষা জল ১৬ সের শেষ ৪ সের শীতল হইলে প্রক্ষেপ জ্যেষ্ঠমধু তেউড়ি যবক্ষার এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল চিনি ৮ পল ঘৃত ৪ সের দিয়া পাক করিবে ঘৃত পাকের প্রকার, কুশাদি পঞ্চমূল প্রমাণানুসারে লইয়া ১৬সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া ৪ সের জল থাকিতে দ্রব্য সকল ছাঁকিয়া ঐ জলে আমলকীর রসাদি দুগ্ধ পর্য্যন্ত সকল দ্রব্য আর ঐ পঞ্চতৃণের ক্বাথ ৪ সের ঘৃত ৪ সের পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, ঘৃত শীতল হইলে জ্যেষ্ঠমধু আদি ৩ দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দিবেন ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা সেবন করিবেন।

মুষ্টিযোগ। মাষকলাই চূর্ণ জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ আর মধু সম ভাগে লইয়া খাইলে বহুমূত্র নিবারণ হয়, যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ আর মধু সমভাগ লইয়া লেপন করিলে উক্ত রোগে বি-

নাশ হয়, আর আহির পত্রের রস আর মধু সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে এই রোগ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বহুমূত্র চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ পাথরী রোগের চিকিৎসা।

বাতপিত্তকফোজ তিন প্রকার পাথরী হয়। চতুর্থ প্রকার শুক্র বদ্ধ হইয়া হয়, কিন্তু এই রোগের আশ্রয় কফ হয়েন।

মুষ্টিযোগ। বরুণ বৃক্ষের ছাল দুই তোলা ৪ পল জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক পল থাকিতে ছাঁকিয়াও মাষা পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয়, অথবা বরুণ ছাল চূর্ণ ২ তোলা আর পুরাতন গুড় ২ তোলা মিলিত করিয়া খাইলে পাথরীভাল হয়, সজিনার ছাল দুই তোলা চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ হয়, গোক্ষুরি ভেরেণ্ডাপত্র শুণ্ঠী বরুণছাল এষাংপ্রতি ৪০ রতি ৪ পল জল দিয়া মৃদুজ্বালে সিদ্ধ করিয়া ১ পল জল থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে শতমুলির রস দিয়া দুই তোলা পান করিবেন, অথবা রাখাল সসার রস ২ তোলা মিলিত করিয়া ঐ ৪ দ্রব্যের ক্বাথের সহিত পান করিলে উক্ত রোগ নিবারণ হয়।

কুলত্থাদি ঘৃত। ঘৃত ৪ সের বরুণ ছাল ৪ সের জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ কুলত্থকলাই সৈন্ধব বিড়ঙ্গ চিনি সিউলিছাল যবক্ষার কুমড়ার বিচি এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত প্রত্যেকে ৮ তোলা, ঘৃত পাক করিবার ক্রম, বরুণ ছাল ৪ সের ছেঁচিয়া ১৬সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৪ সের জল থাকিতে বস্ত্রে ছাঁকিয়া ৪ সের ঘৃতের সহিত পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক নামাইয়া কল্কার্থ কুলত্থকলাই আদি চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিলিত করিলে পাক সমাপন হয় ঘৃত সেবনের ক্রম ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা।

বরুণ গুড়। বরুণ ছাল ১০০ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের পুরাতন গুড় ১০০ পল প্রক্ষেপ কুমড়ার সসার ও কাঁকুড়েরবিচি মনছাল সজিনাছাল কুলত্থকলাই কিস্মিস এলাইচ শিলাজতু হরীতকী পিপুল বিড়ঙ্গ বেতোশাকের বিচি গোক্ষুরিবীজ সিউলি ছোপ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ পল, গুড় পাক করিবার ক্রম, ঐ বরুণ ছাল একশত পল চৌষট্টিসের জলের সহিত পাক করিয়া ষোল সের থাকিতে ছাঁকিয়া ১০০ পল পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া জল শূন্য হইলে কুষ্মাণ্ডের বীজাদি সিউলি ছোল্ পর্য্যন্ত সকল দ্রব্য চূর্ণ এক পল প্রমাণ গুড় নামাইয়া তাহাতে দিবেন, ভক্ষণ করিবার ক্রম ৪ তোলা।

ইতি সারকৌমুদ্যাং পাথরী চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ প্রমেহ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। আমলকী রস ২ তোলা হরিদ্রা চূর্ণ ২ মাষা মধু ২ মাষা মিলিত করিয়া অবলেহ করিলে প্রমেহ ভাল হয়।

দাড়িম্ব্যাদি ঘৃত।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী দারুহরিদ্রা মুথা এষাংপ্রতি ৩২ রতি জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা ঘৃত ৪ সের কল্কার্থে দাড়িম্ব বীজ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা চৰ্ত্তি কৃষ্ণজীরা শুণ্ঠী হরীতকী বয়ড়া আমলকী পিপুল গোক্ষুরিবীজ যমানী ধন্যা ময়দা কুল সৈন্ধব বন্যওল কিস্মিস্ জ্যেষ্ঠমধু কুড় দারুহরিদ্রা দারুচিনি শিলাজতু নীলোৎপল রসাঞ্জন এষাংপ্রতি ২ তোলা পাকার্থ জল ১৬ সের পাকের প্রকার, গব্যঘৃত ৪ সের ১৬ সের জলে পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে দাড়িম্ব বীজাদি ২৫ দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল ঘৃতের সহিত মিলিত করিলে পাক সিদ্ধি হয়, এই ঘৃত অন্নের সহিত অথবা শুদ্ধ সেবন করিলে প্রমেহ নিবারণ হয়।

দন্তিঘৃত ৩ সের দন্তিমুল ৮ পল চিতামূল ৮ পল হরী-

তকী ২০ পল দেবদারু ৬ পল কেলীকদম্ব বরুণ সোন্দালি পুনর্নবা বিল্ব এই সকল দ্রব্যের ছাল প্রত্যেকে ৬ পল সোণাছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড়, এষাং প্রতি ৬ পল জল ৩২ সের শেষ ৮ সের কল্ক কার্থ পঞ্চলবণ পিপুলমূল চৈ চিতামূল শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ১ তোলা পাক করিবার ক্রম, দশমূলাদি সপ্তদশ দ্রব্য সেই সেই প্রমাণানুসারে ছেঁচিয়া দ্বাত্রিংসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃত ছয় সেরের সহিত পাক নির্জ্জল হইলে পঞ্চলবণাদি ৫ দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ উক্ত প্রমাণ মত ঘৃতে দিয়া মিলিত করিলে পাক সিদ্ধ হয়, ভক্ষণ এক তোলা প্রমাণ করিবেন, ইহাতে প্রমেহ নষ্ট হয়।

অথ ইন্দ্র বটিকা।

পারামৃত রাঙ্গ অর্জ্জুন ছাল চিনি এই ৪ দ্রব্য ২ তোলা শাল্মলির রস আটতোলা সহিত ৮ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটি করিবেন, গুবাঞ্চের পালো ১ তোলা মধু এক তোলা দিয়া মর্দ্দন করিয়া লেপন করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং প্রমেহাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ শরীর দুর্গন্ধ চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গাদি লৌহ। বিড়ঙ্গ শুণ্ঠী যবক্ষার এষাংপ্রতি ২ তোলা লৌহ ৬ তোলা এই সকল দ্রব্য ৪ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা মধু দিয়া সেবন করিলে রোগ নিবারণ হয়।

মুষ্টিযোগ। মধু ৪ তোলা জল ৪ তোলা প্রতি দিন প্রাতে পান করিলে দুর্গন্ধ ভাল হয়, অথবা নাগেশ্বর গন্ধক বেণারমূল লোধছাল শিরিষছাল এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শরীর দুর্গন্ধাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ উদরী চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। গাম্ভারি সচলসৈন্ধব বনযমানী যবক্ষার বিড়ঙ্গ হিঙ্গ পিপুল চিতামূল শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ১ তোলা প্রমাণ ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে উদরী মাত্রেই মুক্ত হয়।

সামুদ্রাদিচূর্ণ। শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী দন্তিমুল তেউড়ি ভেলা ভেলার আটা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা সৈন্ধব ১৮ তোলা পাক করিবার ক্রম, শুণ্ঠী আদি সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ভেলার আটার সহিত কিঞ্চিৎকাল খলে মর্দ্দন করিয়া ছাতিমের আটার ভাবনা দিয়া পরদিন মর্দ্দন করিয়া কর্দ্দমের ন্যায় হইলে মৃত্তিকা ভাণ্ড মধ্যে ঐ দলা দিয়া ছাতিমের আটায় ঐ দলা ডুবাইয়া ভাণ্ডের মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া ঘুটের পোড়ে পোড়াইবেন ঔষধ না দগ্ধ হয়, বিংশতি রতি উষ্ণজলের সহিত পান করিলে উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হয়।

পুনর্নবা অষ্টম। পুনর্নবা নিম্বছাল পটলপত্র শুণ্ঠী হরীতকী গুলঞ্চ দেবদারু দারুহরিদ্রা এষাংপ্রতি ২৫ রতি লইয়া ৪ পল জলের সহিত মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে ছাঁকিয়া প্রক্ষেপ ৪ মাষা সৈন্ধব দিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিবেন।

নারাচচূর্ণ। শুদ্ধ পারা কাঁচা সোহাগা মরীচ এষাংপ্রতি ১ তোলা গন্ধক শুণ্ঠী পিপুল এষাংপ্রতি ২ তোলা দন্তিবীজ ৮ তোলা জল দিয়া খলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ উষ্ণ জলের সহিত ভক্ষণ করিবেন ইহাতে অত্যন্ত ভেদ হয় আর আমোদরী শোথ বুক্কোদরীর প্রতিকার হয়।

মুষ্টিযোগ। মানফুলচূর্ণ ১ পল তণ্ডুলচূর্ণ ২ পল দুগ্ধ ৬পল জল ছয় পলের সহিত পাক করিবেন আর ২তোলা প্রমাণ সেবন করিবেন ইহার পথ্য শুদ্ধ পায়স হইতে শোথ বুক্কোদরী মুক্ত হয়।

অথ যকৃত প্লীহা চিকিৎসা।

মান গুড়িকা। মানকচুর শিকড় আপাঙ্গ গুলঞ্চ বাকস ছাল সালপানী চিতামূল সৈন্ধব শুণ্ঠী তালজটার ক্ষার এষাংপ্রতি ৬ তোলা বিটলবণ যবক্ষার লবণ পিপুল এষাং প্রতি ২ তোলা সকল চূর্ণ করিয়া গোমূত্র ১৬ সেরের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে মধু ৩ পল প্রক্ষেপ দিয়া ৩ রতি প্রমাণ সেবন করিবেন।

অথ যকৃতারি লৌহ। লৌহ ৪ তোলা অভ্র ৪ তোলা তাম্র ২ তোলা পাতিলেবুর ছাল ৮ তোলা হরিণ চর্ম্ম ভস্ম ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য জলের সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা তপ্ত জলের সহিত পান করিবে যকৃত প্লীহা নষ্ট হয়।

অভয়ালবণ। পালিতামাদারের ছাল পলাশছাল আকন্দছাল মনসাসিজ আপাঙ্গ চিত বরুণ গণিয়ারী বৃহৎ গোক্ষুরি বৃহতি কণ্টকারি যাটামূল গন্ধভাদালী কানচটা হাপরমালী কুরচিছাল ঘোষালফল পুনর্নবা এষাংপ্রতি সম ভাগ ছেঁচিয়া হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া জাল দিয়া ভস্ম হইলে তাহার ১৬ পল ভস্ম লইয়া ৬৪ সের জলের সহিত জাল দিয়া ১৬ সের থাকিতে তাহাতে ১৬ সের গোমূত্র বিটলবণ ৪ সের হরীতকী ৯ পল চূর্ণ করিয়া সকল দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া ।০ আনা অংশ থাকিতে প্রক্ষেপ কৃষ্ণজীরা শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হিঙ্গ যমানী কুড় শঠি এষাংপ্রতি সুক্ষ্ম চূর্ণ দিয়া গুঞ্জের ন্যায় হইলে ১ তোলা প্রমাণ ভক্ষণ করিলে যকৃৎ প্লীহা নষ্ট হয়।

লোকনাথ রস। পারা গন্ধক অভ্র এষাংপ্রতি ২ তোলা লৌহ ৬ তোলা তাম্র ৪ তোলা কড়িভস্ম ৬ তোলা এই সকল দ্রব্য পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃত হইলে মৃত্তিকা যন্ত্রে রাখিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া ২ হস্ত পরি-

মিত গর্ত্তের মধ্যে ঐ যন্ত্র রাখিয়া ঘুটয্যা দিয়া গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া অগ্নি দিবেন পরে নির্ব্বাণ হইলে পাক সিদ্ধ হয় ব্যক্তি বিশেষে ৪রতি ২ রতি ১ রতি প্রমাণ সেবন করাইলে যকৃৎ প্লীহা হইতে মুক্ত হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং যকৃৎ প্লীহাধিকার সম.প্তঃ।

অথ শোথ চিকিৎসা।

কংশহরীতকী। বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এবাংপ্রতি ৬ পল ৩ তোলা ১।।০ মাষা জল ৬৫ সের শেষ ১৬ সের আস্ত হরীতকী ১০০ পল পুরাতন গুড় ১০০ পল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ প্রত্যেকে ১ পল দারুচিনি এলাইচ তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা প্রক্ষেপ মধু ৬ পল, পাকের ক্রম। পাকপাত্রে ৬৪ সের জল দিয়া বিল্বছালাদি ৯ দ্রব্য উক্ত প্রমাণ মত দিয়া সিদ্ধ করিবেন সেই সময় হরীতকী দিবেন ১৬ সের থাকিতে ছেঁকিয়া পুরাতন গুড় ১০০পাল ঐ জলে দিয়া গুড়ের মত পাক হইলে নামাইয়া পিপুলাদি ৩ দ্রব্য দিবেন দারুচিনি আদি দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া ঐ গু-ড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে মধু ১৬ পল দি-বেন ১ তোলা অথবা ২ তোলা সেবন করিবেন।

শুষ্কমূল্যাদি তৈল। তিল তৈল ৪ সের কল্কার্থ শুষ্ক মূলা পুনর্নবা দেবদারু রাস্না শুণ্ঠী এবাংপ্রতি ৫ তোলা ৬।। মাষা পাকার্থ জল ১৬ সের পাকের ক্রম, পাকপাত্রে ৪ সের তৈলাদি পাক করিতে২ ফেণা শূন্য হইলে শুষ্ক মূলা আদি দ্রব্য সকল ছেঁচিয়া ১৬ সের জলের সহিত পাক করিয়া জল শূন্য হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শোথাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ কোষবৃদ্ধি চিকিৎসা।

শতপুষ্পা ঘৃত। ঘৃত বাসক পত্রের রস নিষিন্দা রস নিম্বপত্রের রস কণ্টকারির রস দুগ্ধ এষাং প্রতি ৪ সের কল্কার্থ শুল্‌ফা গুলঞ্চ জটামাংসী কুড় তেজপত্র এলাইচ এষাং প্রতি ২ তোলা পাক করিবার ক্রম, পাকপাত্রে ঘৃত আদি ৬ দ্রব্য পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে শুল্‌ফাদি ৬ দ্রব্য দিয়া মিশ্রিত হইলে পাক সিদ্ধ হয় সেব্যমত সেবন করিবেন। ইহাতে উক্ত রোগ নষ্ট হয়।

অথ নিত্যানন্দ রস। হিঙ্গ পাঁরা জরিতভাম্র জরিত কাঁসা জরিতরাঙ্গ শোধিত হরিতাল শুদ্ধ তুঁতে শঙ্খ ভস্ম শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী লৌহ বিড়ঙ্গ পঞ্চলবণ চৈ পিপুলমূল হবুস রাস্না শঠি আক্‌ল্লাদি দেবদারু এলাইচ বিচতাভুক এষাং প্রতি ২ তোলা এই সকল দ্রব্য হরীতকী রসে মর্দ্দন করিয়া নির্ম্মল হইলে পাঁচ রতি করিয়া বটিকা করিবেন এবং হরীতকী রস দিয়া ঔষধ সেবন করিবেন ইহাতে কোষ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কোষবৃদ্ধ্যাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ গলগণ্ড চিকিৎসা।

তুম্বিতৈল। তৈল ৪ সের তিতলাউয়ের রস ১৬ সের কল্কার্থ বিড়ঙ্গ যবক্ষার সৈন্ধব বচ শুণ্ঠী পিপুল মরীচ দেবদারু এষাংপ্রতি ৮ তোলা পাক করিবার ক্রম। রাই-সরিষের তৈল ৪ সের ফেণা রহিত হইলে কল্কার্থ দ্রব্য সকল দিয়া পাক নিরস হইলে তিতলাউয়ের রস ১৬ সের দিয়া নিরস হইলে সেই তৈল মর্দ্দন করিয়া অগ্নির উত্তাপ দলে গলগণ্ড নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গলগণ্ড চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ শিল্পদ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। কনকধুস্তূরারমূল ভেরাণ্ডারমূল নিষিন্দা মূল পুনর্নবা মূল সজিনামূলের ছাল রাইসরিষা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবেন ইহাতে উক্তরোগ শান্ত হয়।

অথ সৌরেশ্বর ঘৃত। ঘৃত ৪ সের বিল্ব সোণা গাম্ভারি পারুল গণিয়ারি এষাং ছাল সালপানি চাকুল্যা কণ্টকারি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১২ তোলা ৬।।০ মাষা জল ১৬ সের কাঁজি ৪ সের কল্কার্থ নিষিন্দা দেবদারু শুণ্ঠী পিপুল মরীচ হরিতকী বয়ড়া আমলকী পঞ্চলবণ বিড়ঙ্গ চিতা চৈ পিপুলমূল গুগ্গুল হবুষ বচ যবক্ষার আলকুশিমূল শঠি এলাইচ বিচতাড়ক এষাংপ্রতি ২ তোলা ১৬ সের জলের সহিত বিল্বছালাদি সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে কাঁজি ৪ সের ঘৃত ৪ সের দিয়া নির্জ্জল হইলে পাক নামাইয়া নিষিন্ধাদি দ্রব্য সকল সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলে পাক সিদ্ধ হয় ভক্ষণ ২ তোলা মাত্র ইহাতে উক্ত রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিল্পদাধিকারঃ সমাপ্তঃ।

অথ বিদ্রাবণাধিকার।

ব্রণাদি দ্বারায় খ্যাত হইলে নিদ্রায়ণ কহা যায় শ্বেত পুনর্নবামূল ২ তোলা জল ৪ পলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১ পল থাকিতে ৪ মাষা বরুণছালচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষৎ উষ্ণ পান করিবেন ইহাতে উক্ত রোগ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিদ্রাবণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ ব্রণ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। ব্রণ হবার সময় ধুস্তূরা পত্রের বোঁটা লবণ সংযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ব্রণ নষ্ট হয়।

তৃণতৈল। তিল তৈল ৪ সের কল্কার্থ বাট্যালামূল ৪ তোলা আপাঙ্গ ৪ তোলা জল ১৬ সের একত্রে পাক করিয়া জল শূন্য হইলে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে ক্ষত নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং ব্রণ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ অন্তর্ব্রণ চিকিৎসা।

হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ এবাং-প্রতি ৪ তোলা গুগ্‌গুল ২৪ তোলা সম্ভব মত ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনে উক্ত রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং অন্তর্ব্রণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ ভগন্দর চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। মনসাসিজের আঠা শ্বেত আকন্দের আঠা দারু হরিদ্রা তিন দ্রব্য সমভাগ ছিন্ন বস্ত্রে লেপন করিয়া বাতি দিবে তিল হরীতকী নিম্বপত্র হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বচ ঝুল এই সকল দ্রব্য সমভাগ বাটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠী পিঁপুল মরীচ হরীতকী বয়ড়া আমলকী মুথা বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ চিতামূল শঠি এলাইচ পিপুলমূল হবুসা দেবদারু ধন্যা কুড় চঞি রাখালসসার মূল হরিদ্রা বিটলবণ সচললবণ যবক্ষার সৈন্ধব গজপিপুল এবাংপ্রতি ১ তোলা গুগ্‌গুল ৫৪ তোলা এই সকল দ্রব্য মধু দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা প্রমাণ সেবন করিলে ২১ দিবসে শান্তি হয়।

অথ বিশ্বানন্দ তৈল।

তিল তৈল ৪ সের জল ১৬ সের কল্কার্থ চিতামূল আকন্দমূল তেউড়িমূল কাঁকরোলেমূল কেতকীরমূল ডুমুর মূল শ্বেতকরবীর পত্রের রস মনসাসিজের আঠা বচ বিষ-

অঙ্গলিয়া হরীতাল সাজিমাটি নাকটিকিমূল এষাংপ্রতি ৫ মাষা ৩রতি।

পাকের প্রকার। ৪ সের তৈলে ১৬ সের জল দিয়া কল্কার্থ দ্রব্য সকল তাহাতে দিয়া পাক করিবেন নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

এই তৈল ক্ষতদেশে পুরাতন তুলার সহিত দিবেন।

অথ ভগন্দরহর রস।

পারা ২ তোলা গন্ধক ৪ তোলা ঘৃতকুমারির রসে ৩ দিবস খলে মর্দ্দন হইলে ৬ তোলা তাম্রচূর্ণ একত্রে করিয়া একটা হাঁড়িতে পলাশের ছাই অর্দ্ধেক পুরিয়া তাহার মধ্যে ঐ ঔষধ রাখিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া পলাশকাষ্ঠের জাল দুই প্রহর দিবেন পরে নিম্বছালের রসের সহিত ঐ প্রকার পাক করিবেন আর পুনঃ২ খলে মর্দ্দন করিয়া ধূলীর ন্যায় হইলে পাক সিদ্ধ হয়। এক রতি প্রমাণ নিম্বছালের রসের সহিত মধু দিয়া সেবন করিলে উক্তাময় নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং ভগন্দরাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ উপদংশ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। কুলপত্রের কুঁড়ি ১ তোলা আকন্দপত্রের রস ১ তোলা আপাঙ্গপত্রের রস বামনহাটীর রস হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য ১ তোলা প্রমাণে বাটিয়া ছিন্ন বস্ত্রে লেপন করিয়া বাতি করিবেন সেই বাতি জ্বালিয়া রোগীকে ভাবনা দিলে উপদংশ রোগ শান্তি হয়। আর ব্রণাধিকারে যে যে ঔষধি উক্ত আছে তাহা এ রোগে প্রয়োগ করিলে শান্তি হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং উপদংশ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ কুষ্ঠাধিকার চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। হরিদ্রা চিতামূল কুল মরীচ বালা দুর্ব্বা

আকন্দআঠা মনসাসিজের আঠা এষাংপ্রতি সমভাগে খলে মর্দ্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে সামান্য কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

অথ পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

নিম্বছাল পটোলপত্র কণ্টকারি গুলঞ্চ বাসকছাল এষাংপ্রতি ১ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের ঘৃত ৪ সের কল্‌কার্থ হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাংপ্রতি ২ পল ৫ তোলা ২ মাষা ৭ রতি।

পাকের প্রকার। নিম্বছালাদি ৫ দ্রব্য ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে ঘৃত দিয়া নির্জ্জল হইলে কল্‌কার্থ হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুঠী চূর্ণ উক্ত প্রমাণ মত ঘৃতে দিয়া শীঘ্র নামাইবেন, ২তোলা পরিমিত সেবন করিবেন।

পঞ্চতিক্ত গুগ্‌গুল। ঘৃত ৪ সের নিম্বছাল গুলঞ্চ বাসক ছাল পটোলপত্র কণ্টকারি এষাংপ্রতি ১০ পাল জল৬৪সের শেষ ৮ সের, কল্‌কার্থ আলকাদি মূল বিড়ঙ্গ দেবদারু গজপিপুলী যবক্ষার সাজিমাটি শঠী হরিদ্রা মৌরি গুলফা চঞি কুড় নফ্‌টকী মরীচ কুরুচিছাল জীরা চিতামূল কণ্টকি ভেলা বচ পিপুলমূল মঞ্জিষ্ঠা এলাইচ বনযমানী এষাংপ্রতি ২ তোলা গুগ্‌গুল ৫ পল, পাকের প্রকার, ৬৪ সের জলে নিম্বছাদি ৫ দ্রব্য এবং গুগ্‌গুল পুটলি করিয়া দিয়া পাক করিবেন ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ গুগ্‌গুল এবং ৪ সের ঘৃত কল্‌কার্থ দ্রব্যাদি ছেঁচিয়া দিয়া পাক জল শূন্য হইলে ছাঁকিয়া ১ তোলা প্রমাণ ভোক্ষণ করিবেন।

অমৃত ভল্লাতক। ভল্লা ১৬ সের ৬৪ সের জলের সহিত পাক হইলে ১৬ সের জল থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃত ৪ সের দুগ্ধ ১৬সের চিনি ১৬পল দিয়া পাক গুড়ের ন্যায় হইলে সিদ্ধ হয়, ৩ তোলা প্রমাণ ভক্ষণ করিবেন।

সিন্দূরাদি তৈল। রাইসরিষার তৈল ৮ পল কল্‌কার্থ

কৃষ্ণজীরা ৮ তোলা সিন্দূর ৪ তোলা জল ৪ সেরের সহিত পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

বৃহৎমরীচাদি তৈল। মরীচ তেউড়ি দন্তিমূল আকন্দ আঠা গোময়ের রস দেবদারু হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী কুড় রক্তচন্দন রাখাল সসারমূল করবীরপত্র হরিতাল মনছাল চিতামূল বিষলাঙ্গলা বিড়চাকুন্দা শিরীষছাল কুরুচিছাল নিম্বছাল ছাতিমছাল মনসাসিজ গুলঞ্চ সোন্দালি ছাল হাপরমালী মুথা খদিরকাষ্ঠ পিপুল বচ নফ্‌টকী এষাংপ্রতি ৮ তোলা বিষ ২ পল সার্ষপতৈল ১৬ সের গোমূত্র ৬৪ সের।

পাকের প্রকার। তিল নিক্ষেপ হইলে মরীচাদি বিষ পর্য্যন্ত দ্রব্য সকল কুটিয়া গোমূত্রের সহিত পাক করিয়া নামাইবেন। ইহাতে ৮০ প্রকার কুষ্ঠ শান্তি হয়।

কন্দর্পসার তৈল।

ছাতিমছাল কৃষ্ণসাড়া গুলঞ্চ নিম্বছাল শিরীষছাল ঘোড়ানিম্ব জয়ন্তী তিতলাউ রাখালসসার মূল হরিদ্রা এষাংপ্রতি ১০ পল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের সোন্দালি ছাল ভীমরাজ জয়ন্তীপত্র ধুস্তূরারপত্র আমলকী সিদ্ধিপত্র খর্জ্জুর পত্র গোময় আকন্দপত্র শিজপাতা এই সকল দ্রব্যের রস প্রত্যেকে ৪ সের, কল্‌কার্থ মাকালফল বচ ব্রহ্মী তিতলাউ চিতামূল গোয়ালিয়ালতা কুড়ালি মনছাল আমলকী চাকুল্যা নাটা গাঁট্যালা সোনালি আকন্দআঠা কালকেসুন্দ্যা ইসেরমূল মঞ্জিষ্ঠা ঘোড়ানিম্ব রাখালসসার মূল বিছটি গন্ধভাদালী হাপরমালা মুর্ব্বা ছাতিমছাল শিরীষছাল কুড়চিছাল নিম্বছাল গুলঞ্চ হাকুচবীজ ধন্যা দারুচিনি জ্যেষ্ঠমধু কন্দর কুট কট্‌কি শঠী দারুহরিদ্রা তেউড়ি পদ্মকাষ্ঠ পিপুলমূল অগুরু কুড় কটফল জটামাংসী কর্পূর ভাঙ্গপত্র এলাইচ গুয়া হরীতকী বয়ড়া,এষাংপ্রতি ২তোলা, পাকের ক্রম, ছাতিম ছালাদি হরিদ্রা পর্য্যন্ত দ্রব্যসকল কুটিয়া

১০ পল প্রমাণানুসারে ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া৪:সর তৈলের সহিত পাক হইলে কিঞ্চিৎ ক্বাথ থাকিতে গোমূত্র উক্ত প্রমাণমত দিবেন কল্কার্থ মাকালফলাদি বয়ড়া পর্য্যন্ত কুটিয়া দিয়া আর আকন্দআঠা সোন্দালি আদি ১০ দ্রব্যের সহিত পাক করিলে সিদ্ধ হয়, এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ শান্তি হয় এবং কন্দর্পের ন্যায় কলেবর হয়, মুনিবাক্য।

অমৃতাঙ্কুর লৌহ। পারা গন্ধক তাম্র লৌহ অভ্র ভেলা গুগ্গুল এষাংপ্রতি ৮ তোলা হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাংপ্রতি ৫ পল-২০তোলা ৫ মাষা ৩ রতি পাকার্থ জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ঘৃত ১৬ পল প্রক্ষেপ হরীতকী বয়ড়া ৫ তোলা আমলকী ১২ তোলা, পাকের প্রকার গুগ্গুল দুগ্ধের সহিত মৃদু অগ্নিতে সিদ্ধ হইলে জলে ধৌত করিয়া শুকাইবেন আর হরীতকী আদি ৩দ্রব্য চূর্ণ করিবেন ভেলা জলে সিদ্ধ করিয়া শুকাইলে ভগ্ন করিয়া আঠা লইবেন, পাকের ঘৃত চড়াইয়া ফেণা রহিত হইলে তাম্রাদি ৫ দ্রব্য দিয়া মিলিত হইলে হরীতক্যাদির ক্বাথ ৪ সেরের সহিত পাক করিবেন গুড়ের ন্যায় হইলে প্রক্ষেপ হরীতকী আদি ৩ দ্রব্য দিয়া এবং কর্জ্জলী দিয়া সন্দেশের পাকের ন্যায় হইলে পাক সিদ্ধ হয় ৬ তোলা লৌহ ঘৃত মধুর সহিত মাড়িয়া লেপান করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কুষ্ঠাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ শিতপিত্ত চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। হরিদ্রা চাকুল্যাবীজ কৃষ্ণতিল সমভাগ জল দিয়া বাটিয়া পত্রে লেপন করিলে উক্ত রোগ নষ্ট হয়, যমানী ২ তোলা পুরাতন গুড় ২ তোলা মিলিত করিয়া খাইলে উক্ত রোগ শান্তি হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিতপিত্ত চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। আমলকী রস ১ তোলা মধু ১ তোলা মিলিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

অথ নারিকেলামৃত।

নারিকেল শস্য ৩২ পল ঘৃত ৩২ পল শুণ্ঠী চূর্ণ ১৬ পল নারিকেল জল ৩২ সের দুগ্ধ ৩২ সের আমলকী রস ৪ সের চিনি ২।০ সের শুণ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি এলাইচবীজ তেজপত্র নাগেশ্বর এষাংপ্রতি ১ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ আমলা জীরা ধন্যা কৃষ্ণজীরা গাঁট্যালা বংশলোচন মুথা এষাংপ্রতি ৬ তোলা মধু ৪ তোলা, পাক করিবার প্রকার, নারিকেলের কোরা জলে ধৌত করিয়া নির্জ্জল করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ৩২ পল ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে শুণ্ঠী চূর্ণ ডাব নারিকেল জল আদি ৩ দ্রব্য শক্ত প্রমাণানুসারে মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া সন্দেশের পাকের ন্যায় হইলে নামাইয়া প্রক্ষেপ আমলাদী দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া শীতল হইলে মধু ৪ পল দিবেন, ভক্ষণ ১ তোলা কিম্বা ২ তোলা অনুপান তপ্ত দুগ্ধ, ইহাতে উক্ত রোগ নাশ হয়।

অধিপিত্ত চূর্ণ। হরীতকী বয়ড়া আমলকী শুণ্ঠী পিপুল মরীচ মুথা ইন্দ্রযব বিড়ঙ্গ এলাইচ তেজপত্র এষাংপ্রতি যত লবঙ্গ চূর্ণ তাহার সমভাগ, উভয় চূর্ণ যত হইবেক তাহার দ্বিগুণ তেউড়িমূল সকল চূর্ণের সমভাগ চিনি সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া নারিকেল জল দিয়া খাইবেন ১তোলা প্রমাণ।

শিতামণ্ডুর।

মণ্ডুর ১২ তোলা চিনি পাঁচ পল ঘৃত আট পল দুগ্ধ ১৬ পল শুণ্ঠী পিপুল মরীচ জ্যেষ্ঠমধু এলাইচ দুরালভা বিড়ঙ্গ হরীতকী বয়ড়া আমলকী কুড় এষাংপ্রতি ২ তোলা মধু ২ পল, পাকের ক্রম, ঘৃতের মণ্ডুর চূর্ণ দিয়া মন্দমন্দ জালে মিলিত হইলে তাহাতে চিনি দুগ্ধ দিয়া পাক ক-

রিবেন গুড়ের ন্যায় হইলে শুণ্ঠী আদি ১১দ্রব্য দিয়া পাক নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ সেবন করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং অম্লপিত্তাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বিষর্দ্দ চিকিৎসা।

ক্ষত দোষে জলে সংযোগ হইলে বিষর্দ্দ হয়। শিরীষ ছাল গুড়কামাই সমভাগে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়.গুলঞ্চ বাসকছাল মুথা ছাতিমছাল খদিরকাষ্ঠ কাল্যলতা নিম্বপত্র হরিদ্রা এষাংপ্রতি ৴০ পল জল ৪ পল শেষ ১ পল প্রক্ষেপ মধু ৪০ রতি।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিষর্দ্দাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বিস্ফোটক চিকিৎসা।

শিরীষছাল বেণারমূল নাগেশ্বর এই ৪ দ্রব্য বাঁটিয়া প্রলেপ দিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বিস্ফোটকাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ গুদভ্র চিকিৎসা।

কাঞ্চনফুলের গাছের ছাল ৪ তোলা স্বর্ণমাক্ষি প্রলেপ দিয়া কিঞ্চিৎকঞ্চ খাইবেন।

মুষ্টিযোগ। সোহাগা হাপরমালির মূল ২ দ্রব্য সমভাগে লইয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবেন ইহাতে উক্ত রোগ বিনাশ হয়

ইতি সারকৌমুদ্যাং গুদভ্র চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ টাক রোগ চিকিৎসা।

মালতী তৈল। কটূতৈল ৪সের মালতীপত্র করবীরপত্র ভাকরমচাফল চিতামূল এষাংপ্রতি ২তোলা জল ১৬সের

গোমূত্র ৪ সের পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে পাক সিদ্ধ হয় ইহাতে টাক রোগ বিনাশ হয়।

কুষ্ঠাদি তৈল। কটু তৈল ৪ সের গোমূত্র ৮ সের ছাগ-মূত্র ৮ সের কলকার্থ সিজ আটা আকন্দ আটা ভীমরাজের রস বিষলাঙ্গলা এষাংপ্রতি ১২ পল ৬ মাষা পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইবেন, এই তৈল মর্দ্দন করিলে উক্ত রোগ বিনাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং টাকাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ দন্তরোগ চিকিৎসা।-

মুষ্টিযোগ। কুড় দারুহরিদ্রা লোধ মুথা আকনাদিমূল চঞি নফটকি হরিদ্রা তুঁতিয়াভস্ম ঘৃত পিপুল এষাংপ্রতি সমভাগ ঘৃতের সহিত মুখে রাখিলে দন্তরোগ শান্তি হয়।

খদিরবটিকা। খদিরকাষ্ঠ চূর্ণ ১০ পল জল ৬৪ সেরের সহিত পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে জয়ত্রী কর্পূর গুবাক জায়ফল চূর্ণ এষাংপ্রতি ৮ তোলা খদির ৮ তোলার সহিত পাক করিয়া মুখে রাখিলে এবং দন্তে দিলে উক্ত রোগ নাশ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং দন্তরোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ কর্ণ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। রসুনের রস আদার রস, সজিনাছালের রস রঙ্গ মূলার ছালের রস কদলীমূলের রস ইহার মধ্যে যে রস ইচ্ছা তাহার সমভাগ, মনসাপত্রের রস মিলিত করিয়া কর্ণমধ্যে দিবেন তাহাতে নানা প্রকার কর্ণশূল নিবারণ হয়।

ক্ষারতৈল।

মূলারক্ষার হিঙ্গ শঠী শুল্‌ফা বচ কুড় দেবদারু সজি-নাছাল রসাঞ্জন সচল যবক্ষার সাক্ষিমৃত্রিকা সৈন্ধব ভূর্জ্জ-পত্র বিটলবণ মুথা এষাংপ্রতি ৪ তোলা তিল তৈল ৪ সের

টাবালেবুররস ৪ সের কলার এটের রস ৪ সের পিপুল মূল চূর্ণ আদসের মধু ১ সের গোঁড়ালের রস ৪ সের পাক করিবার ক্রম, মূলার ক্ষারাদি মুথাচূর্ণ পর্য্যন্ত তৈলে দিয়া পাক কিঞ্চিৎকাল হইলে টাবালেবুর রস প্রভৃতি সকল রস দিয়া ৪ সের থাকিতে পাক সিদ্ধ হয়। তৈলভাণ্ড ধান্য মধ্যে রাখিবেন প্রতি দিন ১ মাষা প্রমাণ ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবেন ইহাতে কর্ণপীড়া সকল নিবারণ হয়।

দশমূলী তৈল। তিল তৈল ৪ সের বিল্বছাল ৩২ তোলা সোণাছাল গাম্ভারিছাল কণ্টকারি পারুল গণিয়ারিছাল সালপানী চাকুল্যা গোক্ষুরি ব্যাকুড়, এষাংপ্রতি ৩২ তোলা জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ ঐ সকল ছালাদি প্রত্যেকে ৬৪ তোলা পাকের প্রকার, তৈল ৪ সের ফেণা শূন্য হইলে বিল্বছালাদি ১০ দ্রব্য ছেঁচিয়া ১৬ সের জলের সহিত পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে কল্কার্থ ঐ সকল দ্রব্য ৬৪ তোলা দিয়া পাক নির্জ্জল হইলে সিদ্ধ হয় এই তৈল কর্ণে দিবেন।

জাতিঘৃত। ঘৃত ৪ সের জাতিপুষ্পের পত্রের রস ১৬ সের কল্কার্থ জাতিপত্র ১ সের পাকের প্রকার, ৪ সের ঘৃতে ১৬ সের রস দিয়া কিঞ্চিৎকাল পাক হইলে ৪ সের থাকিতে পাক সমাপন হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং কর্ণাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ নাসিকা চিকিৎসা।

চিত্রহরীতকী। চিতা আমলকী গুলঞ্চ বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুলছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্টকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় এষাংপ্রতি ১০ পল চিতামূল ৫০ পল জল ৫০ সের শেষ ১২।।০ সের এবং আমলকী ৫০ পল জল ৫০ সের শেষ ১২।।০ সের গুলঞ্চ ৫০ পল পুরাতন গুড়

১০০ পল হরীতকী চূর্ণ ৬৪ তোলা প্রক্ষেপ মধু শুণ্ঠী পিপুল মরীচ দারুচিনি তেজপত্র এলাইচ এষাংপ্রতি ১৬ তোলা যবক্ষার ৫ তোলা মধু ২ সের পাকের প্রকার। চিতামূল ৪০ পল চিতাদি ১২ দ্রব্য উক্ত প্রমাণ মৃত লইয়া ৫০ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১২॥০ সের থাকিতে ছাঁকিয়া এবং আমলকী ৫০ পল ৫০ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১২॥০ সের থাকিতে ছাকিয়া দুই জল, গুলঞ্চ ৫০ পলের সহিত পাক করিয়া ১২॥০ সের থাকিতে ছাকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১০০ পল হরীতকী চূর্ণ ৬৪ তোলা দিয়া গুড়ের ন্যায় পাক হইলে শুণ্ঠী আদি মধু পর্য্যন্ত প্রমাণানুসারে দিবেন ভক্ষণশক্তি অনুসারে করিবেন। ইহাতে নাসিকা রোগ শান্তি হয়।

মুষ্টিযোগ। গুগ্গুল মম সমভাগে বাতি করিয়া গাত্রে এবং নাসিকারন্ধ্রে ধুম লাগাইবেন।

গৃহধূমাদি তৈল। ঝুল পিপুল দারুহরিদ্রা যবক্ষার ডারকরমচারবিচি সৈন্ধব বামনহাটি বিচি, এষাংপ্রতি ২ তোলা ৪ মাষা ৬ রতি তিল তৈল ১ সের পাকের ক্রম, তৈল অগ্নিতুল্য হইলে ঝুলাদি দ্রব্য সকল দিয়া পাক করিতে২ কৃষ্ণবর্ণ হইলে পাক সমাপ্ত হয় তৈল তুলার সহিত নাসিকার ভিতর দিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং নাসিকা রোগাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ চক্ষুরোগ চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলের সহিত বাটিয়া চক্ষের পার্শ্বে প্রলেপ দিলে পীড়া শান্তি হয় গেরিমাটী রক্তচন্দন শুণ্ঠী খড়ি বচ এষাংপ্রতি সমভাগ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া চক্ষু উঠিলে প্রলেপ দিবেন।

বৃহৎবাসকাদি পাচন। বাসকছাল মুথা নিম্বছাল প-

টৌলপত্র কট্‌কী গুলঞ্চ রক্তচন্দন কুরুচিছাল ইন্দ্রযব দারুহরিদ্রা চিতামূল শুণ্ঠী চিরাতা আমলকী বয়ড়া যব এষাংপ্রতি ৯ রতি, ৪ পল জলের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেন ১ পল থাকিতে প্রক্ষেপ মধু ৪ রতি দিয়া পান করিলে উক্ত রোগ শান্তি হয়।

চন্দ্রোদয় বটি। হরীতকী বচ মরীচ বয়ড়া পিপুল নাভিশঙ্খ মনছাল এষাংপ্রতি সমভাগ দুগ্ধের সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া বটি হইলে মধুর সহিত নয়নে দিবেন।

ত্রিফলাঘৃত। ঘৃত ৩২ পল হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাংপ্রতি ৫ সের ২ পল ৫ মাষা ৩ রতি জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের দুগ্ধ ৪ সের কল্‌কার্থ হরীতকী বয়ড়া আমলকী এষাংপতি ৮ পল

পাকের প্রাকার। হরীতকী আদি ৩ দ্রব্য উক্ত পরিমাণ ৬৪ সের জলের সহিত পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া ঘৃতে দিবেন পরে নির্জ্জল হইলে কলকার্থ দ্রব্য সকল সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া তাহাতে দিলে পাক সিদ্ধ হয়, সেব্য মত সেবন করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং নেত্ররোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ শিররোগ চিকিৎসা।

দশমূল তৈল। বিল্বছাল, সোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি ছাল, সালপানী চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় নাটামুল নিষিন্দা জয়ন্তী ধুস্তূরা এষাংপ্রতি ৬ পল জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের সার্ষপ তৈল ৪ সের কল্‌কার্থ দশমূল নাটা জয়ন্তী ধুস্তূরা এষাংপ্রতি ৬ তোলা।

বৃহদ্দশমূল তৈল। সার্ষপ তৈল ১৬ সের বিল্বছাল সোণাছাল গাম্ভারিছাল পারুছাল গণিয়ারি সালপানী চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোক্ষুরি এষাংপ্রতি ১০ পল জল ৬৪

সের শেষ ১৬ সের গোঁড়ালেবুর রস ধুস্তুরা রস আদার রস এষাংপ্রতি ১৬ সের কল্কার্থ পিপুল গুলঞ্চ শুলফা পুনর্নবা সজিনা ছাল পিপুলমূল নাটা কৃষ্ণজীরা রাইসরিষা বচ শুণ্ঠী চিতামূল শঠী দেবদারু বাট্যালা রাস্না হুড়হুড়ে কট্‌ফল নিবিন্দা চক্রি গেরি শুঙ্কমূলা যমানীবীজ দড়ক এষাংপ্রতি ৮ পল, পাকের প্রকার, প্রথমত মূর্চ্ছা করিয়া পরে দশমূল ১০ পল ৬৪ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে সেই ক্বার্থ তৈলে দিয়া কল্কার্থ দ্রব্য সকলের সহিত পাক করিবেন, নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়।

ষড়বিন্দু তৈল। তিলতৈল ৪ সের ভীমরাজ রস ১৬ সের ছাগদুগ্ধ ৪ সের কল্কার্থ ভেরেণ্ডামুল তুরগ পাদুকা শুলফা জীবন্তি রাস্না সৈন্ধব দারুচিনি বিড়ঙ্গ জ্যেষ্ঠমধু শুণ্ঠী এষাংপ্রতি ৭ তোলা ৯ রতি, পাকের প্রকার, তৈল মূর্চ্ছা করিয়া তাহাতে কল্ক দ্রব্যাদি সকল দিয়া পাক করিলে ৪ সের থাকিতে নামাইবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং শিররোগ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ প্রদর চিকিৎসা।

শিতকল্যাণ ঘৃত। বাট্যালামূল গোরক্ষ চাকুল্যা উৎপল তালেরমাতি ভুমিকুষ্মাণ্ড দশমূল সালপানী জীরা রক্তোৎপল পদ্মমূল বেণামুল গম ধন্যা বনমুগ ক্ষীরকাকোলী গাম্ভারিছাল জ্যেষ্ঠমধু হরীতকী বয়ড়া আমলকী সমবীজ কাঁচাকলা, এষাংপ্রতি ৪ তোলা দুগ্ধ ১৬ সের ঘৃত ৪ সের জল ৮ সের, পাকের প্রকার, ঘৃত অগ্নিবৎ করিয়া তাহাতে বাট্যালাদি সকল দ্রব্য ছেঁচিয়া দিয়া ঐ প্রমাণ মত জল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া ৪ সের থাকিতে পাক সমাপ্তি হয়, ঘৃত শক্তি মত ভক্ষণ করিবেন ইহাতে প্রদর শান্তি হয়।

অশোকঘৃত। ঘৃত ৪ সের অশোকছাল ১৬ পল জল ১৬ সের শেষ ৪ সের কল্কার্থ পেয়ালকাষ্ঠ জীবন্তি জ্যেষ্ঠমধু বনমুগ বনকলাই সালপানী চাকুল্যা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মেধ মহামেধ জীবক ঋষিবক বৃদ্ধি পরুশফল রসাঞ্জন জ্যেষ্ঠমধু অশোকমূল দ্রাক্ষা শতমূলী চাঁপনট্যার মূল এষাংপ্রতি ৪ তোলা প্রক্ষেপ চিনি ৮ পল, পাক করিবার ক্রম, ঘৃতাদি জল পর্য্যন্ত একত্রে পাক করিয়া নিরস হইলে কল্কার্থ দ্রব্য সকল সূক্ষ্মচূর্ণ তাহার সহিত মিলিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে, চিনি দিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং প্রদরাধি সমাপ্তঃ।

অথ যোনি চিকিৎসা।

মুষিক তৈল। তিলতৈল ৪ সের মুষিকমাংস ১ সের তৈলের সহিত পাক করিয়া মিলিত হইলে পাক সিদ্ধ হয় এই তৈল যোনিতে লেপন করিলে যোনির কঠিনতা হয়।।

ফলঘৃত। যে গাভির বাছুর না মরিয়া থাকে এমন একবর্ণা গাভির ঘৃত ৪ সের শতমূলির রস ১৬ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা জ্যেষ্ঠমধু কুড় হরীতকী বয়ড়া আমলকী চিনি বচ কণ্ঠকারি শুষ্কভুমিকুষ্মাণ্ড কাকলা অশ্বগন্ধামূল বনযমানী হরিদ্রা দারুহরিদ্রা হিঙ্গ কট্কী শুঁদিপুষ্প দ্রাক্ষা ক্ষীরকাকোলী চন্দন এষাংপ্রতি ২ তোলা, পাকের প্রকার, এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রক্ষেপ লক্ষণামূল ২ তোলা দিবেন, ভক্ষণ ২ মাষা ইহাতে সন্তান অবশ্য হয়।

সোমঘৃত। উক্ত মত গব্য ঘৃত ৮ সের কল্কার্থ রাইসরিষা বচ কণ্ঠকারি শ্বেত পুনর্নবা ভুমিকুষ্মাণ্ড হরীতকী বয়ড়া আমলকী কুড় কট্কী অন্তমূল শ্যামালতা জ্যেষ্ঠ-

মধু জাতিপুষ্প বাসকপুষ্প মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু শুণ্ঠী পিপুল ভীমরাজ হরিদ্রা বীজদড়ক বিল্বছাল সোণাছাল পারুলছাল গণিয়ারিছাল সালপানী চাকুল্যা কণ্ঠকারি গোক্ষুরি ব্যাকুড় আপাঙ্গ অশ্বগন্ধা শতমূলী এষাং প্রতি ২ পল পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, পাকের প্রকার, ঘুঁটের জালে ঘৃত অগ্নিতুল্য করিয়া তাহাতে রাইসরিষা আদি ৩৪ দ্রব্য উক্ত প্রমাণ ঘৃতের সহিত পাক নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, ভক্ষণের ক্রম, এই দুই ঘৃতে ঋতুর স্নানের পর দিন অবধি অষ্টাহ পর্যন্ত ঘৃত ভক্ষণ করিলে সন্তান হয়, আর, স্ত্রীপুরুষে সদাচারে থাকিবেন গর্ব্ভ হইলে উদরে বেদনাদির প্রতিকার চন্দন পদ্মের মৃণাল সমভাগ জলের সহিত বাটিয়া খাইলে বেদনা নিবারণ হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং গর্ব্ভ চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

অথ সূতিকা চিকিৎসা।

পঞ্চকুল মিশ্রিত দশমূল পাচন দিবেন, অথবা কেবল দশমূল পাচন, আর আমশূল হইলে ধনা পঞ্চক সংযুক্ত দশমূলের ক্কাথ প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ২ রতি দিয়া সেবন করিবেন, আর এই রোগ গ্রহণী অধিকারের নায়িকাচূর্ণ জাতিফলাদ্যা মহাভ্রবটিকা মহাগন্ধ প্রয়োগ করিবেন।

ইতি সারকৌমুদ্যাং সূতিকাধিকার সমাপ্তঃ।

অথ বালকের চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ। কুড় আতইচ কাঁকড়াশৃঙ্গি দুরালভা পিপুল এষাং প্রতি সমভাগে সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া বালকের জিহ্বায় দিবেন তাহাতে কাসি নিবারণ হয়।

হরিদ্রা লোধছাল প্রিয়ঙ্গু জ্যেষ্ঠমধু এবাংপ্রতি সম-ভাগ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাভিদেশে দিলে শুষ্ক হয় ॥

অথ চতুর্ভদ্র অবলেহ। মুথা পিপুল আতইচ শৃঙ্গি এ-বাংপ্রতি সমভাগ মধু দিয়া অবলেহ করিলে, জ্বর অতি-সার শান্তি হয়।

হরীতকী বচ কুঁড় ৩ দ্রব্য চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করা-ইলে বালকের দুগ্ধ তোলা ভাল হয়।

অথ অষ্টমঙ্গল ঘৃত। ঘৃত ৪ সের জল ১৬ সের কল্কার্থ বচ কুড় ব্রহ্মী রাইসর্ষিয়া অনন্তমূল সৈন্ধব পিপুল এবাং-প্রতি ৯ তোলা ১॰ মাষা এই সকল দ্রব্য ছেঁচিয়া ঘৃতের সহিত পাক নির্জ্জল হইলে পাক সিদ্ধ হয়, সেব্য মত সেবন করাইলে দড়কাদি সকল রোগ শান্তি হয়।

ইতি সারকৌমুদ্যাং বালক চিকিৎসা সমাপ্তঃ।

সারকৌমুদী নামক গ্রন্থ সমাপ্তঃ।